আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২১ঈসায়ী

৩১শে জুলাই, ২০২১

সেক্যুলার তুরস্কে মুরতাদ কাবুল সরকারের বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু

তুর্কি সংবাদ মাধ্যম 'দৈনিক সাবাহ' নিউজ গত ২৯ জুলাই রিপোর্ট করেছে যে, ক্রুসেডার ন্যাটো জোটের একনিষ্ঠ সদস্য তুরস্ক নিজ দেশে মুরতাদ কাবুল সরকারের স্পেশাল সৈন্যদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করেছে।

তুর্কি কর্মকর্তারা বলছে, মুরতাদ কাবুল সরকারের বিশেষ বাহিনীর একটি দল গত বুধবার প্রশিক্ষণের জন্য তুরস্কে এসে পৌঁছেছে।

বেলজিয়ামে ন্যাটোর এক মুখপাত্র জার্মান ডিপিএ -কে নিশ্চিত করেছে যে, কাবুল সরকার তুরস্কে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে, কিন্তু নিরাপত্তার কারণে অবস্থান বা বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে সে।

মুখপাত্র জানায়, "অব্যাহত অর্থায়ন এবং কূটনৈতিক উপস্থিতি ছাড়াও আফগানিস্তানের জন্য ন্যাটোর অব্যাহত সহায়তার মধ্যে রয়েছে বিদেশে আফগান বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ।" প্রশিক্ষণ সবে শুরু হয়েছে। ”

তুরস্ক কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে সুরক্ষিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই ঘোষণা আসে। তুর্কি কর্মকর্তারা বলছে, তারা বর্তমানে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

তালিবানরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, বিদেশি সেনা প্রত্যাহারের পর যদি তুর্কি সৈন্যরা আফগানিস্তানে থেকে যায়, তাহলে তাদের সঙ্গে দখলদারদের মতো আচরণ করা হবে।

আর সেক্যুলার তুরস্ক এখন আরও একধাপ এগিয়ে মুরতাদ কাবুল সেনাদেরকে নিজ দেশে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পূর্ব থেকেই বছরের পর বছর 'গরগর' নামক সোমালি একটি মুরতাদ বাহিনীকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে কথিত জামানার সুলতান সোলেমান নামক ক্রুসেডারদের একনিষ্ঠ গোলাম এরদোগান।

উল্লেখ্য, ইমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এমন কাজ করে তবে সে কুফরী করল।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ'তোমাদের মধ্যে যে তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' (মায়েদাহ ৫১)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়’ (মুমতাহিনা ১)। পরের আয়াতেই মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ‘তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও’ (মুমতাহিনা ২)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সুযোগ পাওয়ার পর তারা মুমিনদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই সুযোগ পাবে তাদের বাহু ও জিহবা মুসলমানদের অনিষ্ট করার জন্য প্রসারিত করবে। এজন্য তাদের সাথে মিল রাখা ভবিষ্যতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকায় এ আচরণ ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় ঈমান হারাতে হবে।

রেলের ভুল পরিকল্পনার জন্য গচ্চা গেলো জনগণের ৪০০ কোটি টাকা

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার প্রায় ৬ বছর পর পরিকল্পনায় ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে। দীর্ঘ এ সময়ে আড়াইশ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে কাজ হয়েছে ৭৫ শতাংশ।

রেলের লাইন নির্মাণ কাজের পরিকল্পনায় ত্রুটি ধরা পড়ায় একই জায়গায় পুনরায় নতুন আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হচ্ছে। এতে ব্যয় হবে আরও চারশ কোটি টাকার বেশি। উল্লেখ্য, এখন যে প্রকল্পটি গৃহীত হচ্ছে প্রথম থেকেই এর কাজ করা সম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ থেকে প্রায় চারশ কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় হতো। কিন্তু রেলওয়ের ভুলের কারণে এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

৩৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে চলমান মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজ করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ২০১৫ সালে। শুরুতে পরিকল্পনা গ্রহণেই ছিল ভুল। সে সময় বিদ্যমান মিটারগেজ লাইনটি যদি ডাবলগেজে আলাদা দুটি লাইন করা হতো তবে উদ্ভূত কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতো না।

কিন্তু রেলের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ডাবলগেজ লাইন করার সিদ্ধান্ত নেয়। দীর্ঘ এ সময়ে প্রকল্পটির কাজ ৭৫ ভাগ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা

অজুহাতে প্রকল্পের সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে ২০২১ সালেও কাজটি শেষ হয়নি। এ পর্যায়ে এসে পরিকল্পনায় ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, পদ্মা সেতুতে ট্রেন চালু হলে চাপ বাড়বে। কাজেই ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত নতুন লাইনের পাশে আরও একটি লাইন বসাতে হবে।

মন্ত্রণালয় সংশোধিত হিসাবে প্রকল্পটির ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৭৮২ কোটি ৪১ লাখ টাকা। অর্থাৎ রেলপথটি নির্মাণ ব্যয় বাড়ছে ৪০৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বা ১০৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

এদিকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, জাপান এ প্রকল্পে আর অর্থায়ন করবে না। ব্যয়বৃদ্ধি যত হয় সবই বাংলাদেশের জনগণের জমাকৃত তহবিল থেকেই যাবে।

রেলওয়ের আরেক ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী বলেন, ২০১২ সালে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পথে নতুন রেল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ওই সময় সংশ্লিষ্ট কিছু অসাধু কর্মকর্তা চলমান লাইনের সংস্কার ছাড়া শুধু নতুন করে একটি ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের পক্ষে নানা যুক্তি দেন। তারা জানত, চলমানটি বাদ রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে পরে নতুন করে আরেকটা প্রকল্প নেওয়া যাবে। এতে তাদের পকেট ভারি হবে।

এদিকে অপর এক কর্মকর্তা জানান, এ প্রকল্পটি নিয়ে সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। ২০১২ সালে প্রকল্পটির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে সময় একইসঙ্গে এ পথে ডুয়েলগেজের দুটি লাইন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে তা গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্টরা। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন কয়েক বছর আগেই বিদ্যমান ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মিটারগেজ রেলপথটি সংস্কার করা হয়েছে। এমন যুক্তির পর শুধু নতুন একটি ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি চূড়ান্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে নির্মিত ডুয়েলগেজের চেয়ে প্রায় তিন ফুট নিচুতে রয়েছে চলমান মিটারগেজ লাইনটি। দুই লাইনের মধ্যে উঁচু-নিচু থাকায় ট্রেন চলাচলে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারি বৃষ্টি হলে চলমান রেল লাইনটিতে পানি জমছে। অন্যদিকে দুটি লাইনের মাঝে লেভেলক্রসিং সমান্তরাল না হওয়ায় সড়কযান চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

খোদ রেলওয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, চলমান প্রকল্পের সঙ্গে ২০১৫ সালে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে ৬ বছর পর এমন ভুল ধরা পড়ত না। ২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারি ‘ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ’ প্রকল্পটি অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। সে সময় প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৩৭৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে জাপানের অনুদান রয়েছে ২৪৯ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। বাকি ১২৯ কোটি ১১ লাখ টাকা বাংলাদেশের জনগণের।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ চলমান রেলপথ দ্রুত সময়ের মধ্যে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করতে না পারলে চলমান ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণেও পরিবর্তন আনতে হবে। ফলে পুরো রেল লাইনেই নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

সূত্রঃ যুগান্তর

ফিলিস্তিন | ইসরাইলি সৈন্যদের গুলিতে দুই মুসলিম তরুণ ও শিশু নিহত

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের হেব্রুন শহরে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের গুলিতে দুই মুসলিম তরুণ ও শিশু নিহত হয়েছে।

জানা যায়, গত ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার ভোরে অধিকৃত পশ্চিম তীর হেব্রুনের বেইত উম্মার শহরে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সৈন্যরা বিশ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি তরুণ শাওকাত আওয়াদের মাথায় ও বুকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

তাছাড়াও এর আগে গত ২৮ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় মুহাম্মাদ আল্লামি নামের আরেক ১২ বছর বয়সী ফিলিস্তিন শিশু হেব্রুনের বেইত উম্মারে দখলদার ইসরাইলের গুলিতে নিহত হয়েছে।

অভিশপ্ত ইহুদি সৈন্যরা মুহাম্মাদ আল্লামিকে বুকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

স্থানীয় মিডিয়া জানায়, ২৯ জুলাই ভোরে নিহত শিশুটির লাশ দাফন কালেও সন্ত্রাসী ইসরাইলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনের হাজার হাজার মুসলিম জনতার উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে।

ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্টের মতে হেব্রুন শহরের বেইত উম্মারে ইহুদি সৈন্যদের গুলিতে কমপক্ষে ১২ জন মুসলিম গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

তাছাড়াও ইসরাইলি সৈন্যদের টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেটের আঘাতে বহু ফিলিস্তিনি হতাহত হন।

ইসরায়েলি দখলদারদের তেলবাহী জাহাজে হামলা; নিহত ২

আরব সাগরের ওমান উপকূলে এক ইসরায়েলি তেলবাহী জাহাজের ট্যাংকারে হামলার ঘটনায় কমপক্ষে দুই নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত নাবিকদের মধ্যে একজন যুক্তরাজ্যের ও অপরজন রোমানিয়ার নাগরিক বলে জানা গেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) রাতে ট্যাংকারটিতে হামলার ঘটনা ঘটে। খবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান।

খবরে বলা হয়েছে, ওমানের রাজধানী মাসকট থেকে ১৮৫ মাইল (৩০০ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্ব উপকূলের মাসিরাহ দ্বীপে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী মার্সার স্ট্রিট নামের তেলের ট্যাংকারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা হামলার বিষয়ে কিছু বলেনি।

ইসরায়েলি ধনকুবের ইয়াল অফারের জোডিয়াক গ্রুপের মালিকানাধীন লন্ডনভিত্তিক জোডিয়াক মেরিটাইম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটি এক জাপানির মালিকানাধীন। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জাহাজটির মালিকানা নিয়ে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিল।

জোডিয়াক মেরিটাইম এ ঘটনাকে 'জলদস্যুতা' বললেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়নি তারা। এর কিছুক্ষণ পরেই তারা হামলায় দুই নাবিকের মৃত্যুর খবর জানায়। তবে এ ঘটনায় আর কেউ হতাহত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি প্রতিষ্ঠানটি।

চরম ভোগান্তি 'এক টাকার ভাড়া দশ টাকা দিতে হচ্ছে'

আজ শনিবার সকাল থেকেই বাংলাবাজার-শিমুলিয়া নৌরুটে হাজার হাজার যাত্রী ও যানবাহন পারাপার হয়েছে। শিবচরের বাংলাবাজার ঘাটে মোটরসাইকেল আরোহীদের চাপ বেশি দেখা গেছে। শনিবার সকাল থেকে হাজার হাজার যাত্রী ও যানবাহন পারাপার হতে দেখা যায় নৌরুটের ফেরিগুলোতে। এদিকে, বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন যাত্রীরা।

বিআইডব্লিউটিসির বাংলাবাজার ঘাট সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল গার্মেন্টস ও কলকারাখানা খুলে দেয়ার ঘোষণা দেয়ায় আজ সকালে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম এই ব্যস্ত রুটে হাজার হাজার মানুষ ফেরিতে পার হচ্ছে। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় তিন চাকার বিভিন্ন পরিবহন ও মটরসাইকেলে আসছে ঘাট এলাকায়। সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওয়ানা দিচ্ছে। লঞ্চ ও স্পিড বোট বন্ধ থাকায় চাপ পড়েছে ফেরি ঘাটে।

বরিশাল থেকে আসা যাত্রী শাহাদাত হোসেন বলেন, আাগামীকাল গার্মেন্ট খোলা। আমাদের ফ্যাক্টরিতে যেতেই হবে। তাই অনেক কষ্ট করে এসেছি। সরকার যদি গণপরিবহন ও লঞ্চ খুলে দিত তাহলে এতো ভোগন্তি হতো না। ইতি নামে এক গার্মেন্টস কর্মী বলেন, আমরা গরীব মানুষ। পেটে দায়ে যেতে হচ্ছে কিন্ত সরকার আমাদের জন্য কিছু করছে না। একদিকে লকডাউন আবার ফ্যাক্টরি খোলা। আমরা কি করবো। আমরা পড়েছি ভোগান্তিতে। এক টাকার ভাড়া দশ টাকা দিতে হচ্ছে।

ভারতে পরপর চার দিন দৈনিক আক্রান্ত ৪০ হাজারের বেশি

পরপর চার দিন ভারতে দৈনিক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে ৪০ হাজারের বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪১ হাজার ৬৪৯ জন। এ নিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ৩ কোটি ১৬ লাখ ১৩ হাজার ৯৯৩।

দেশটির এই নতুন আক্রান্তের অধিকাংশই হচ্ছে কেরালায়। গত ২৪ ঘণ্টাতেও সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ২০ হাজার ৭৭২ জন। বাকি সব রাজ্যেই তা ১০ হাজারের কম। মহারাষ্ট্রে (৬৬০০), অন্ধ্রপ্রদেশে দু'হাজারের বেশি। কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুতে দু'হাজারের কম। উড়িষ্যায় দেড় হাজার এবং আসামে হাজারের আশপাশে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৫৯৩ জনের। গোটা মহামারী পর্বে দেশে প্রাণ হারিয়েছে ৪ লাখ ২৩ হাজার ৮১০ জন। দৈনিক মৃত্যু মহারাষ্ট্রে ২০০ এর বেশি, কেরালায় ১০০ এর বেশি এবং উড়িষ্যাতে ৫০-এর বেশি। বাকি সব রাজ্যে তা ৫০-এর কম।

তবে দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত তিন দিন ধরে দেশটিতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ৪ লাখের নিচে নামলেও গত কয়েকদিনে বেড়ে তা ৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। দেশে এখন সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪ লাখ ৮ হাজার ৯২০ জন।

ভোলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেহাল দশা

ভোলার বোরহানউদ্দিনের ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এছাড়া জনবল সংকটের কারণে প্রায় ২ লাখ মানুষের যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা মিলছেনা।

গত ১ সপ্তাহে প্রায় ১০০ করোনা রোগী শনাক্ত হলেও হাসপাতালে কোভিড বিশেষায়িত ইউনিট নেই। আশঙ্কাজনক রোগীদের ভোলা সদর হাসপাতাল বা বরিশালে প্রেরণ করা হচ্ছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, দ্রুত পুরুষ ওয়ার্ডটিকে কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, হাসপাতালে প্রায় ১০ বছর আগে পাওয়া এক্স-রে মেশিন রেডিওগ্রাফারের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে আছে। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে তিনজন টেকনোলোজিস্টের মধ্যে কাগজে- কলমে আছে ১ জন। তাও তিনি ডেপুটেশনে ভোলা সদর হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবে কর্মরত। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে ১ জন ল্যাব সহকারী দিয়ে করোনা শনাক্তের পাশাপাশি রোগীদের কোনো রকমে পরীক্ষা চলছে।

দক্ষিণ পাশে দ্বিতল হাসপাতাল ভবনের সঙ্গে লাগোয়া উঁচু ময়লার ভাগাড়। ওই স্থানে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের এ্যাম্পুল, স্যালাইনসহ অন্যান্য বর্জ্য পড়ে আছে। ওই সময় আশ-পাশে বেশ কয়েকজনকে প্রস্রাব করতেও দেখা যায়।

ভবনের দ্বিতীয় তলায় শিশু ইউনিট। ইউনিটটির বাথরুমের পাইপ নিচের সেপটিক ট্যাংক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে মলমূত্র পড়ছে। পাশের সার্ভার রুম, ইমার্জেন্সি রুম, স্টোর রুমের কর্মকর্তারা জানালা বন্ধ করে আছেন।

ডেঙ্গু লার্ভার অন্যতম আশ্রয়স্থল ১০-১২টি ডাবের খোলাও শিশু ও মহিলা ইউনিট বরাবর মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে আছে অপরিসর ড্রেনে দুর্গন্ধযুক্ত জমে থাকা পানি।

শিশু ও মহিলা ইউনিটের ভর্তি রোগীরা বলেন, একটু বাতাস হলে মলমূত্রের দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুড়ি উল্টে আসে।

এছাড়া পুরুষ, মহিলা ও শিশু ইউনিটের বারান্দায় ময়লা ফেলার বক্সের ওপর ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, স্যালাইন ফেলে রাখতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে একই ব্যক্তি একই রুমে করোনার এন্টিজেন কিট টেস্টসহ অন্যান্য পরীক্ষাও করতে দেখা গেছে।

জনবল কাঠামো অনুযায়ী হাসপাতালে ২১ জন ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ৯ জনসহ মোট ৩০ জন এমবিবিএস ডাক্তার থাকার কথা। ইউনিয়ন পর্যায়সহ হাসপাতালে কাগজে-কলমে বর্তমানে ১১ জন ডাক্তার কর্মরত আছেন। এরমধ্যে ১ জন ডাক্তারের বরগুনা জেলায় ডেপুটেশনের অর্ডার হয়েছে। অন্যান্য পদেও রয়েছে তীব্র জনবল সংকট।

ফিলিস্তিনি শিশু হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরও ১ ফিলিস্তিনি

পশ্চিম তীরে গত ২৮ জুলাই সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতে নিহত হয়েছিল ফিলিস্তিনি শিশু মোহাম্মদ আল-আলামির। এর প্রতিবাদে ২৯ জুলাই বিক্ষোভ সমাবেশ করে ফিলিস্তিনিরা। বিক্ষোভ সমাবেশে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বর্বর বাহিনী আবারো হামলা চালিয়ে অপর এক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। হামলায় আহত হয়েছে আরও ২৫০ ফিলিস্তিনি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, পশ্চিম তীরের হেবরনের কাছাকাছি বেইত উম্মারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে সন্ত্রাসবাদী ইহুদি সৈন্যদের গুলিতে ২০ বছর বয়সী শওকত খালিদ আওয়াদ মাথায় ও পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

বিক্ষোভকারীদের দমনে ইসরায়েলি বাহিনী টিয়ারগ্যাস, রাবার মোড়ানো বুলেট ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করে।

এর আগে বুধবার বেইত উম্মারের বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী শিশু মোহাম্মদ আল-আলামিকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি সৈন্যরা। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেই পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ করে নিহত হন আরও এক ফিলিস্তিনি।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার মোহাম্মেদ আল-আলামি তার বাবার সাথে গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় তাকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয় ইসরায়েলি সেনারা।

সূত্র : আলজাজিরা

৩০শে জুলাই, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৮ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সামরিক পোস্টে ও মোর্চায় দু'টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৮ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত (২৯ জুলাই) বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সরারোগা সীমান্তে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সেনা চৌকিতে হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদগণ।

স্থানীয় মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, এই হামলা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে, যার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। টিটিপির মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানি হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, এই হামলায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর ৪ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র আরও জানান যে, ঐদিন রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তের বদর ব্রিজ এলাকায় মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক মোর্চাতেও আক্রমণ করেছেন মুজাহিদগণ। এখানেও দীর্ঘক্ষণ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। ফলশ্রুতিতে টিটিপির জানবায মুজাহিদদের তীব্র হামলায় এখানে আরও ৪ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের হামলা, হতাহত কয়েক ডজন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়া এবং আফ্রিকান জোট বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক আক্রমণ চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন কুফ্ফার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর হারওয়া জেলায়, আল-শাবাব মুজাহিদিনের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা "আবশার" নামক সোমালি পুলিশের অপরাধ তদন্ত কমিশনের এক কর্মকর্তাকে টার্গেট করে হত্যা করেছেন। এই মুরতাদ অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সেক্যুলার তুরস্ক।

একই জেলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও ব্যারাকে হামলা চালান মুজাহিদিনরা। অভিযানে বেশ কিছু আফ্রিকান জোট বাহিনী ও সরকারি মিলিশিয়া নিহত ও আহত হয়েছে। একই সাথে শহরটির উপশহরের আরবাউ এলাকায়ও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় যুবা রাজ্যের কিসমায়ো, হুজিংগো, বারুলি এবং বার্সাঞ্জুনি অঞ্চলে ক্রুসেডার কেনিয়ার বাহিনী এবং মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার জিযু রাজ্যের বার্দিরি শহরে অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি ঘাঁটিতে অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই আক্রমণে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর অনেক সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

ইসরাইলি দখলদারিত্বে হারিয়ে যাচ্ছে গাজার মৎস শিল্প

সন্ত্রাসী ও দখলদার ইসরাইল অবরুদ্ধ গাজার অর্ধেকেরও বেশি মৎস আহরণ ক্ষেত্র দখল করে নিয়েছে। এতে গাজার মৎস শিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে।

ফিলিস্তিনের আঞ্চলিক সরকারি কর্ম সমন্বয়কারী বিভাগ জানায়, অভিশপ্ত ইসরাইলি প্রশাসন গাজার ৬ নটিক্যাল মাইল মৎস আহরণ ক্ষেত্র জোড়পূর্বক দখল করে নিয়েছে।

গত ২৬ জুলাই সোমবার কুদস নিউজ নেটওয়ার্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় সমুদ্র তীরবর্তী ১২ নটিক্যাল মাইল মৎস আহরণ ক্ষেত্রের ৬ নটিক্যাল মাইল অঞ্চল জয়োনিস্ট ইসরাইল ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। ফলে গাজার প্রায় ৩ হাজার জেলের আর্থিক ও পেশাগত অবস্থা সংকটাপন্ন।

ইসরাইলি দখলদারিত্বের ফলে গাজার মৎস আহরণ ক্ষেত্র কমে যাওয়ায় বর্তমানে প্রায় ৮০০ জন জেলে এ পেশায় যুক্ত আছেন।

উল্লেখ্য, অবরুদ্ধ গাজার প্রায় ৭০ হাজার মুসলিম প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মৎস শিল্পের সাথে জড়িত।

ইসরাইল গত ২০০৭ সাল থেকে গাজাবাসীর উপর কঠোর অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। তারা গাজার সীমান্ত ক্রসিংগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে গাজার সাথে বৈশ্বিক আমদানি-রপ্তানী রোধ করেছে। অভিশপ্ত ইহুদিরা কাতার ও অন্যান্য দাতা দেশ থেকে গাজায় পাঠানো আর্থিক অনুদানও ঢুকতে দিচ্ছে না।

গত মার্চ মাসে অবরুদ্ধ গাজায় ন্যাক্যারজনক ইসরাইলি আগ্রাসনের পর, এহেন চলমান কঠোর অবরোধ গাজার দূর্বল অর্থনীতিকে আরো দূর্বলতর করছে, গাজাবাসীর মানবাধিকারকে আরো কুলষিত করছে।

উল্লেখ্য, অবরুদ্ধ গাজায় গত মার্চ মাসে ইসরাইলের ১১ দিনব্যাপী আগ্রাসনে ৬৭ শিশু ও ৪১ জন নারী সহ ২৫০ অধিক মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ১৯১০ জন ফিলিস্তিনি।

সে হামলায় ৯০ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনি মুসলিম নিজ ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েন। গাজার বহু আবাসিক ভবন ও স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে।

সিরিয়া । নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের উপর মুজাহিদদের পৃথক হামলা, হতাহত কতক সেনা

সিরিয়ার হামা এর সাহলুল-ঘাব এবং জাবাল আল-আকরাদ অঞ্চলে ক্রুসেডার রাশিয়ান ও মুরতাদ নুসাইরি শিয়াদের অবস্থানে আরপিজি, ১২০ মিলিমিটার মর্টার ও B9 রকেট দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থক আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিনগণ।

আনসার আল-ইসলামের মিডিয়া শাখা আল-আনসার জানিয়েছে, গত ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার, হামা প্রদেশের সাহলুল-ঘাব এর আল-বারাকা এবং জাবাল আল আকরাদ অঞ্চলে ক্রুসেডার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরি মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে ১২০ মিলিমিটার মর্টার শেল ও B9 রকেট দিয়ে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। হামলায় বেশ কিছু ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

একই দিন সাহলুল-ঘাব এর জুরাইন-মাবাকার এলাকায় রাশিয়ান ও নুসাইরি সেনাদের উপর আরপিজি রকেট শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। এই হামলায় কুফফার বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানা যায় নি।

সিরিয়ার সাহলুল গাব অঞ্চলে ক্রুসেডার রাশিয়ান ও নুসাইরি বাহিনীর ক্যাম্পসমূহে নিয়মিত একের পর এক হামলার মাধ্যমে নিজেদের সামরিক সক্ষমতা ও তৎপরতার জানান দিচ্ছেন আনসার আল ইসলামের মুজাহিদিনগণ। আশা করা যায় শীঘ্রই তাঁরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরী রকেট দিয়ে আরো বিধ্বংসী হামলা পরিচালনা করবেন, যেমনটি এখন আনসার আত-তাওহীদের মুজাহিদিনদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

‘তিউনিসিয়ায় আন নাহদা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট সংসদ স্থগিত ঘোষণা’

তিউনিসিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভের কারণে ‘প্রেসিডেন্ট সংসদ’ স্থগিত ঘোষণা করেছে দেশটির রাষ্ট্রপতি কাইস সাইয়েদ। ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর থেকে তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্রের সাথে আপস করে ইসলামপন্থীদের পথ চলা শুরু হয়।
২০১১ সালের অক্টোবর মাসের নির্বাচনে বেন আলীর অধীনে ইসলামপন্থী দল আন নাহদা অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করে। এবং একটি নতুন সংবিধানের পরিকল্পনা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে জোট গঠন করে।
২০১২ সালের মার্চে ইসলামী আইনকে নতুন মানবরচিত সংবিধান থেকে দূরে রাখার প্রতিশ্রুতির উপর ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে সমঝোতা সাক্ষর হয়।

নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে বিপ্লবের এক দশক পরে পুলিশি নির্যাতন, মহামারির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় তিউনিসিয়ার শহরগুলোতে নতুনভাবে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ২০২১ সালের ২৫ শে জুলাই- দেশটির রাষ্ট্রপতি কাইস সাইয়েদ ‘আন নাহদা সরকারকে’ বরখাস্ত করেছে। ‘প্রসিডেন্ট সংসদ’ স্থগিত করে দিয়েছে।

ইসলামের সাথে আপস করে গণতন্ত্র ও বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলা মানহাযের ব্যর্থতার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ এই ঘটনা। আন নাহদা পার্টির নেতা রাসিদ গান্নোছি এটাও বলেছিল যে,’ আমরা ইসলামি শরীয়া চাই না। তিউনিসিয়ায় ইসলামি শরীয়ার কোনো জায়গা নেই’। কিন্তু ইসলামি শরীয়া ছেড়ে কুফরিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারল না তারা । শেষপর্যন্ত তাদের সাথে তাই হল যা হয়েছিল নব্বই দশকে আলজেরিয়াতে এফ .আই. এসের. সাথে। এবং গত দশকে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে যা হয়েছিল। আসলে এটাই হলো এ ব্যবস্থাপনার বাস্তবতা। আপনি নিজেকে যতই বদলান, আপনি যদি ইসলাম ছেড়ে সেক্যুলারও হন তবুও আপনি সফল হতে পারবেন না। নামে মাত্র মুসলিম হলেও কুফরি বিশ্ব ব্যবস্থা আপনাকে সফল হতে দিবে না।

এবিষয়টি আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন:

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

‘ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হলো সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।[আল-বাক্বারাহ,২:১২০]

কক্সবাজারে ভয়াবহ বন্যায় পানিবন্দি দুই লক্ষাধিক মানুষ

টানা ভারী বর্ষণ ও মাতামুহুরী নদীতে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে ভয়াবহ বন্যায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে কক্সবাজারের চকরিয়া। অধিকাংশ ইউনিয়ন এবং চকরিয়া পৌরসভার লোকালয় বানের পানিতে ভাসছে। এই অবস্থায় অন্তত ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

ভেঙে পড়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। টিউবওয়েল ও বসতবাড়ির রান্নার চুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছে পরিবারগুলোতে। অনেক স্থানে বাড়ির চালা পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুঁটছে হাজারো মানুষ।

এদিকে মাতামুহুরী নদীতে নেমে আসা উজানের পানির প্রবল তোড়ে কয়েকটি স্থানে ভেঙে গেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধও। এতে চকরিয়ার উপকূলীয় মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে নতুন করে ঢুকে পড়ছে বানের পানি। ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকায় ভয়াবহ পাহাড় ধসের শঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মাঝে।

উপজেলা সদরের সঙ্গে ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম সড়কগুলো কয়েকফুট পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। উপজেলা সদরের সাথে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। জরুরী প্রয়োজনে মানুষ নৌকায় চেপে যাতায়াত করছে। মাতামুহুরী নদীতে নেমে আসা উজানের পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হচ্ছে। এর ওপর টানা বর্ষণ অব্যাহত থাকায় মানুষের মাঝে আতঙ্কও ছড়াচ্ছে। দুই উপজেলার ফসলী জমিও বানের পানিতে তলিয়ে গেছে। অনেকস্থানে ভেসে গেছে পুকুরের মাছ।

চকরিয়া উপজেলার কাকারা, সুরাজপুর-মানিকপুর, বমুবিলছড়ি, লক্ষ্যারচর, ফাঁসিয়াখালী, কৈয়ারবিল, হারবাং, বরইতলী, ডুলাহাজারা, খুটাখালী, চিরিংগা, সাহারবিল, পূর্ব বড় ভেওলা, বিএমচর, কোনাখালী, ঢেমুশিয়া, পশ্চিম বড় ভেওলা, বদরখালী গ্রামের পর গ্রাম কোমর সমান পানিতে তলিয়ে গেছে।

ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ভারি বর্ষণের কারণে ইউনিয়নের অধিকাংশ ওয়ার্ডের ১হাজারের অধিক বাড়িতে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে হাজিয়ান, উত্তর ঘুনিয়া, দক্ষিণ ঘুনিয়া ও ছড়ারকুল এলাকায় বন্যায় তলিয়ে গেছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি।

২৯শে জুলাই, ২০২১

সোমালিয়া | অভিযান চালাতে এসে আশ-শাবাব মুজাহিদিনের জবাবি হামলায় ২৫ এরও বেশি সেনা হতাহত

মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে মুরতাদ বাহিনী ও আল-কায়েদা যোদ্ধাদের মধ্যকার তীব্র লড়াইয়ে ২৫ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৯ জুলাই সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় হিরান রাজ্যের বুলোবার্দি শহরের অবরোধ ভাঙতে হামলা চালিয়েছে সোমালি মুরতাদ বাহিনী। এসময় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করে জবাবি হামলা চালান। যার ফলে ২৫ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বুলোবার্দি হচ্ছে হিরান রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ২০১৫ সাল থেকে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটি অবরোধ করে রেখেছেন। শহরটির এই অবরোধ ভাঙতে সরকারী মিলিশিয়ারা কিছুদিন পরপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের সামনে মুরতাদ সেনাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

রাজধানীতে সন্ত্রাসী স্বেচ্ছাসেবক লীগের দু'গ্রুপে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

বালুর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর দারুস সালাম থানার সামনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়েছে সন্ত্রাসী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুটি গ্রুপ।

বুধবার(২৮ জুলাই) বিকাল সাড়ে ৫ টায় দারুস সালাম থানা থেকে কয়েকশ গজ সামনে (দারুসসালাম জোন এসির কার্যালয়ের) এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর যুগান্তরের।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দারুস সালাম থানা আওয়ামী সন্ত্রাসী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইসলাম গ্রুপ ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা নাবিল খান গ্রুপের মধ্যে বালুর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে প্রায় সময় দুগ্রুপের মধ্যে দখল পাল্টাদখলের ঘটনা ঘটত।

এদিন বিকালে দুগ্রুপের ৫ শতাধিক সদস্য নিজেদের মধ্যে রামদা, হকিস্টিক, বাঁশ, লাঠি, ইট-পাটকেল ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় গুলির শব্দও পাওয়া যায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। ঘটনাস্থালে পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিতে পারেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মুরাদ হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ইট বালুর এ ব্যবসাটি আমার ছিল। স্বেচ্ছাসেব লীগের ইসলাম কিছু দিন আগে আমার কাছ থেকে জোর করে এ ব্যবসা ছিনিয়ে নেয়। আজ আবার আমার লোকজনের ওপর হামলা করেছে।

স্থানীয়ভাবে আরও জানা গেছে, এই গ্রুপের মধ্যে শুধু ইট-বালুর ব্যবসাই নয়, এলাকায় আধিপত্য, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইয়াবা ব্যবসা, বাড়ি দখল, দিয়া বাড়ি ঘাটের চাঁদা, কোনাবাড়ির চাঁদা, রোড গার্মেন্টসের চাঁদা, বাস টার্মিনালের চাঁদা, এলাকার ময়লার টাকা, বালির গদি, মাজার রোড লেগুনার চাঁদাবাজিসহ নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় হামলা, মামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু ভয় আর আতংক বিরাজ করছে।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় ৭ ক্রুসেডার সেনা হতাহত

সোমালিয়ায় দাখলদার উগান্ডান বাহিনীর ২ টি ঘাঁটি ও সোমালি মুরতাদ সেনাদের উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৮ জুলাই বুধবার রাতে, দক্ষিণের শাবেলি রাজ্যের কেরুলি এবং বাড়ভি শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডা বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৩ ক্রুসেডার নিহত এবং আরও ৩ ক্রুসেডার আহত হয়েছে।

এদিন রাজধানীতে হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা ইউনিটের মুজাহিদদের হামলায় সোমালি এক পুলিশ সদস্যও নিহত হয়।

এছাড়াও গতাকাল সোমালিয়ার বে-বুকুল, যুবা, কালবায়ু, আল-মাদা ও হিডেন শহরগুলোতে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও ৭ টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

https://ibb.co/D5kYWGv

ভাঙতে হচ্ছে পরিকল্পনাহীন ৮৪ কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মিত বছিলা সেতুসহ আরো ৮০৫টি ব্রিজ

ভুল পরিকল্পনার দিতে হচ্ছে চড়া মাশুল। পানির স্বাভাবিক স্তর থেকে নির্মিত বছিলা সেতুর উচ্চতা কম হওয়ায় নৌচলাচলে প্রতিনিয়ত বিঘ্ন ঘটছে। আর একারণেই ভেঙে ফেলতে হচ্ছে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বছিলা সেতু।

গত ২৮ জুলাই, বুধবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠক শেষে নব্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম সরকারের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জানায়,"বছিলা ব্রিজ রাজধানী ঢাকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। কিন্তু বর্ষাকালে পানির স্তর বৃদ্ধি পেলে সেতুটির উচ্চতা কম হওয়ায় কার্গোগুলো এখানে আসতে পারে না। গত ২০০৯ সালে এটা উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু এখন সেতুটির উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বছিলা সেতু ভেঙ্গে ফেলার চিন্তা করা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, মাত্র দশ বছর আগে ২০০৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর ত্বাগুত শেখ হাসিনা ৮৪ কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যায়ে বছিলা সেতুর উদ্বোধন করে। বছিলা রাজধানী ঢাকার সঙ্গে কেরাণীগঞ্জের সংযোগ স্থাপন করেছে।

এদিকে প্রতিমন্ত্রী আরো জানায়, বরিশালে ৮০৫টি লোহার ব্রিজ ভেঙে পুনরায় নতুন করে ব্রিজ করা হবে। আমরা পরিকল্পনা ব্যতীত ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ করে নৌপথগুলোকে অচল করে ফেলেছি।

ফিলিস্তিনি শিশুর বুক গুলি করে ঝাঁজরা দিল করে অভিশপ্ত ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েলি সেনারা অধিকৃত পশ্চিমতীরে ১২ বছরের এক ফিলিস্তিনি শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছে।

বুধবার (২৮ জুলাই) গুলির সময় শিশুটি গাড়িতে তার বাবার সঙ্গে ছিল।

পশ্চিমতীরের দক্ষিণে বেইত উম্মার গ্রামের কাছে গাড়িতে থাকা শিশুটির বুকে গুলি করে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কাছের হাসপাতালে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তার মৃত্যু হয়।

সূত্র: রয়টার্স, কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

ভারতে রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা শ্রমিকদের উপর দিয়েই চলে গেল ট্রাক, তৎক্ষণাৎ ১৮ জনের মৃত্যু

ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাবানকি জেলায় গত বুধবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৮ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই শ্রমিকরা কাজ শেষে দেশটির হরিয়ানা থেকে বিহারে ফিরছিলেন। রাতে তাদের বাস নষ্ট হয়ে গেলে শ্রমিকরা বাসের সামনে মহাসড়কে ঘুমিয়ে পড়েন।

এ সময়ে একটি ট্রাক পিছন থেকে বাসটিকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন। বুধবার (২৮ জুলাই) ভোরে ভারতের উত্তরপ্রদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারতের লখনৌ জনের এডিজি সত্য নারায়ণ সাবাত বলেন, ‘বারাবানকি জেলার রাম সানেহি ঘাট এলাকায় বাসটি নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইভার বাসটি ঠিক হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের বিশ্রাম নিতে বলেন।

এ সময় পিছন থেকে একটি ট্রাক বাসটিকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ জানিয়েছে, শ্রমিকদের বহনকারী ওই বাসটি হরিয়ানা রাজ্যের পালওয়াল থেকে বিহার রাজ্যে যাচ্ছিল।

প্রায় ১৪০ জন শ্রমিক ছিলেন ওই বাসে। লখনৌ থেকে ২৮ কিলোমিটার আগে জাতীয় সড়কে বাসটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। আর সেই ত্রুটি মেরামতের জন্যই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল বাসটি।

বাস নষ্ট হওয়ায় যাত্রী কিছু শ্রমিক বাসের সামনে রাস্তার ধারে ঘুময়ে পড়েন। একপর্যায়ে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। গতি অনেক বেশি থাকায় ঘুমন্ত সেসব শ্রমিকের ওপর দিয়েই চলে যায় ট্রাকটি।

ফটো রিপোর্ট | তালিবানদের বদরী-৩১৩ স্পেশাল কমান্ডো ফোর্স

আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কয়েক ডজন তরুণ তালিবান মুজাহিদিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহ) সামরিক ক্যাম্প থেকে স্নাতক হয়েছেন। তাঁরা উন্নত সামরিক, শারীরিক এবং আদর্শিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা তালিবানদের সুসংগঠিত ও সজ্জিত বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়নে নিযুক্ত হয়েছেন।

তালিবানদের "আল-হিজরাহ্ স্টুডিও" সম্প্রতি বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়নের ফটো প্রকাশ করেছে, যেখানে তালিবান মুজাহিদদেরকে বিশেষ সামরিক ইউনিফর্মে কমান্ডো প্রশিক্ষণ দেওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। জানা যায় যে, তালিবানদের এই কমান্ডোরা আফগানিস্তানের সীমান্ত রক্ষা এবং বিশেষ অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ইনশাআল্লাহ্, খুব শীগ্রই আপনারা তালিবানদের নতুন এই কমান্ডো ফোর্সের ভিডিও পেতে যাচ্ছেন।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহ) সামরিক ক্যাম্প থেকে "বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়ন" এর কিছু মুহূর্ত...

https://alfirdaws.org/2021/07/29/51056/

২৮শে জুলাই, ২০২১

ঘরে খাবার নেই, ৩ নবজাতক নিয়ে ৩ দিন ধরে না খেয়ে আছেন মা

এমনিতেই অভাবের সংসার। করোনা মহামারীতে স্বামীর আয়-রোজগার বন্ধ। এর মধ্যে শুক্রবার একসাথে তিন কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ফরিদা বেগম (২৬)। আগেও চার বছরের এক ছেলে আছে ফরিদা বেগম ও জিয়াউর রহমান দম্পতির।

তিন নবজাতক সন্তানসহ মা ফরিদা বেগম শারীরিকভাবে সুস্থ। তবে ঘরে কোনো খাবার নেই। তিন দিন ধরে না খেয়ে বেশ ক্লান্ত এই মা। আর মা খেতে না পাওয়ায় বুকে দুধও আসছে না। ফলে খাবার পাচ্ছে না তিন নবজাতক। ক্ষুধার যন্ত্রণায় এখন ছটফট করছেন ফুটফুটে জমজ নবজাতকরা। এক দিকে নিজে না খেয়ে আছেন। অপর দিকে সন্তানদের এমন দৃশ্য দেখে দু'চোখের পানি ফেলছেন অসহায় মা।

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বড় হযরতপুর ইউনিয়নের বলদী বাতান গ্রামের ঘটনা এটি।

ওই গ্রামের মেনাজ উদ্দীনের ছেলে জিয়াউর রহমানের সাথে পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয় একই উপজেলার মাহিয়ারপুর গ্রামের মৃত জয়েব উদ্দীনের মেয়ে ফরিদা বেগমের। স্বামী জিয়াউর রহমান পেশায় গরু ব্যবসায়ী। করোনা মহামারীর কারণে গরুর হাটসহ প্রায় সব ধরনের হাট-বাজার বন্ধ। ফলে আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে জিয়াউর রহমানের। এমন অভাব-অনটনের মধ্যে গত শুক্রবার একসাথে তিন কন্যা সন্তান আসে জিয়ার ঘরে।

ফরিদা বেগম বলেন, 'মোর বাড়িত খাওয়ার নাই। মুই তিন দিন ধরি না খায়া আছো (না খেয়ে আছি)। ছইলগুলাক (সন্তানদের) কি খায়াও (খাওয়াবো)? ওমার (অন্যের) বাড়ি থাকি একনা গুড় চায়া আনি ছইলগুলাক হালওয়া বানি দিছো (নবজাতকদের গুড় দিয়ে হালুয়া বানিয়ে দিয়েছি)। স্বামী হাটোত যায়া (হাটে গিয়ে) কামাই করিয়া আনছিল তাও করোনায় লকডাউনের কারণে বন্ধ হয়া গেইছে। ছইলগুলাক মুই কী খিলাও (সন্তানদের কী খাওয়াবো), মুই কি খাও (আমিবা কী খাবো)? খাওয়ন না পায়া মোর ছইলগুলা শুকি গেল (খাবারের অভাবে সন্তানগুলো শুকিয়ে গেছে)।'

ফরিদার স্বামী জিয়াউর রহমান জানান, শুক্রবার গভীর রাতে তার স্ত্রী তিন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে জমজ ওই তিন নবজাতকসহ মা ফরিদা বেগম বাড়িতে সুস্থ আছেন।

গরুর হাট বন্ধ থাকায় করোনায় সংসারের আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে জিয়াউর রহমান যা পান, তা দিয়েই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তার সংসার চলছে। কিন্তু কাজ না থাকায় তিন ধরে ঘরে কোনো খাবার নেই বলেও জানান জিয়াউর রহমান।

মাত্র আড়াই শতাংশ জমিতে দু'টি টিনের ঘরে বসবাস পরিবারটির। আবাদি কোনো জমি নেই।

ফেয়ার প্রাইজ কার্ড কিংবা ভিজিএফ- কোনোধরনের সরকারি সাহায্য সহযোগিতাও পান না জিয়াউর রহমান। তিনি আরো জানান, সরকার কঠোর লকডাউন ঘোষণা করায় বর্তমানে আয়-রোজগার না থাকায় অনাহারে অর্ধাহারে পরিবার নিয়ে দিনাতিপাত করছেন।

মালি | ইউরোপীয় ক্রুসেডার বাহিনীর বিমানবন্দরে আল-কায়েদার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সবচাইতে সক্রিয় শাখা 'জিএনআইএম" এর মুজাহিদিন ইউরোপীয় যৌথ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও বিমানবন্দরে সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) অফিসিয়াল "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া থেকে জানানো হয়েছে যে, গত ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার মালির গাও অঞ্চলে ক্রুসেডার ইউরোপীয় যৌথ বাহিনীর (তাকুবা ফোর্স) সামরিক ঘাঁটি, বিমানবন্দর এবং তাদের সামরিক স্থাপনায় সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। তবে এখন পর্যন্ত কোন পক্ষ্যই এই হামলায় কুফ্ফার তাকুবা ফোর্সের ক্ষয়ক্ষতির কোন পরিসংখ্যান নিশ্চিত করে নি।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে আল-কায়েদার ২৮ টি মর্টার হামলা, হতাহত অনেক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর ১ টি ঘাঁটিতে পর পর ২ দিনে ২৮টি রকেটলাঞ্চার ও মর্টার হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ জুলাই মঙ্গলবার, মধ্য সোমালিয়ায় মাদাক রাজ্যের বাদউইন শহরের উপকণ্ঠে দেশটির মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে একে একে ১০ টি গোলা নিক্ষেপ করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, যার ফলে ৮ মুরতাদ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এই হামলার মাত্র দু'দিন আগে একই ঘাঁটিতে একে একে ১৮ টি রকেটলাঞ্চার ও মর্টার গোলা নিক্ষেপ করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। শাবাব কর্তৃক এসব বোমাবর্ষণের ফলে ঘাঁটির ভিতরে আগুন লেগে যায়। ফলে মুরতাদ সেনারা ভয় ও আতঙ্কে তখন ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সেনাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগেই মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে সোমালি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও জেনারেল "বাইহী" এবং জালমাদাক প্রশাসনের সুরক্ষা মন্ত্রী, যে পূর্বে সোমালি সরকারের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিল, যাকে "আহমেদ মুয়াল্লেম ফকী" বলে ডাকা হয়, এসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাসহ বিপুল সংখ্যক মুরতাদ মিলিশিয়া মারা যায়, আহত হয় আরও অনেক সেনা, গুরুতর আহতদের মধ্যে মুরতাদ সেনাপ্রধানের দেহরক্ষীরাও আছে বলে জানা গেছে।

ভারি বর্ষণে পাহাড় ধসে ৫ রোহিঙ্গা মুসলিমের মৃত্যু

ভারি বর্ষণে পাহাড় ধসে কক্সবাজারের উখিয়ায় পাঁচ রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন।

মঙ্গলবার দুপুরে ১০ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

অন্যদিকে একই দিনে ৮ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানিতে ডুবে আরও এক রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কক্সবাজার অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছুদ্দৌজা গণমাধ্যমকে জানান, গতকাল থেকে ভারি বর্ষণের কারণে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। পাহাড় ধস ও পানিতে ডুবে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনও নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

.

চীনে ভয়াবহ ধূলিঝড়ে নিহত ৬, নিখোঁজ ৮১

নাস্তিক্যবাদী সন্ত্রাসী চীনে একদিকে ভয়াবহ বন্যা। এর মধ্যেই ভয়াবহ টাইফুনের আঘাত। টাইফুনের পর এবার আঘাত হেনেছে ভয়ংকর ধূলিঝড়। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কয়েকটি শহরে রোববারের (২৫ জুলাই) ঝড়ে প্রায় ১শ মিটার উঁচু পর্যন্ত ওঠে ধুলার মোটা আস্তরণ।

এই ধূলিঝড় ধেয়ে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যায় পুরো এলাকা। অন্তত ৫ মিটার এলাকার মধ্যে কিছুই দেখা যায় নি। রাস্তায় থমকে যায় যানবাহন। বড় বড় রাস্তাগুলোয় গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোয় অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করে ট্রাফিক বিভাগ। আটকে পড়া গাড়িগুলো সরে যেতে লাগে দীর্ঘ সময়।

স্থানীয়দের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ধুলিঝড়ের ভয়াবহতার চিত্র। ঝড়ের পর রাস্তা, বাড়িঘরের ওপর ধূলার পুরু স্তর জমে থাকতে দেখা যায়। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয় বারের মতো ধুলিঝড়ের কবলে পড়লো শহরগুলো।

ধূলিঝড়ে নিহত হয়েছেন অন্তত ৬ জন। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন আরও অন্তত ৮১ জন। বিষয়টি মঙ্গোলিয়া ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি এজেন্সি নিশ্চিত করেছে। চীনের জাতীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ধূলোর চাদরে দেশটির উত্তর অঞ্চলের ১২টি প্রদেশ প্রায় ঢেকে যায়।

এদিকে, ধুলিঝড়ের পূর্বে একইদিনে ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝেজিয়াং প্রদেশে শুরু হয় টাইফুন ইন-ফা।

টাইফুনের প্রভাবে ঝড়ো হাওয়া ও ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাংহাই শহর। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্থগিত রাখা হয় জাহাজ চলাচলসহ বন্দরের সকল কার্যক্রম। দুটি বিমানবন্দরে বাতিল করা হয় কয়েকশ ফ্লাইট। বন্ধ রাখা হয় রেল সার্ভিসও। বন্দর নগরীটিতে উপড়ে পড়েছে ১০ হাজারের বেশি গাছ। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে শহরের বেশিরভাগ এলাকা।

ইসরায়েলি কারাগারে বিনা বিচারে বন্দী: আমরণ অনশনে ফিলিস্তিনি

বিনা বিচারে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের কারাগারে আটক থাকার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেছেন ফিলিস্তিনি ফুটবল খেলোয়াড় গুয়েভারা আল-নামুরা। ১০ মাস আগে তাকে ইসরায়েলের বর্বর বাহিনী আটক করে এবং বিনা বিচারে তিনি জেল খাটছেন। এ ধরনের আটকাদেশকে ইসরায়েল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনশন বলে থাকে যা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন।

গুয়েভারার আটকের তিন মাস পর তার অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। চলতি মাসে গুয়েভারার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জারজ ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ তার অবৈধ আটকাদেশের মেয়াদ বাড়িয়েছে।

এর প্রতিবাদে প্রায় দু সপ্তাহ আগে গুয়েভারা অনশন শুরু করেন। তিনি আশা করছেন এই প্রতিবাদের কারণে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তিনি তার সাত মাসের সন্তানকে দেখতে পাবেন।

উল্লেখ্য, গুয়েভারা শুধু একা এই অনশনে যোগ দেন নি বরং তার সঙ্গে আরো অন্তত ১৪ ফিলিস্তিনি রয়েছেন। তারা সবাই বিনা বিচারে ইসরায়েলের কারাগারে আটক আছেন। কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়া ইসরায়েল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনশনের আওতায় যেকোনো ফিলিস্তিনিকে আটক রাখতে পারে।

প্রায় পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের কারাগারে আটক রয়েছেন যার মধ্যে অন্তত ১০০ জন বিনা বিচারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

মালিতে ত্রাস ও অপরাধ দমনে চলছে আল-কায়েদার বিশেষ অভিযান

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কিদাল অঞ্চলে চোর, ডাকাত ও বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্তদের সমূলে দমন করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর মুজাহিদিনগণ।

কিদাল ও আশেপাশের অঞ্চলে বসবসকারী জনগণকে এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েও অবগত করেছেন তাঁরা। এটি প্রকাশের দুই দিন আগেও মোপ্তি রাজ্যের কোনতি-মারকা এলাকায় JNIM এর হামলায় ২ দোনযো গোত্রের সন্ত্রাসী নিহত ও আরো ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। উক্ত বিবৃতিতে কুরআনুল কারীম এর সূরা আল-মাইদাহ এর ৩৩ নং আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়,

"কিদাল ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসরত আমাদের জনসাধারণের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে "জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" অপরাধী, ডাকাত এবং চোরদের দমনে সশস্ত্র অভিযান শুরু করেছে। এসব অপরাধীরা এলাকার শান্তি বিনষ্ট করছে এবং জনসাধারণের মনে ত্রাস সঞ্চার করছে।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার রহমত ও নুসরাতের ফলে এই বরকতময় অভিযানে ইতোমধ্যে 'আকমাস আক কালকালি' নামে এক মুজরিম (অপরাধী) নিহত হয়েছে এবং তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিহত মুজরিম খুন, চৌর্যবৃত্তি ও দুর্নীতির অপরাধে অভিযুক্ত ছিল।

এই অভিযান পুরো অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনে নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজমান না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। আমরা সকলকে আহবান করছি আমাদের এই অভিযানে সহায়তা করতে। একইসাথে যেকোনো প্রকার অপরাধের সাথে জড়িত সকলকে আহবান করছি খালিস অন্তরে তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে এবং যুলুম ও সীমালঙ্ঘন না করতে। অবশ্যই যেকোনো যুলুম ও অবিচার হাশরের দিবসে খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে।

অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের আহবান থাকবে- মুজাহিদিন অথবা স্থানীয় বিচারকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, অন্যথায় আমরা বাধ্য হব তাদের পাকড়াও করে হত্যা করতে।"

খোরাসান | বন্দর থেকে ৩৪ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করছে তালিবান

আফগানিস্তানের বন্দরগুলো থেকে গত মাসে তালিবানরা ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করেছে।

কাবুল প্রশাসনের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালিবান মুজাহিদিনরা গত এক মাসে আফগানিস্তানের বন্দরগুলো থেকে ২.৭ বিলিয়ন আফগানি বা ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রাজস্ব আয় করেছে।

পশ্চিমা দোসর কাবুল প্রশাসনকে হটিয়ে তালেবান বীর মুজাহিদরা হেরাত প্রদেশের ইসলাম কালা, ফারাহ প্রদেশের আবু নাসের ফারাহি, কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক, তাখার প্রদেশের আই খানুম, পাকতিয়া প্রদেশের দান্দ পাটান ও কুন্দুজ প্রদেশের শিরখান সহ আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন। যার থেকে প্রতিদিন তালিবানরা মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রাজস্ব আয় করছেন।

আফগান অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী শহরগুলোর সাতটি বন্দরে কাবুল প্রশাসনের বর্তমানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের গডফাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার মধ্যেই তালিবানরা আফগানিস্তানের দুইশেরও অধিক জেলা বিজয় লাভ করছেন। এ ছাড়াও মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরগুলো ও জেলাসমূহে উন্নয়ন কাজ শুরু করেছেন।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলা শত্রু মুক্তকরণ অভিযানের পাশাপাশি তালেবানরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে কূটনৈতিক তৎপরতাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

খোরাসান | কান্দাহার থেকে ৬৪৫ সরকারী সেনার তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক জেলা থেকে গত দুই সপ্তাহে ৬৪৫ কাবুল সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য তালিবানে যোগ দিয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, স্পিন বোলদাকে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী তালিবানদের বিরোধীতা ত্যাগ করেছে, তারা তালিবানে যোগদানের জন্য আমিরুল মু'মিনিন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ)র "সাধারণ ক্ষমা" ডিক্রি ব্যবহার করেছিল, যা বেসামরিক জীবন যাপনের নিশ্চিয়তা ও নিরাপত্তা দেয়।

একটি টুইট বার্তায় আহমদী (হা:) বলেছেন: এখন পর্যন্ত ভাড়াটে বাহিনী থেকে ৬৪৫ কর্মচারী ইমারতে ইমলামিয়ার মুজাহিদিনের সাথে যোগদান করেছেন।

তালিবান মুজাহিদরা গত দু'সপ্তাহ ধরে স্পিন বোলদাক জেলা কেন্দ্র এবং বিশ বান্দারী বাজার নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন এবং তারপর থেকে সরকারী বাহিনী জেলাটিকে পুনরুদ্ধারে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছে। তবে তালিবানরা প্রতিবারই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

অপরদিকে স্পিন বোলদাক জেলাটি তালিবানদের দখলে আসার পর থেকে কাবুল সরকারের সমর্থক বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম সংস্থা এবং সরকারী কর্মকর্তারা সেখানে গণহত্যার দাবি করেছে। তবে তালিবানরা এসব দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন এবং গতকাল সাংবাদিকদেরকে বোলদাকের ঘটনাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু কাবুল সরকারী কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের যাতায়াত করতে দেয়নি।

উল্লেখ্য, স্পিন বোলদাক জেলাটি পাকিস্তানের সীমান্ত বর্ডারে অবস্থিত। এ বর্ডার দিয়ে সরাসরি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে প্রবেশ করা যায়।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৪ কমান্ডারসহ ১৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালি মুরতাদ বাহিনীর হামলার প্রতিক্রিয়ায় আল-কায়েদার পাল্টা হামলায় ৩ অফিসারসহ নিহত ৯ সেনা, আহত আরও ১ অফিসারসহ ৯ মুরতাদ সেনা।

হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার আউমাদা শহর নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সোমালি মুরতাদ বাহিনী। যার প্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন যাবত শহরটিতে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে মুরতাদ বাহিনী। কিন্তু প্রতিবারই মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

এই ধারাবাহিতায় গত (২৬ জুলাই) শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে অভিযান চালায় সোমালি স্পেশাল ফোর্স সহ কয়েকটি মুরতাদ ফোর্স। স্থানীয়দের তথ্যমতে আক্রমণকারী সেনাদের সংখ্যা শতাধিক।

অপরদিকে শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর এসব হামলার প্রতিক্রিয়ায় তীব্র হামলা চালান সেনাদের উপর। আশ-শাবাব মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ ও বিপজ্জনক হামলার সামনে টিকতে না পেরে পূর্বের মত এদিনও কয়েক ঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ের পর মুরতাদ সেনারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

ততক্ষণে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর ভাড়াটিয়া কমান্ডার "জেরি হাসান আলমী", অফিসার "আব্বি রিকি", সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার অফিসার "ওমর দরওয়া" সহ সরকারী মিলিশিয়াদের ৯ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন । এছাড়াও "বাকাল" নামে প্রথম সারির লেফটেন্যান্ট সহ আরও ৯ সেনাকে গুরুতর আহত করেন মুজাহিদগণ।

খোরাসান | নূরস্তানের বার্গামতল জেলা এখন তালিবানের নিয়ন্ত্রণে

আফগানিস্তানের নূরস্তান প্রদেশের বার্গামতল জেলা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

তালিবানের কেন্দ্রীয় একজন মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ্) তাঁর টুইটারে লিখেছেন যে, (২৭ জুলাই) সকালে নুরিস্তান প্রদেশের বার্গামতল জেলা সদর, পুলিশ সদর দফতর এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

তিনি আরও জানান, তালিবানরা জেলা কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

বার্গামতল পতনের বিষয়ে কাবুল সরকার এখনও কোনও মন্তব্য করেনি, তবে গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে তালিবানদের অবরোধকৃত জেলা তালিকায় ছিল বার্গামতল।

ফিলিস্তিনিদেরকে নিজের ঘর ভাঙতে বাধ্য করছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

পূর্ব জেরুসালেমের ফিলিস্তিনিদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। যদি তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি না ভাঙেন, তাহলে তাদের ঘর-বাড়ি ইসরাইল কর্তৃপক্ষই ভেঙে ফেলবে আর ফিলিস্তিনিদের ওপর অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করা হবে।

সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়, পূর্ব জেরুসালেমের অনেক ফিলিস্তিনির মতো এক ফিলিস্তিনিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার বাড়ি ভাঙার। তিনি পূর্ব জেরুসালেম শহরের জাবাল আল-মুকাব্বের এলাকায় বাস করেন। তাকে বলা হচ্ছে যে, যদি তিনি স্বেচ্ছায় তার বাড়ি না ভাঙেন, তবে তাকে জরিমানা ও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। ওই ফিলিস্তিনিকে তার নিজের বাড়ি ভাঙতে বলা হচ্ছে এ অজুহাতে যে, তিনি অনুমতি ছাড়া এ বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

আলি খলিল শাকিরাত নামের ওই ফিলিস্তিনি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ইসরায়েলের সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ আমাকে বাড়ি ভাঙ্গার নির্দেশ-পত্র দিয়ে বলেছে যে, আপনি নিজের বাড়ি নিজেই ভেঙে ফেলেন। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ যদি আপানার বাড়ি ভাঙে তাহলে আপনাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে আবার জরিমানাও করা হবে। তিনি আরো বলেন, অতিরিক্ত খরচ ও জরিমানার ভয়ে তিনি তার বাড়িটি ভাঙা শুরু করেছেন।

সূত্র : ওয়াফা নিউজ এজেন্সি

২৭শে জুলাই, ২০২১

ইন্টারনেটের গতিতে উগান্ডা থেকেও পিছিয়ে বাংলাদেশ

মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গড় গতির র‍্যাংকিংয়ে আরো পেছাল বাংলাদেশ। এবার বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের তুলনায় তো বটেই, এমনকি, মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ লিবিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও উগান্ডার মতো দেশও এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে।

জানা গেছে, চলতি বছরের মে মাসের তুলনায় জুনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে দেশের অবস্থান দুই ধাপ পিছিয়েছে। আর একই সময়ে মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে বাংলাদেশ আরো একধাপ পিছিয়ে প্রায় তলানিতে নেমেছে। বাংলাদেশের নিচে আছে কেবল ভেনেজুয়েলা ও আফগানিস্তান।

ইন্টারনেট অ্যাকসেস ও পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস কোম্পানি ওকলার সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ওকলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্স, টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশন্স এবং প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে।

সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোবাইল ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই বাজে। দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশই মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। তবে ব্রডব্যান্ডে তুলনামূলক একটু ভালো অবস্থা রয়েছে। যদিও আগের মাসের তুলনায় জুনে ব্রডব্যান্ড গতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ দুই ধাপ পিছিয়েছে।

স্পিডটেস্ট ডটনেটে ১৩৭টি দেশের মোবাইল ইন্টারনেট গতির হিসাব রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম। বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটে ডাউনলোড স্পিড ১২ দশমিক ৪৮ মেগাবিট পার সেকেন্ড (এমবিপিএস)। আর আপলোড স্পিড ৭ দশমিক ৯৮ এমবিপিএস। বাংলাদেশের পরের অবস্থানে রয়েছে ভেনিজুয়েলা ও আফগানিস্তান। সর্বশেষ অবস্থানে থাকা আফগানিস্তানের ডাউনলোড স্পিড ৭ দশমিক ৩৭ এমবিপিএস। চলতি জুন মাসে বৈশ্বিক গড় ডাউনলোড গতি হচ্ছে ৫৫ দশমিক ৩৪ এমবিপিএস। আর আপলোড স্পিড হচ্ছে ১২ দশমিক ৬৯ এমবিপিএস।

২০১৮ সালের জুনে মোবাইল ইন্টারনেটের গতির হিসাবে ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। সে সময় বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গড় গতি ছিল ৮ দশমিক ৯৭ এমবিপিএস। এ ছাড়া আপলোড স্পিড ৫ দশমিক ৪৬ এমবিপিএস। তিন বছরের ব্যবধানে দেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি কিছুটা বাড়লেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তা অনেক কম।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কর্মকর্তারা জানান, দেশে মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান খারাপ হওয়ার উল্লেখযোগ্য একটি বড় কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত তরঙ্গ না থাকা। দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যার তুলনায় তরঙ্গ খুবই নগণ্য। এতে করে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন ইন্টারনেট গ্রাহকরা। সেবার মান বাড়াতেই গত ৮ মার্চ অব্যবহৃত তরঙ্গের নিলাম হয়। নিলামে মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও রবির তরঙ্গ আগের তুলনায় বাড়লেও ইন্টারনেটের গতিতে এখনো তেমন উন্নতি হয়নি। যদিও এসব অপারেটরের অধিকাংশ টাওয়ার ফোরজির আওতায় আনা হয়েছে।

অনলাইনে ইন্টারনেটের গতি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান স্পিডটেস্টের চলতি বছরের জুনে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ লিবিয়া, সিরিয়া, উগান্ডা ও সোমালিয়ার মোবাইল ইন্টারনেট ডাউনলোড স্পিড হচ্ছে ১৬ দশমিক ৬ থেকে ২২ দশমিক ২ এমবিপিএস পর্যন্ত। মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে জুন মাসে ছয় ধাপ এগিয়ে পাশের দেশ ভারতের অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১০৯তম আর তাদের মোবাইল ইন্টারনেটের ডাউনলোড গতি ১৭ দশমিক ৮৪ এমবিপিএস।

মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা ১২৯, পাকিস্তান ১১৪ ও নেপাল ১০৫তম অবস্থানে রয়েছে।

মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যাদের ডাউনলোড ও আপলোড গতি যথাক্রমে ১৯৩ দশমিক ৫১ এমবিপিএস ও ২৮ দশমিক শূন্য ৫ এমবিপিএস। এর পরের অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, নরওয়ে, সাইপ্রাস ও চীন।

এদিকে মোবাইল ইন্টারনেটের তুলনায় ব্রডব্যান্ডে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো। চলতি বছরের মে মাসের তুলনায় জুনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি সামান্য বাড়লেও বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ। স্পিডটেস্টের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাস শেষে ১৮১টি দেশের মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৮তম, যা মে মাসে ছিল ৯৬তম। জুনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে ডাউনলোড স্পিড দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ২৭ এমবিপিএস, যা আগের মাসে ছিল ৩৮ দশমিক ১৩ এমবিপিএস। জুনে আপলোড গতিও কিছুটা বেড়ে ৩৭ দশমিক ২২ এমবিপিএসে উঠেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভারত ব্রডব্যান্ডে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বৈশ্বিক ব্যাংকিয়ে ভারতের অবস্থান হচ্ছে ৭০তম। শীর্ষে রয়েছে মোনাকো, যে দেশটির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে ডাউনলোড গতি হচ্ছে ২৬০ দশমিক ৭৪ এমবিপিএস। এর পরের অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।

সড়ক পরিবহন খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে ঈদযাত্রায় ১৫৮ দুর্ঘটনা, মৃত্যু অন্তত ২০৭

পবিত্র ঈদুল আজহার যাতায়াতে দেশের সড়ক-মহাসড়কে ১৫৮টি দুর্ঘটনায় ২০৭ জন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় ৩৮৯ জন আহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। সোমবার (২৬ জুলাই) প্রতিবেদনের তথ্য জানায় সংগঠনটি।

প্রতিবেদনে বলা হয় সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। ৭৬টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৮৭ জন। যা মোট নিহতের ৪২.০২ শতাংশ। এই সময়ে ৪টি নৌ দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত এবং ২৬ জন আহত হয়েছেন। ২টি রেলপথ দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুর্ঘটনা নিহতের মধ্যে রয়েছে- মোটরসাইকেল চালক ও, আরোহী ৮৭ জন, বাসযাত্রী ১২ জন, ট্রাক-পিকআপযাত্রী আটজন, মাইক্রোবাস-প্রইভেটকারযাত্রী ১৩ জন, থ্রি-হুইলারযাত্রী (সিএনজি-ইজিবাইক-অটোরিকশা) ৩১ জন, নসিমন-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়িযাত্রী ১০, বাইসাইকেল আরোহী

তিনজন আছেন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ৫৯টি জাতীয় মহাসড়কে, ৬৬টি আঞ্চলিক সড়কে, ১৪টি গ্রামীণ সড়কে এবং ১৯টি শহরের সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাসমূহের ৪৬টি মুখোমুখি সংঘর্ষ, ৫৪টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ৪২টি পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেওয়া এবং ১৬টি যানবাহনের পেছনে আঘাত করার কারণে ঘটেছে। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহের মধ্যে বলা হয়েছে, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বেপরোয়া গতি, চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, বেতন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা এবং মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে রোড সেইফটি ফাউন্ডেশন জানায়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২০ সালে ঈদুল আজহার আগে-পরে ১৪ দিনে ১৮৭টি দুর্ঘটনায় ২২৯ জন নিহত হয়েছিল। এবারের ঈদুল আজহার আগে-পরে ১১ দিনে নিহত হয়েছেন ২০৭ জন। প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে ১৮.৮১ জন। এই হিসেবে প্রাণহানি বেড়েছে ১৫.০৪ শতাংশ। দুর্ঘটনায় ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন ১৬৯ জন, অর্থাৎ ৮১.৬৪ শতাংশ।

করোনার অতিমারিতে মানুষের যাতায়াত অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। তারপরেও দুর্ঘটনার এই হার উদ্বেগজনক। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে সড়ক পরিবহন খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে। এই পরিস্থিতিতে সড়ক পরিবহন আইনের বাধাহীন বাস্তবায়ন অতীব জরুরি বলে জানায় সংগঠনটি।

সন্ত্রাসী দল বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে হাতাহাতি, যুবনেতার মৃত্যু

ভারতে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক চলাকালীন হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে বিজেপির যুবমোর্চার সহ-সভাপতি রাজু সরকার। তাকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা ওই যুবনেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

সূত্রের খবর, সোমবার হেস্টিংসে তিন জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে যুবমোর্চার রাজ্য নেতাদের সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিল রাজু। কিন্তু বৈঠকের মধ্যে একটি ডায়েরি ঘিরে ঝামেলা শুরু হয়। হাতাহাতি বেঁধে যায়। সেই গণ্ডগোলের মধ্যেই অসুস্থ বোধ করে রাজু। সেজন্য বৈঠকে ছেড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবারও বৈঠকে যোগ দেয়। সেইবারও বৈঠক থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরই সিঁড়ির কাছে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

প্রধানমন্ত্রী হিশেম মেচিচি’কে বরখাস্ত করার পর আল জাজিরার তিউনিস অফিসে পুলিশের অভিযান

প্রধানমন্ত্রী হিশেম মেচিচি’কে বরখাস্ত করে পার্লামেন্ট স্থগিত ঘোষণা করেছে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদ। এর পরপরই রাজধানী তিউনিসে আল জাজিরার ব্যুরো অফিসে ঝড়ো গতিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

এ সময় ওই অফিস থেকে সব স্টাফকে তারা বের করে দেয়। পুলিশ বলেছে, তারা নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ সময় সব সাংবাদিককে ওই অফিস ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয় তারা।

তিউনিসে অবস্থানরত আল জাজিরার সাংবাদিকরা বলেন, সোমবার সাদা পোশাকে ভারি অস্ত্রধারী কমপক্ষে ২০ জন পুলিশ কর্মকর্তা তাদের অফিসে প্রবেশ করে। তবে তারা কোনো তল্লাশির ওয়ারেন্ট দেখাতে পারেনি।

তিউনিসে আল জাজিরার ব্যুরো প্রধান লুতফি হাজি বলেছেন, নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা আমাদের অফিসে এমন তল্লাশি অভিযান চালানোর আগে কোনো রকম নোটিশ দেয়নি।

তবে নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা বলেছে, দেশের বিচার বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করছে তারা। সাংবাদিকরা বলেছেন, নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা তাদেরকে ফোন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। অফিসের ভিতরে রেখে আসা ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আনতে তাদেরকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। তারা সব কিছু জব্দ করেছে।

এ ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছে সাংবাদিকদের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডারস।

সূত্র: আল জাজিরা

মরক্কোর সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট চালু করল সন্ত্রাসী ইসরায়েল

দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট চালু করেছে গাদ্দার মরক্কো। মরক্কোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার সাত মাস পর গতকাল রবিবার (২৫ জুলাই) দেশ দুটির মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়। গতকাল রোববার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট তাদের এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে।

জেরুজালেম পোস্ট জানায়, এল আল এবং ইসরায়েল উভয়ই রবিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মারাকেশে প্রথম ফ্লাইট চালু করে।

এর আগে, গত ডিসেম্বরে চুক্তির পর জেরুজালেম ও রাবাত সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং সুদানের সঙ্গেও একই ধরনের চুক্তি হয়। গত বছরের ২২ ডিসেম্বর আমেরিকার তৎকালীন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা সন্ত্রাসী জ্যারেড কুশনারের নেতৃত্বে আমেরিকান ও ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো ফ্লাইট চালু হয়েছিল। গতকাল রোববার যাত্রী নিয়ে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু হলো।

ইসরায়েলের ফ্লাইটটি সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ইসরায়েল ছেড়ে যায়। অন্যদিকে এল আল ফ্লাইটটি সকাল ১১টা ২০ মিনিটে যাত্রা করে। এটি মরোক্কোর পতাকা এবং কার্পেট দিয়ে সাজানো ছিল। এখন থেকে দখলদার ইসারায়েল প্রতি সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

উল্লেখ্য, মরক্কোর পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং সুদানও গাদ্দারের তালিকায় নাম লিখিয়ে চুক্তি করেছে জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাতে।

সূত্র: আরব নিউজ

২৬শে জুলাই, ২০২১

উইঘুর মুসলিমদের আটকে রাখতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্দিশালা বানিয়েছে চীন

উইঘুর মুসলিমদের আটকে রাখতে চীন দেশটির জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় একটি বন্দিশালা নির্মাণ করেছে। এটির আয়তন ২২০ একর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই বন্দিশালায় এক সঙ্গে ১০ হাজার বন্দিকে রাখা যাবে।

২২০ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই বন্দিশালা আয়তনে ভ্যাটিকান সিটির দ্বিগুণ। সম্প্রতি এই বন্দিশালার বেশ কিছু ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, বেশি সংখ্যক উইঘুর মুসলিমদের একসঙ্গে আটকে রাখার পরিকল্পনায় এই বন্দিশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত চার বছরে এক লাখেরও বেশি সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের কারাবন্দী করেছে কমিউনিস্ট চীনা সন্ত্রাসীরা।

বর্তমানে ১০ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিমকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েকটি শিবিরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সূত্র: এপি নিউজ।

মধ্যরাতে গাজায় ফের বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রসী ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ফের ফিলিস্তিনের একাধিক স্থানে যুদ্ধবিমান থেকে বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

গাজায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সামরিকঘাঁটিতে তারা হামলা চালিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রোববার (২৫ জুলাই) স্থানীয় সময় রাতে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে উপত্যকার খান ইউনিস এবং দক্ষিণাঞ্চলে বোমা হামলা চালানো হয়।

সূত্র: কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার তীব্র হামলায় ৩০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের ৪টি সফল হামলায় ১৭ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম "শাহাদাহ্ নিউজ" থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম আউদাকলী জেলায় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়া বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে মর্টার শেলিং দ্বারা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ মিলিশিয়াদের ১০ সদস্য আহত হয়েছে।

এদিন (২৬ জুলাই) মধ্য সোমালিয়ায় হাইরান রাজ্যের মাতবান শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর টার্গেট করেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

একই রাজ্যের ওমাদ এলাকায় মুরতাদ মিলিশিয়াদের উপরও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন। এই হামলার একদিন আগে মাতবান শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি সফল

হামলাতেও ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় বাকি সৈন্যরা ৭ সেনার মৃত দেহ রেখেই পালিয়ে যায়।

অপরদিকে বে-বুকুল রাজ্যের বুরাহকাবা জেলায় হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের মুজাহিদদের হামলায় আরও ১ সৈন্য নিহত হয়।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের বড়ধরণের হামলা

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মির-আলি এলাকায় পাক তালিবান কর্তৃক দেশটির মুরতাদ সেনা বাহিনীর পোস্টে বড়ধরণের হামলার খবর পাওয়া গেছে।

বিবরণে বলা হয়েছে, গতকাল (২৫ জুলাই) রাতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অবস্থিত মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি পোস্ট টার্গেট করে ভারী অস্ত্র দ্বারা বড়ধরণের আক্রমণ চালিয়েছেন। আর হামলার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক মুরতাদ সদস্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, আক্রমণের শিকার বাহিনীবে মুরতাদ সেনাদের অন্য কোন ইউনিটও পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পায়নি, বরং মুরতাদ বাহিনীকে সহায়তা করতে আমেরিকার তৈরি একটি বিশাল সাঁজোয়া যানে করে আশা সেনারাও মুসকি ও হাসসোখেলের মধ্যবর্তী খাইসুর রোডে মুজাহিদিনদের তীব্র আক্রমণের শিকার হয়।

এতে সাঁজোয়া যানটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং যানটিতে থাকা সমস্ত সৈন্য মারা যায়। নিহত সেনাদের মৃত দেহ হামলার দ্বিতীয় দিনও ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল।

ইনশাআল্লাহ, হতাহতের পরিসংখানটিও হয়তো খুব শীগ্রই জানা যাবে।

মালি । জাতিসংঘ ও ফ্রান্সের সেনাদের উপর আল-কায়েদার বড়ধরণের থাবা, হতাহত অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির গাও, কিদাল, তিসালিত ও আকলাহুক অঞ্চলে ফ্রান্স ও জাতিসংঘের ক্রুসেডার সেনাদের উপর একে একে ৮টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার (JNIM) জানবায মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সবাচাইতে সক্রিয় গ্রুপ জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন গত ২৬ জুন থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ক্রুসেডার ফ্রান্স ও জাতিসংঘের সেনাদের উপর একে একে ৮টি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন। এরমধ্যে শুধু ৮ জুলাই একদিনেই ক্রুসেডার বাহিনীর উপর ৪টি পৃথক হামলা চালানো হয়েছে।

JNIM এর মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন কর্তৃক অতি সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২৬ জুন মালির গাও রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় তাবরিচাট এলাকায় জাতিসংঘের অধীনস্থ ক্রুসেডার MINUSMA বাহিনীর সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে আইইডি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর সাঁজোয়া যানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরপর ৩০ জুন বুধবার একই প্রদেশে ক্রুসেডার জাতিসংঘের সামরিক গাড়িবহর লক্ষ্য কনে এ্যামবুশ হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এমনিভাবে গত ০২ জুলাই কিদাল অঞ্চলে ফের ক্রুসেডার জাতিসংঘের সাঁজোয়াযান টার্গেট করে আইইডি হামলা চালান মুজাহিদগণ। এর মাধ্যমে সাজোঁয়া যান ও সেনাদের ক্ষতিসাধন করেন মুজাহিদিনরা।

এরপর গত ০৮ জুলাই, মালির গাও রাজ্যের তিনবুত-তারখেনত, কিদাল ও আকলাহুক অঞ্চলে ক্রুসেডার জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর অবস্থান ও গাড়িবহরে একে একে ৩টি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, এসব অভিযানে মুজাহিদগণ আইইডি, রকেট হামলা ও এ্যামবুশ দ্বারা হামলা চালান। এতে ক্রুসেডার জাতিসংঘের ৩টি সাঁজোয়া যানসহ বেশ কিছু সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

একই দিন মালির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপরও মুজাহিদিনরা টাইম-এ্যামবুশ হামলা চালান। এতে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

সর্বশেষ গত ১৫ জুলাই তেসালিত অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও জাতিসংঘের সেনাদের অবস্থানে একাধিক রকেট ও মর্টার শেল দিয়ে একযোগে ব্যারেজ হামলা চালান মুজাহিদিনরা। মুজাহিদদের এসব রকেট ও মর্টার শেলগুলো নির্ভুলভাবে ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হেনেছে বলে জানা গেছে।

গত ছয় মাসে ৫ হাজার ৪২৬ ফিলিস্তিনিকে বন্দী করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

গত ছয় মাসেই ৫ হাজার ৪২৬ ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে সন্ত্রাসবাদী জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল। বন্দীদের মধ্যে নারী-শিশু রয়েছে। এর মধ্যে গত মে মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তথা তিন হাজার এক শ’ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে যায় অভিশপ্ত ইসরায়েল বাহিনী।

ফিলিস্তিনের এনজিও সংগঠন দ্যা কমিশন অব ডিটেইনি অ্যাফেয়ারস, দ্যা প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি, দ্যা আডডামির প্রিজনার সাপোর্ট, হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন ও দ্যা ওয়াদি হিলওয়েহ ইনফরমেশন সেন্টার সংস্থাগুলো জানায়, এ বছরের শুরুতে ফিলিস্তিনের ৮৫৪ শিশু এবং ১০৭ নারীকে আটক করেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি এনজিওগুলো জানায়, জেরুসালেম থেকে সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েল। ৬৯৯ ফিলিস্তিনিকে জেরুসালেম থেকে আটক করা হয়। দখলদার ইসরায়েলের অভ্যন্তরে থাকা আরব শহর ও জেরুসালেম থেকে আটক করা ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কতজন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট করে জানায়নি সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

গেল বছরের প্রথম ছয় মাসে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী যত ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে, এ বছরের প্রথম ছয় মাসে তার দ্বিগুণ ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়েছে বলে এনজিওগুলোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এনজিওগুলোর প্রতিবেদন মতে, ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চার হাজার ৮৫০ ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছে।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতে নিহত ফিলিস্তিনি কিশোর

দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি কিশোর নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে শনিবার এই খবর সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়।

এর আগে শুক্রবার (২৩ জুলাই) পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরের কাছে নবী সালেহ গ্রামে ফিলিস্তিনিদের এক বিক্ষোভে অভিশপ্ত ইসরায়েলি সৈন্যরা গুলি করলে পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই কিশোর আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত কিশোর ১৭ বছর বয়সী মোহাম্মদ মুনির আল-তামিমি নবী সালেহ গ্রামের বাসিন্দা।

দখলদার ইসরায়েলি সংবাদপত্র হারেৎজের কাছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছে, এক ফিলিস্তিনি সন্দেহভাজন পাথর নিক্ষেপ করে 'এক সৈন্যের জীবন হুমকির মুখে ফেললে' তাকে আইন অনুসারে গুলি করা হয়।

অপরদিকে বার্তা সংস্থা এএফপির কাছে মোহাম্মদের মা বলেন, 'আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ বুলেট ব্যবহার করে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে।'

তিনি জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ইসরায়েলি সৈন্য দরজা খুলে মোহাম্মদকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করে।

পশ্চিম তীরের নাবলুসের কাছাকাছি বেইতা গ্রামে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৪৬ ফিলিস্তিনি আহত হওয়ার একদিন পরেই এই কিশোরের নিহত হওয়ার খবর এলো।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়, শনিবার ওই কিশোরের জানাজায় শত শত ফিলিস্তিনি অংশ নিয়েছেন।

১৯৬৭ সালে ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীর দখল করে ইসরায়েল। ওই সময় থেকে ইসরায়েলি নাগরিকরা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন শুরু করে। দখলকৃত ভূমিতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যেকোনো স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ হলেও বিশ্ব সম্প্রদায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনো অবধি পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করে আসছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

১৯৯৩ সালে অসলো শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম তীর থেকে ধীরে ধীরে ইহুদি বসতি সরিয়ে নিয়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের কথা থাকলেও সন্ত্রাসী ইসরায়েল এই বিষয়ে এখনো কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

বর্তমানে পশ্চিম তীরে ১৬৪ বসতি ও ১১৬ উপনিবেশে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ইহদি বসতি স্থাপনকারী অবৈধভাবে বাস করছে।

সূত্র : মিডল ইস্ট আই

২৫শে জুলাই, ২০২১

খোরাসান | গাজিয়াবাদ ও নড়াই জেলা বিজয়, গভর্নর সহ ৮ শতাধিক সেনার তালিবানে যোগদান

তালিবানরা জানিয়েছে যে, তাঁরা কুনার প্রদেশের নড়াই জেলা কেন্দ্র এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় একজন মুখপাত্র- মুহতারা জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর টুইটারে লিখেছেন যে, তালিবান মুজাহিদিনরা গতরাতে কুনার প্রদেশের নড়াই জেলা কেন্দ্র এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত এলাকা

দখল করে নিয়েছেন, সেই সাথে জেলাটির গভর্নর গুল জামান তার ৮০ জন সৈন্যের সাথে তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি আরও জানান যে, নড়াই জেলা দখলের সাথে সাথে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদও তালিবান মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রদেশটির গাজিয়াবাদ জেলাও মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন।

এদিকে, দেশটির 'সকালের সংবাদ' পত্রিকা নিজস্ব সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, নড়াই জেলা বিজয়ের পর এখন পর্যন্ত ৮০০ কাবুল সেনা তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সূত্রমতে, দীর্ঘদিন ধরে জেলাটি অবরোধ ও এখাসে জোর লড়াই চলছিল।

খোরাসান | তালিবান কর্তৃক দান্দ-পাটান জেলা বিজয়সহ ৩৬২ কাবুল সেনার আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিয়া প্রদেশের দান্দ-পাটান জেলা বিজয়কালে প্রায় ৩৬২ জন কাবুল সরকারী সেনা তালিবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক দন্দ পাটান জেলা বিজয়ের পরে জেলাটি হতে কমপক্ষে ৩৬২ জন কাবুল সরকারী সেনা "সাধারণ ক্ষমা"র আওতায় তালিবান মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় সেনারা তালিবান মুজাহিদিন, দেশ ও এই দেশের জনগনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এটি উল্লেখ করা উচিত যে, এক মাস আগে তালিবান মুজাহিদিন পাকতিয়া প্রদেশের নয়টি জেলা দখল করে নিয়েছিলেন। মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীর বারবার হামলা সত্ত্বেও মুজাহিদগণ এখনও এই জেলাগুলি ধরে রাখতে পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে মুরতাদ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, হতাহত ১০ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর অভিযান বানচাল করা সহ বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত ক্বাইয়াদ এলাকায় আজ ২৫ জুলাই, পর পর ৪ বার আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ

মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের প্রতিটি আক্রমণই সফলভাবে প্রতিহত করেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এছাড়াও ৭ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের মুজাহিদগণ এক মুরতাদ সেনাকেও টার্গেট করো হত্যা করেন। যে ইতিপূর্বে শাবেলী সুফলা রাজ্যে নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিল।

অপরদিকে রাজ্যটির বারিরী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতেও এদিন সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৪ এফসি কর্মী নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ এফসি কর্মীদের উপর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে।রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ জুলাই রবিবার, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তে পাকিস্তানের মুরতাদ এফসির কর্মীদের উপর একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

এদিন সকাল দশটার দিকে মোমী-কারম মান্দ্রা এলাকায় এক সেনা পোস্টে এই বিস্ফোরণ ঘটে, যার বিকট শব্দ দূর দূরান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। উক্ত হামলায় ৪ এফসি কর্মী নিহত হয়।

দেশটির জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উত্তরপ্রদেশের মালাউন প্রশাসন ভেঙ্গে দিয়েছে দিল্লির রোহিঙ্গা ক্যাম্প

দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্তের কাছে রোহিঙ্গাদের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। গৃহহীন অসংখ্য পরিবার।

মদনপুর খাদারের রোহিঙ্গা শিবিরে কিছুদিন আগেই আগুন লেগেছিল। ক্যাম্পের অধিবাসীদের বক্তব্য ছিল, বার বার তাদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সেই ক্যাম্পের লাগোয়া উত্তর প্রদেশের সেচ দফতরের জমিতে তৈরি হওয়া শিবির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্পের ভিতর তৈরি করা একটি অস্থায়ী মসজিদও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ইরিগেশন বিভাগ এই অপারেশন চালিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির জেলা শাসক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''কোনো মসজিদ ভাঙা হয়নি। মসজিদের মতো দেখতে কোনো কাঠামো সেখানে ছিল না। কেবলমাত্র টেন্টগুলিই ভাঙা হয়েছে।'' স্থানীয় বাসিন্দাদের অবশ্য দাবি, একটি টেন্টের ভিতরেই মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।

সমাজকর্মীদের বক্তব্য, ক্যাম্প ভেঙে দেওয়ার পরে অন্তত ১৬টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। তারা রাস্তার ধারে বসবাস করতে শুরু করেছে।

ওই ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের বক্তব্য, তাদের আর যাওয়ার জায়গা নেই। বাধ্য হয়েই তারা অস্থায়ী টেন্ট তৈরি করে থাকছিলেন। কোনোরকম আগাম বার্তা না দিয়ে টেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাদের বহু জিনিস নষ্ট হয়েছে।

সূত্র: পিটিআই, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

নারীদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত ও হাদিস বলায় দুই ইমামকে চাকরিচ্যুত করল ফ্রান্স

ফ্রান্স সরকার'মূল্যবোধের পরিপন্থী' বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে দুই মসজিদের দুইজন ইমামকে চাকরিচ্যুত করেছে। এরমধ্যে একজনকে ঈদুল আজহার খুতবায় নারীদের নিয়ে কোরআনের আয়াত ও হাদিস বলার কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বাকিজনকে কিছু মুসলিম নারীর পোশাকের সমালোচনা করে বক্তব্য দেওয়ার কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন এই এক টুইট বার্তায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। তুরস্কভিত্তিক ডেইলি সাবাহার খবরে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের পেই দ্য লা লোয়ার অঞ্চলে ঈদুল আজহার সময় কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের রেফারেন্সে খুতবা দেওয়ার কারণে একজন ইমামকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

চাকরিচ্যুত ওই ইমামের নাম মামাদি আহমাদি। তিনি 'গ্রেট মস্ক অব সেইন্ট চামন্ড' মসজিদের ইমাম ছিলেন। খবরে বলা হয়েছে, ঈদুল আজহার দিন ফ্রান্সে খুতবায় কমোরোস বংশদ্ভূত ইমাম মামাদি আহমাদি -নবী মোহাম্মাদ সা. এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে নাজিল হওয়া সূরা আহযাব থেকে আয়াত পাঠ করেন।

ওই খুতবার একটি ভিডিও ক্লিপ ফ্রান্সের রিপাবলিকান পার্টির মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য ইসাবেল সারপ্লি অনলাইনে শেয়ার করেন। এরপর ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোয়ার অঞ্চলের সরকারি দপ্তরকে ইমাম মামাদি আহমাদিকে চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দেয়। এছাড়া ওই ইমাম যেন আর ফ্রান্সের রেসিডেন্স পারমিট (বসবাসের অনুমতি) না পান তারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ বলছে, ওই ইমামের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি লিঙ্গ সমতাবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। ঘটনার পর ওই ইমাম বলেন, তার বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের (মুসলিম) নারীদের বাড়ির মধ্যে বসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শরীয়ত মেনে তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট সবই হতে পারবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় মসজিদ প্রশাসন -ইমাম মামাদিকে পদচ্যুত করার কথা জানিয়েছে। লোয়ার অঞ্চলের সরকারি দপ্তর জানিয়েছে, ওই ইমামের আবাসিক সুবিধা আর যাতে নবায়ন না হয় তার জন্য তারা কাজ করছে।

এ বিষয়ে এক টুইট বার্তায় ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দারমানিন বলেছে, আমার অনুরোধে অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য দেওয়া দুই ইমামকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। যারা আমাদের দেশের আইনের বিরোধীতা করবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ব।

এদিকে, ফ্রান্সের অসংখ্য মানুষ ইমাম মামাদি আহমাদির পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন। তার পক্ষে অনলাইনে একটি পিটিশন খোলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইসলাম বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করছেন।

ভারতে নওমুসলিম মুহাম্মদ আমিরের সন্দেহজনক মৃত্যু

বাবরি মসজিদ ভাঙায় অংশগ্রহণকারী নওমুসলিম মুহাম্মদ আমির (বলবির সিং) এর সন্দেহজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার (২৩ জুলাই) হায়দারাবাদ প্রদেশের তেলাঙ্গানার ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। খবর দ্য সিয়াসাত ডেইলির।

খবরে বলা হয়, হাফিজ বাবা নগরে আমিরের ভাড়া বাসা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার পর স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

পূর্বে বলবির সিং নামে পরিচিত মোহাম্মদ আমের উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) কর্মী ছিলেন। আরএসএসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ১৯৯২ সালে তিনি বাবরি মসজিদের ধ্বংসে অংশ নিয়েছিলেন।

কিন্তু তার উদারপন্থী পরিবার তার কাজকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকেন। মানসিক শান্তির জন্য তিনি উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের মাওলানা কলিম সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলবির সিং থেকে নিজের নাম পরিবর্তন করে মোহাম্মদ আমের রাখেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে নিজের অংশগ্রহণের বদলায় ১০০ মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন মোহাম্মদ আমের। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে হরিয়ানায় 'মসজিদে মদীনা' নামে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন তিনি।

গত ২৭ বছরে মোট ৯১টি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন মোহাম্মদ আমের। এছাড়া আরো ৫৯টি মসজিদ বর্তমানে নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে।

সূত্র : সিয়াসত ডেইলি

২৪শে জুলাই, ২০২১

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৪৬ ফিলিস্তিনি আহত

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে নাবলুস শহরের কাছাকাছি বেইতা গ্রামে জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৪৬ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

গত শুক্রবার (২৩ জুলাই) ওই গ্রামে স্থানীয় কৃষকদের কৃষিজমি দখলে নিয়ে বসতি স্থাপন করে ইহুদিরা। এর প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভে অংশ নিলে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আহত হন এসব ফিলিস্তিনিরা।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে তাজা বুলেটে বিদ্ধ হয়েছেন নয়জন, রাবার বুলেটে বিদ্ধ হয়েছেন ৩৪ জন এবং কাঁদানে গ্যাসে ৮৭ জন আহত হয়েছেন।

এর আগে গত মে মাসে বেইতা গ্রামের পাশে ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এ লক্ষ্যে বসতি স্থাপনকারী এই স্থানে এসে ঘর তৈরি শুরু করে।

তবে, বিক্ষোভের মুখে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা এই মাসের শুরুতে বসতি ছাড়লেও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখনো দখল করা স্থানটি ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেয়নি।

সূত্র : টিআরটি ওয়ার্ল্ড

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

কেনিয়ান সেনাদের উপর আল-কায়েদা মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় ৭ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া এবং সোমালিয়ার মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্তে অবস্থিত রাসকাম্বোন এবং কালবিও শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবত ক্রুসেডার বাহিনী ও মুজাহিদদের মাঝে এই অভিযান স্থায়ী হয়।

অবশেষে মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ক্রুসেডার বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। তবে এখন পর্যন্ত এই হামলায় ৭ ক্রুসেডার সেনা নিহত হবার খবর নিশ্চিত করেছে "শাহাদাহ্ নিউজ"।

ফটো রিপোর্ট | আমর ইবনুল-জামুহা আল আনসারী সামরিক ক্যাম্প- সোমালিয়া

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিননের মিডিয়া শাখা আল-কাতাইব ফাউন্ডেশন ঈদুল আযহা উপলক্ষে একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে।

নতুন সংস্করণে প্রকাশিত ভিডিওটি প্রদর্শন করতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় নিয়েছে, ভিডিওটিতে আমর ইবনুল-জামুহা আল আনসারীর সামরিক ক্যাম্পে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ এবং মুজাহিদ শাইখদের বার্তাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভিডিওটির কিছু চিত্তাকর্ষক মুহূর্ত

https://alfirdaws.org/2021/07/24/50932/

ফটো রিপোর্ট | শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শিশুদের ঈদ উদযাপন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সমস্ত ইসলামী রাজ্যগুলোতে প্রতিবছরের মত এবারো হাজার হাজার মুসলমান নির্ধারিত স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করতে সমাবেত হন।

এসময় শিশুরা নতুন পোশাক এবং বিভিন্ন খেলনা নিয়ে ঈদ আনন্দ উদযাপনে মেতে উঠে।

https://alfirdaws.org/2021/07/24/50931/

গোপালগঞ্জে ঈদের নামাজরত অবস্থায় মুসলমানদের উপরে এলাকার হিন্দুদের অতর্কিত হামলা

গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়া দিঘলিয়া গ্রামের ফাঁড়াকাটা এলাকায় ঈদের দিন ঈদের নামাজরত অবস্থায় মসজিদে ভাংচুর ও মুসলমানদের উপরে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়েরা অতর্কিত হামলা করেছে। এতে অসংখ্য মুসল্লী আহত হয়, আহতদের চিত্র হাসপাতালে গিয়ে ধারণ করা হয় এবং মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শুধু এক এলাকার হিন্দুরা নয় বরং একাধিক গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদীরা এক হয়ে নামাজের জামাতে হামলা চালিয়েছে।

এলাকার প্রতক্ষদর্শী একজন জানান ওখানের পরিবেশ ছিল খুব ভয়াবহ প্রায় ১০০০ হিন্দু লোক ছিল আর আমরা ছিলাম সামান্য কয়েক জন। ইটের খোয়া এমন ভাবে ফেলছিল, মনে হয়ছিল বোমা বর্ষন শুরু হইছে। তাই সামনে যাওয়ার মত পরিবেশ ছিল না। হিন্দু মহিলারা ফলের ট্রে ভরে ইটের টুকরা আনত আর পুরুষরা সেগুলো মারত। সেই সুযোগে রামদা দিয়ে বাড়ি ঘরে হামলা করে।

কয়েক মাস আগে সে এলাকার উপজেলা চেয়ারম্যান শ্রী বিমল কৃষ্ণ একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে বিশ্বনবী (সঃ) কে নিয়ে কটুক্তি করে।

সেটার কোন বিচার হয়নি।

সেই চেয়ারম্যান বিমল চন্দ্র বিশ্বাস এ হিন্দুত্ববাদী হামলার পেছনে অন্যতম ইন্ধনদাতা। ভয়ঙ্কর মুসলিম বিদ্বেষী বিমল বিশ্বাসের ভয়ঙ্কর সব সাম্প্রদায়িক কথাবার্তার ভিডিও ফেসবুকে সার্চ করলেই পাওয়া যায়।

তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে এত বড় একটা হিন্দুত্ববাদী হামলার ঘটনা ঘটে গেলেও মিডিয়া তাকে 'ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ' বলে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু কোরবানীর ঈদের দিন মসজিদের মধ্যে কারা ফুটবল খেলতে গিয়েছিলো সেই তথ্য প্রকাশ করেনি।

হলুদ মিডিয়া যদিও এ হামলাকে ফুটবল খেলা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে বলে চালিয়ে দিয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন আসে মসজিদে হামলা কেন? আর দুঃখজনক কোন মিডিয়ায় মসজিদের এই হামলার চিত্র প্রকাশ করেনি। আরো প্রশ্ন রয়ে যায়- ফুটবল খেলা হলে তো মাঠে হবে আর গণ্ডগোলটা ও মাঠে হওয়ার কথা, কিন্তু মসজিদের ভিতরে ইটপাটকেল এবং মসজিদ ভাঙচুর কেন?

তথ্যসূত্র: দৈনিক কোটালীপাড়া(DK) - https://www.facebook.com/groups/620478108291271

https://i.imgur.com/Tptl2nu.jpg
https://i.imgur.com/3K6VUlK.jpg

পাকিস্তান | পাক-তালিবান কর্তৃক সেনা অভিযান বানচাল, ১১ সৈন্যকে হত্যা

পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাদের অভিযান বানচাল করে দিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এসময় তাঁরা ১১ মুরতাদ সেনা সদস্যকে হত্যা করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২২ ই জুলাই, পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সির ঘোড়ঘোরাই এলাকায় পাক-তালিবানের একটি অবস্থানে অভিযান পরিচালনার অভিপ্রায়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলাকাটিতে প্রবেশ করেছিল পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনী।

এদিকে মুরতাদ সেনাদের আসার সংবাদ পেয়েই মুজাহিদগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি ও নিজেদের পজিশন ঠিক করে নির্দিষ্ট স্থানে সেনাদের আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে প্রবেশ করা মাত্রই তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা চতুর্মুখী হামলা চালাতে শুরু করেন এবং ১১ মুরতাদ সৈন্যকে হত্যা করার মাধ্যমে সেনা অভিযান বানচাল করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ সেনারা লেজগুটিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

লাঞ্চনাকর এই পরাজয় ও ১১ মুরতাদ সেনা নিহত হওয়ার পর মুরতাদ বাহিনী পূণরায় উক্ত এলাকায় প্রতিশোধ নিতে অভিযান চালায়, কিন্তু এবারো মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের শিকার হয়।

এদিকে মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের কাছে নিজেদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ঢাকতে তিনজন মুজাহিদকে হত্যা করার দাবি করেছে, আর এই মিথ্যা খবরটিই ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করেছে সেনা অধস্তন মিডিয়াগুলো।

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী জানান, অভিযানের ব্যর্থতার পরে সেনাবাহিনী আশেপাশের অনেক সাধারণ পথচারীদের গ্রেপ্তার এবং কয়েকজনকে হত্যা করেছিল, যার সংখ্যা পাঁচ থেকে সাতজন ছিল। মুরতাদ সেনারা যখন কোথাও মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় শিকার হয়, তখন নিজেদের পরাজয় ঢাকতে এবং নিজেদেরকে সফল প্রমাণ করার জন্য যা যা করা লাগে তারা তার সবটুকুই করে। যা তারা এবারও সাধারন মানুষকে হত্যা ও গ্রেফতারের মাধ্যমে করেছে। আর এই হত্যাকান্ডের পর মুরতাদ সেনারা দাবি করছে যে- "আমরা আমাদের মৃত সৈন্যদের প্রতিশোধ নিয়েছি"।

ইসরায়েলি কারাগারে নির্যাতন করে ফিলিস্তিনিকে হত্যা

দখলদার ইসরায়েলের দখলকৃত জেরুজালেমের একটি কারাগারে ইউসুফ আল-খাতিব (৪৩) নামে এক ফিলিস্তিনিকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গত বুধবার ঈদের রাতে কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করে হত্যা করা হয় তাঁকে। কারাগারটির নাম 'মোসকোবিয়েহ'। ফিলিস্তিনিদের কঠিন নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত একটি কারাগার এটি।

নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, অন্য বন্দিদের সামনেই তাকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে এবং নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের পুলিশ কর্মকর্তারা।

প্যালেস্টিনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি নামে একটি এনজিওর মুখপাত্র আমানি শারাহনেহ জানান, নিহতের দেহে ইলেক্ট্রিক শক এবং পিটিয়ে জখম করার স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

উল্লেখ্য যে, ট্রাফিক সিগনাল অমান্য করার অভিযোগে পূর্ব জেরুজালেমের সুফাট শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ইউসুফ আল-খাতিবকে আটক করেছিল দখলদার পুলিশ। আল-খতিব চার সন্তানের জনক এবং তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী। তাঁর নিহতের ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগারে এ ধরনের ঠুনকো অভিযোগে গ্রেফতার করে নির্যাতনের সংখ্যা অসংখ্য। বর্তমানে কমপক্ষে ৪ হাজার ৮৫০ জন ফিলিস্তিনিকে বন্দি রাখা হয়েছে ইসরায়েলের কারাগারে। এদের মধ্যে ৪১ জন নারী এবং ২২৫টি শিশুও রয়েছে।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

অস্ত্র-মদসহ উত্তরার ছাত্রলীগ নেতা জুয়েলের ছবি ভাইরাল

ঢাকা মহানগর উত্তর এর অন্তর্গত উত্তরা পশ্চিম থানা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ পাওয়ার পর অস্ত্র ও মদসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল আব্দুল রাজ্জাক জুয়েল। এছাড়া উত্তরায় কিশোর গ্যাংয়ের প্রশ্রয় দাতার তালিকায় রয়েছে সদ্য পদ পাওয়া এই সন্ত্রাসী নেতার নাম।

গত ১৫ জুলাই ঢাকা মহানগর উত্তর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান হৃদয় উত্তরা পশ্চিম, দক্ষিণ খান, মোহাম্মদপুর থানা ও কয়েকটি ওয়ার্ডের ছাত্রলীগের কমিটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এতে উত্তরা পশ্চিমথানার সভাপতি হয় শাকিল উজ জামান বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ্য করা হয় এই সন্ত্রাসী আব্দুর রাজ্জাক জুয়েলকে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এসব নেতা-কর্মীরা ত্বগুত আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সর্বত্রই প্রকাশ্যে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, মাদক চোরাচালান, খুন ও ধর্ষণের মতো হীন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

এদিকে গত ১৫ জুলাই চাঁদা না দেয়ায় ফেনীর সুলতানপুরে এক গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী আওয়ামিলীগের নেতা ও স্থানীয় কাউন্সিলর আবুল কালাম।

সূত্র: ইনকিলাব

২৩শে জুলাই, ২০২১

সেনাবাহিনীর উপর পাক-তালিবানের হামলা, ক্যাপ্টেনসহ ৫ এরও বেশি সেনা নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর বোমা হামলার ঘটনায় ক্যাপ্টেনসহ ৫ এরও বেশি সেনা সদস্য নিহত এবং আরও কতক সেনা আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২০ জুলাই, পাকিস্তানের খাইবার অঞ্চলের উপজাতীয় জেলা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে রিমোট-কন্ট্রোল বোমা দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এ হামলায় মুরতাদ বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনসহ আরও চার মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক সেনা সদস্য।

স্থানীয় সূত্রে খবর অনুযায়ী, নিহত ও আহত সেনা সদস্যদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে ক্যাপ্টেন হাসান আলী, ল্যান্স নায়েক সিরাজ, ল্যান্স নায়েক ওয়াহেদ ওমর ও সিপাহি আমান অন্তর্ভুক্ত।

দেশটির জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার কূটনৈতিক ও লজিস্টিক সাহায্য নিয়ে আফগানে সেনা রাখবে এরদোয়ান

ওয়াশিংটনের পক্ষ্য থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার শর্তে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে হামিদ কারযাই বিমানবন্দরে সেনা মোতায়েন রাখার কথা জানিয়েছে মুনাফিক এরদোয়ান।

গত ২০ জুলাই, মঙ্গলবার উত্তর সাইপ্রাস সফরে গিয়ে একটি সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় এসব কথা জানায় এরদোয়ান

এরদোয়ান জানায়, "তুরস্ক কাবুলের বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আগ্রহী, কিন্তু এখানে কিছু শর্তাবলী রয়েছে"। তার ভাষ্যমতে "প্রথমত আমেরিকাকে কূটনৈতিক দিক দিয়ে তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তুরস্কের জন্য তাদের সামরিক সহায়তার হাত প্রসারিত করতে হবে। সবশেষে, যেহেতু কাবুল এয়ারপোর্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব বেশ চ্যালেঞ্জিং ও কঠিন একটি ব্যাপার, এজন্য আমেরিকাকে আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে আমাদের পর্যাপ্ত সাহায্য করতে হবে।"

এদিকে তুরস্কের এহেন সিদ্ধান্তের মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বেশ কয়েকবার কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। যেকোনো বিদেশি দখলদার শক্তি - চাই সে তুর্কি হোক কিংবা রুশ

কিংবা আমেরিকান - কোনোভাবেই তাদের বরদাশত করা হবে না বলে এর আগেও কয়েকবার বিবৃতি প্রকাশ করেছেন ইমারতে ইসলামিয়াহ এর দায়িত্বশীলগণ।

তবে এরদোয়ান এসব হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা না করে এখনো তার প্রয়াস ব্যক্ত করে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে তুরস্ক কাবুলের হামিদ কারযাই এয়ারপোর্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আমেরিকার সাথে তার সম্পর্ক উন্নত করতে চাচ্ছে, যা রাশিয়ার সাথে S-400 মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করা ইস্যুতে কিছুটা খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল।

২১শে জুলাই, ২০২১

ভারতের আসামে মুসলিমদের জন্মনিয়ন্ত্রণে নামানো হচ্ছে মালাউন সেনা

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসাম রাজ্যে 'হিন্দুদের তুলনায় দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলিমদের' এই অযুহাতে মুসলিমদের জন্মনিয়ন্ত্রণে সেনা নামানো হচ্ছে। আগেও মুসলিম সমাজের মানুষের জন্ম হার কমাতে চেষ্টা করেছে রাজ্যের হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি সরকার।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবার আরও একধাপ এগিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণে মানব সেনা নামানোর কথা বললেন। এতে পুরো দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ভারতীয় মূলস্রোতের মিডিয়াগুলোও সরব সম্ভাব্য এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে।

বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েও নিজের সিদ্ধান্তে অটল আসমের মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দিয়েছে, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতার নামে ভয় দেখাতে নামানো হচ্ছে 'মানব সেনা'। এক হাজার জনকে নিয়ে গঠিত এই 'population Army' ওই সমস্ত এলাকাতে গিয়ে জন্মনিরোধক বিলি করবে। তবে কারা এই 'মানব সেনা'র সদস্য হবে সে নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি আসমের মুখ্যমন্ত্রী।

আসাম বিধানসভায় সোমবার (১৯ জুলাই) সন্ধ্যায় সে বলেছে, '২০০১ থেকে ২০১১, এই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে ১০%, কিন্তু এই সময়েই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯%। অল্প জনসংখ্যার কারণে এই রাজ্যে হিন্দুদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা চিকিৎসক এবং ইঞ্জিনিয়ারও হচ্ছে।' কিন্তু কিভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে সেটা নিয়েও পরিষ্কার করে বলেনি।

বিধানসভাতেই তিনি জানিয়েছেন, নিম্ন আসমে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি সেখানে সেখানে ১ হাজার যুবককে তাঁদের সচেতন করতে এবং জন্মনিরোধক বিলি করার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আশাকর্মীদের নিয়ে আলাদা একটি দল করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আসমে দুই সন্তান নীতি চালু করা হচ্ছে। যারা এই নীতি মানবে না তাঁদের কোনও রকম সরকারি সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে 'স্বেচ্ছা নির্বীজকরণ' (voluntary sterilization) করার কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানায় সরকার।

কিন্তু তার কাজকে বিজেপির হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সংখ্যালঘু বিরোধী ও মুসলিম বিদ্বেষী বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক, মুসলিম ধর্মীয় ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

মসজিদুল আকসায় মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত করে গ্রেফতার

মসজিদুল আকসায় নামাজরত পর্দানশীন নারী মুসল্লিদের টেনে-হিঁচড়ে মসজিদ থেকে বের করে দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। শুধু তাই নয়- বেধড়ক পেটানো ও লাঞ্ছিত করা হয় নারীদের। নীতিমালা ভঙ্গের অজুহাতে আটক করা হয় অনেক নারীকে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই নামাজ আদায়ের জন্যেই আল-আকসায় এসেছিলেন ফিলিস্তিনি নারীদের একটি দল। কিন্তু আল-আকসার দরজাই পেরোতে পারেননি; তার আগেই পড়েছেন ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণের মুখে।

বার্তা সংস্থা 'ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম' এর সাইটে প্রকাশিত ঘটনার সময়ের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর বাধা পিছিয়ে যাওয়া নারীদের থেকে কয়েকজনকে ঘেরাও করে মাটিতে ফেলে দেয় সেনারা। তারপর নারীদের বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। গ্রেফতার এড়াতে সেনাদের ঘেরাও থেকে বের হতে চাইলে নারীদের কাপড় ও শরীরে টেনে ধরে অভিশপ্ত ইহুদিরা। এসময় একজন নারীকে মাটিতে ফেলে ঝাপটিয়ে ধরে হাটু দিয়ে চেপ দেয় নাপাক ইহুদি সেনারা। এসময় এ নারীর আর্তচিৎকার(ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ) স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

এমন উসকানিমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আল-আকসা কর্তৃপক্ষ। পর্দানশীন মুসলিম নারীদের হয়রানির পাশাপাশি মাটিতে ফেলে মারধরও করে ইহুদি সেনারা। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করা হয় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে।

আল-আকসা মসজিদের পরিচালক শেখ ওমর আল কিসওয়ানি বলেন, নিঃসন্দেহে এটা উসকানিমূলক আচরণ। নামাজরত ফিলিস্তিনিদের রীতিমতো টেনে-হিঁচড়ে আল-আকসা থেকে বের করেছে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী। অপমাণ ও হয়রানি করেছে নামাজ পড়তে আসা নারীদের। সেসময়ই মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে ১৩শ'র বেশি কট্টরপন্থী ইহুদি।

গত মে মাসে জেরুজালেম এবং আল-আকসা এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উৎখাতকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অস্থিরতা। এক পর্যায়ে হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে, টানা ১১ দিনের সেই ইসরায়েলি বর্বরতায় প্রাণ হারান ২৫৬ ফিলিস্তিনি। মিসরের মধ্যস্থতায় অস্ত্র বিরতি কার্যকর হলেও বারবারই নানা অজুহাতে সেটি লঙ্ঘন করছে দখলদার ইসরায়েল।

https://ibb.co/XpPhyjH

https://ibb.co/2tjS7LX

https://ibb.co/r0M3PY1

https://ibb.co/XkDXL87

https://ibb.co/vmx7XyP

২০শে জুলাই, ২০২১

সিরিয়া। রুশ ও নুসাইরীদের উপর আল-কায়েদা সমর্থক মুজাহিদদের প্রবল হামলা

সিরিয়ার দার আল কাবিরাহ ও সাহলুল গাব অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান ও নুসাইরি মুরতাদ সেনাদের অবস্থানে পৃথক হামলা চালিয়েছেন আনসার আল ইসলাম ও আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদগণ। গত ১৯ জুলাই মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় কুফফার বাহিনীর।

আনসারুত তাওহীদের মিডিয়া উইং এর প্রেরিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সিরিয়ার হিমস প্রদেশের অন্তর্গত দার-আল-কাবিরাহ এলাকায় মুরতাদ নুসাইরী আসাদ বাহিনী ও দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডারদের সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। আনসার আল তাওহীদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ সরাসরি ও নির্ভুলভাবে তাদের টার্গেটকৃত স্থানে আঘাত করেছেন বলে জানিয়েছে মিডিয়া উইং।

একইসাথে তাঁরা জানিয়েছেন, ইদলিব ও হামা অঞ্চলে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের উপর দখলাদর ও নুসাইরীরা আগ্রাসন অব্যাহত রাখায় মুজাহিদগণ প্রতিশোধস্বরূপ এই হামলা চালিয়েছেন।

এদিকে আনসার আল ইসলাম গ্রুপের মিডিয়া শাখা "আল-আনসার" থেকে জানানো হয়েছে, মুজাহিদগণ সাহলুল-গাব এর আল-বারকান এলাকায় রাশিয়ান ও নুসাইরি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদিনরা শত্রু বাহিনীর অস্ত্রের গুদামকে টার্গেট করে এই হামলা চালিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গুদামে

থাকা অস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে ও এ থেকে সৃষ্ট বিস্ফোরণ ও আগুনে আশেপাশে থাকা সেনাদের তাঁবুও পুড়ে গেছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৩৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

যৌথবাহিনীর হামলার কড়া জবাব দিল আশ-শাবাব। এতে ১৪ সেনা নিহত এবং আরো ১৯ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ জুলাই আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত মাদাক রাজ্যের ক্বাইয়াদ এলাকা দখল করতে অভিযান চালায় সোমালিয় যৌথ বাহিনী। এদিন মুরতাদ সৈন্যরা শহরটিতে ৭ বার অভিযান চালায়। কিন্তু প্রতিবারই আশ-শাবাব মুজাহিদদিনরা তীব্র জবাবি হামলা চালিয়ে মুরতাদ বাহিনীর অভিযান ব্যর্থ করে দেন।

ফলে দফায় দফায় পরিচালিত এই অভিযানে আল-কায়েদার কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়ে সেনারা। ফলশ্রুতি ১৪ মুরতাদ সেনা নিহত এবং ২ কমান্ডারসহ আরও ১৯ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুরতাদ সেনাদের বেশ কিছু সাজোঁয়া যান।

ফটো রিপোর্ট | শামে কুফ্ফার বাহিনীর উপর মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলার হৃদয়জোড়ানো ফুটেজ

আল-কায়েদা সমর্থক সিরিয়ান জিহাদী গ্রুপ আনসার আত তাওহিদ সম্প্রতি দখলদার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের অভিযান সমূহ নিয়ে ১২:১৫ মিনিটের একটি হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ভিডিওটিতে ইদলিব সহ মুক্ত অঞ্চলগুলোর সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত রাশিয়ান ও নুসাইরীদের সামরিক স্থাপনায় মুজাহিদদের আর্টিলারি, মর্টার এবং হোমমেড রকেট, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং সবচেয়ে বড় ক্যালিবার যিলযাল ক্ষেপণাস্ত্রের [ভূমিকম্প] ব্যবহার প্রদর্শিত হয়।

এছাড়াও ভিডিওটিতে মুজাহিদদের-কে ড্রোন ব্যবহার, ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, ট্যাংক এবং হোম-রকেটের সাহায্যে বোমা হামলা পরিচালনা করতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য যে, আনসার আত-তাওহীদ বছরের পর বছর ধরে অস্ত্র সংশোধন এবং সেগুলো নিজস্ব প্রযুক্তিতে পুনরুদ্ধার করতে অভিজ্ঞ।

ভিডিওটির কিছু ফুটেজ দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/07/20/50893/

ফটো রিপোর্ট | আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জনগণের ধারে ধারে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমীরুল মু'মিনিন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফি.) পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। আমীরুল মু'মিনিনের উক্ত বার্তাটির প্রিন্ট কপি জনগণের ধারে ধারে পৌঁছে দিচ্ছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/07/20/50888/

ফটো রিপোর্ট | নুসাইরীদের অবস্থানে আনসার আল-ইসলামের হামলার দৃশ্য

আল-কায়েদা সমর্থক কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ গত ১৯ জুলাই সিরিয়ার ইদলিব সিটির জুরাইন এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের উপর বেশ কিছু হামলা চালিয়েছেন। যার কিছু ফুটেজ দলটির অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে।

হামলার কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/07/20/50887/

ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার ফলে এবারও ঝুঁকি-ভোগান্তি নিয়ে ঈদযাত্রা

রাত পোহালেই ঈদ। প্রিয়জনের সাথে উৎসব পালনের জন্য মানুষ ছুটছে গ্রামের পথে। মহাসড়কে যানজট। ফেরিঘাটে উপচে পড়া ভিড়। তার উপর ঢাকার মধ্যেও ভয়াবহ যানজট। এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে লাগছে দুই/তিন ঘণ্টা। আর গন্তব্য পর্যন্ত যেতে কতো সময় লাগবে তা সবারই অজানা। তবুও ঝুঁকি ও ভোগান্তি নিয়ে ছুটছে মানুষ।

ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে গতকাল রাত ৮টা পর্যন্ত ছিল ভয়াবহ যানজট। ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-আশুলিয়া-নবীনগর মহাসড়কেও ছিল ভয়াবহ যানজট। গাবতলী থেকে বিকাল ৫টায় যে বাস ছেড়েছে সেই বাস রাত ৮টায়ও সাভার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

এদিকে, ঢাকার অভ্যন্তরেও গতকাল সকাল থেকে ছিল গাড়ির চাপ। বিশেষ করে ঢাকা থেকে বের হতে গিয়ে সব ধরনের যানবাহনকে আটকে থাকতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঢাকা বিমানবন্দর সড়কে দুপুরের পর ছিল স্মরণকালের ভয়াবহ যানজট। ঘরমুখো মানুষের ভিড়ে গতকাল ভোর থেকে শিমুলিয়া-বাংলাবাজার, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

কোরবানির পশুবাহী ট্রাক, পিকআপ ও যাত্রীবাহী যানবাহনের চাপে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো সকাল থেকেই যানজটে স্থির হয়ে ছিল। তার প্রভাব পড়ে অলিগলির সড়কেও। সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার ফলেই এই অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঈদযাত্রীর চাপ বেড়ে যাওয়া ও কোরবানির পশু পরিবহনের ফলে যানজটের তীব্রতা দেখা দিয়েছে।

ঈদযাত্রীদের চাপে গতকাল রাজধানীর প্রধান প্রবেশপথগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যানজটে। বিশেষ করে মহাখালী থেকে আব্দুল্লাহপুর অংশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল। বাস ও অন্যান্য যানবাহনে যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকেন যানজটে। সকাল সাতটায় মহাখালী থেকে মোটরসাইকেলে রওনা দিয়ে শফিকুল আজিম আব্দুল্লাহপুর পার হন বেলা একটায়। তিনি বলেন, সকালে তীব্র যানজটের ফলে যান চলাচল বন্ধ ছিল কিছু সময়। স্টার্ট বন্ধ করে করে বসে থাকতে হয়েছে। একজন মোটরসাইকেল চালকের এই হাল হলে অন্যদের কী অবস্থা হয়েছে তা নিজেই বুঝে নেন। ট্রাফিক পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে সকাল থেকে সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর, গাবতলী-আমিন বাজার, যাত্রাবাড়ী-বাবু বাজার ব্রিজ, রামপুরা-ডেমরা, গুলিস্তান-সদরঘাট, মালিবাগ-প্রগতি সরণি-কুড়িল, মিরপুর রোডসহ প্রধান সড়কগুলোয় যানজট ছিল অতিরিক্ত। আগের দিন রোববারও রাজধানীজুড়ে যানজট ছিল। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমন্বয় না থাকায় এবার এই বিপর্যয় হয়েছে। খামখেয়ালিপনা এড়িয়ে যানজট এড়াতে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে ভোগান্তি অনেক কম।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত কাগজে থাকে, বাস্তবায়ন হয় না। ঢাকার বিমানবন্দর সড়ক হয়ে গাজীপুর অংশে গত ঈদের মৌসুমের চেয়েও এবার ভয়াবহতর অবস্থা চলছে। সকাল থেকেই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। যানজটের ফলে ঢাকা থেকে বাস বের হতেই লাগছে তিন-চার ঘণ্টা। আর যাত্রীদের দুর্ভোগ তো আছেই। এবার যানজট নিরসন, সড়ক সংস্কার-কোনো বিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমার নিজের বাড়ি গাজীপুরে। কিন্তু আমি গাজীপুরে যাব না। আমি মাফও চাই, দোয়াও চাই। বিমানবন্দর সড়ক থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের কাজ বছরের পর বছর ধরে শেষ হচ্ছে না। রাস্তার পাশে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা হয়েছে। আমি নিজের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বিষয়টি অবহিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছি। ফল হয়নি।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, এবার বিধিনিষেধ শিথিল করার পর গত ১৫ জুলাই থেকে ঈদযাত্রা শুরু হয়েছে। গত রোববার থেকে ঈদযাত্রীর চাপ সড়কে বেশি পড়ছে। এই

অবস্থা থেকে যাত্রী দুর্ভোগ কমানোর জন্য সব সংস্থার সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা আমরা এবার দেখিনি। যাত্রীর চাপ যতোই থাকুক না কেন সুব্যবস্থাপনা থাকলে তার সুরাহা সম্ভব।

দুপুরে রাজধানীর কুড়িল ফ্লাইওভারের নিচে শত-শত গাড়ির চাকা স্থির হয়ে ছিল। মোটরসাইকেল চালকরাও সামনে এগোতে পারছিলেন না। বিমানবন্দর সড়ক হয়ে গাজীপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন জেলার উদ্দেশে রওনা হওয়া যাত্রীরা বাস ও অন্যান্য পরিবহনে আটকে পড়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখা গেছে মহাখালী, বনানীসহ বিমানবন্দর সড়কের বিভিন্ন অংশে। সকাল আটটা থেকে যানজট সৃষ্টি হলেও তা বিকেলেও দেখা যায়। বিমানবন্দর সড়কের যানজটের প্রভাব পড়ে কুড়িল-বিশ্বরোড ও প্রগতি সরণির সড়কে। বিকেল চারটায় প্রগতি সরণি থেকে কুড়িল অভিমুখী যানবাহনের জট তীব্র।

অন্যদিকে ঈদে ঘরমুখি যাত্রীদের বহনকারী যানবাহনের চাপে গতকাল ভোর থেকে যানজট ছিল ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তেমন যানজট ছিল না। তবে যানবাহনের চাপে গাড়ির গতি ছিল কম।

একই অবস্থা ফেরিঘাটগুলোতেও। আরিচা ও পাটুরিয়া ঘাটে দুর পাল্লার বাসে চাপ তেমন না থাকলেও ভিড় ছিল পণ্যবাহী ট্রাক ও ছোট গাড়ির। তবে অন্যান্যবারের মতো উপচে পড়া ভিড় নেই। পাটুরিয়াতে ছোট গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাস আসা মাত্র পার হয়ে যাচ্ছে। তবে আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরির সংখ্যা কম হওয়াতে পন্যবাহী ট্রাক ও ছোট গাড়ি পারাপারের জন্য ঘাটে এসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এসব যানবাহনের যাত্রীদেরকে। সকালে আরিচা ঘাট ঘুরে দেখা গেছে, ফেরি ঘাট এলাকায় পণ্যবাহী ট্রাক ও ছোট গাড়ির লাইন। এসব যানবাহন এবং যাত্রীদেরকে ফেরির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাত্রীদরে অভিযোগ, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলেও স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা করছে না লঞ্চ কর্তৃপক্ষ। দুই আসনে একজন করে যাত্রী নেওয়ার কথা থাকলেও তা মানছেনা লঞ্চ মালিকরা।

রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা যাত্রী শিমুলিয়া ঘাট হয়ে নৌরুটে লঞ্চ ও ফেরিতে পদ্মা পাড়ি দিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এসব সাধারণ যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সড়কে নেমেছে অতিরিক্ত যানবাহন। ফেরিঘাটে দেখা গেছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি। ঘাটে দেখা গেছে যাত্রীদের ভিড়। ঘাটে ফেরি ও লঞ্চ ভিড়তেই হুড়মুড় করে তাতে পাল্লা দিয়ে উঠছেন শত শত ঘরমুখো মানুষ। ফেরিতে সকাল থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলের অতিরিক্ত চাপ দেখা গেছে। অন্যদিকে, লঞ্চঘাটে সকাল থেকেই ছিল যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড়। ঈদযাত্রায় ঘাট এলাকায় কোনও স্বাস্থ্যবিধি মানার বালাই দেখা যায়নি। অর্ধেক যাত্রী ধারণের কথা থাকলেও অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে লঞ্চগুলো চলাচল করছে। লঞ্চে বাড়িতি যাত্রীর চাপে যাত্রীরা ফেরিতে নদী পাড়ি দিচ্ছে। এদিকে পদ্মার তীব্র স্রোত, গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ বাড়ায় ফেরিতে যানবাহন পারাপারে বেগ পেতে হচ্ছে। ঘাটে পারাপারের অপেক্ষায় অবস্থান করছে শতশত ব্যক্তিগত গাড়ি ও পণ্যবাহী ট্রাক।

এছাড়া ঘাটের অভিমুখ ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে শতশত পণ্যবাহী ট্রাক। ট্রাক চালকরা জানান, ২/৩ দিন ধরে ফেরি পারাপারে অপেক্ষায় সড়কে আটকে আছে, দুই দিন যাবত ঢাকা-মাওয়া আটকে থাকায় খাবারের কষ্ট হচ্ছে ওই এলাকায় খাবারের হোটেল নেই, খাওয়ার কষ্ট ও গোছল এবং

পায়খানা প্রসাবে সমস্যা হচ্ছে রাতে-দিনে ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। ট্রাক ড্রাইভার রমজান আলী জানান, ঢাকা আসছি মাদারীপুর যাবো আজ ২দিন হয় সড়কে বসে আছি পুলিশ আমাদের যেতে দিচ্ছে না। এখানে খাওয়ার হোটেল নেই পায়খানা প্রসাবের জায়গা নেই, গোছল নেই ২দিন হয় ঘুমাতে পারছি না। ঘাট কর্তৃপক্ষ জানান, যানবাহন ও যাত্রী পারাপারে নৌরুটে বর্তমানে ১৫টি ফেরি ও ৮৩টি লঞ্চ সচল রয়েছে। মাওয়া ট্রাফিক পুলিশ ইন্সপেক্টর মো. হাফিজুল ইসলাম জানান, সড়কে ও ঘাটে চার শতাধিক ছোট বড় ও পন্যবাহী যানবাহন পারাপারে অপেক্ষায় আছে।

পরিবারের সঙ্গে ঈদ কাটাতে রাজধানী ছাড়ছেন কর্মজীবী মানুষ। নগরবাসীর স্রোত গিয়ে মিলেছে টার্মিনালগুলোতে। এর মধ্যে ট্রেনে স্বাস্থ্যবিধি মোটামুটি মানা হলেও বাসে তার অর্ধেক দেখা গেছে। আর লঞ্চগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নেই বললেই চলে। ফলে লঞ্চ ও বাসের যাত্রীরা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে ঘরমুখো হচ্ছেন। নগরীর টার্মিনালগুলো ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। ট্রেনগুলোতে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি আসনেরও টিকিটি বিক্রি করা হচ্ছে। এই ট্রেনগুলো সব স্টেশনে থামার কারণে অতিরিক্ত যাত্রী জোর করে ট্রেনগুলোতে উঠে যান বলে জানিয়েছে রেলওয়ে।

অন্যদিকে, সায়েদাবাদ, গাবতলী ও মহাখালী টার্মিনালে গিয়ে দেখা গেছে, বড় বড় কোম্পানিগুলোর এসি বাসগুলোতে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহন করা হলেও অধিকাংশ বাসই তা মানছে না। সব আসনে যাত্রী নিয়ে তিনগুণ বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গাবতলী টার্মিনালে দেখা গেছে, সেলফি পরিবহনের একটি বাসে পাশাপাশি যাত্রী তোলা হচ্ছে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি পরিবহন অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা দিতে দেখা গেছে।

সূত্র: ইনকিলাব

দীর্ঘদিন ভুগে মহানবী (সা.) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা ডেনিশ অভিশপ্ত কার্টুনিস্টের মৃত্যু

মুসিলমানদের প্রাণপ্রিয় রাসুল মুহাম্মদ (স.) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করা ডেনিশ কার্টুনিস্ট কুর্ট ওয়েস্টারগার্ড মারা গেছে। গত রোববার এমন তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। তার পরিবার জানায়, ১৪ জুলাই কোপেনহেগেনে তার মৃত্যু হয়। ৮৬ বছর বয়সী ওয়েস্টারগার্ড দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। ডেনমার্কের এ কার্টুনিস্ট জাইল্যান্ডস-পোস্টেন পত্রিকায় ১৯৮০ সালের আগে থেকে কাজ করত।

তার আঁকা কার্টুন ফ্রান্সের রম্য ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো-তে প্রকাশিত হলে তা বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। ২০১৫ সালে ওই ম্যাগাজিনটির কার্যালয়ে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ম্যাগাজিনটির সম্পাদক ও নামকরা তিনজন কার্টুনিস্টসহ ১২ জন নিহত হয়। আর দুই হামলাকারী শহিদ হন। এর কয়েকদিন পর প্যারিসে আরেকটি হামলায় ৫ জন নিহত হয়। সেই হামলার সঙ্গে আগের হামলার যোগসূত্র রয়েছে বলেও দাবি করা হয়।

ডেনমার্কের নাগরিক কার্ট ১৯৮০'র দশক থেকেই জিল্যান্ড-পোস্টেন এ কার্টুনিস্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করে। এই পত্রিকায় ২০০৬ সালের শুরুর দিকে 'দ্য ফেস অফ মুহাম্মদ' শিরোনামে ১২টি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। তবে তা প্রকাশের পর অনেকটাই আড়ালে চলে গেলেও একটি নির্দিষ্ট ব্যঙ্গচিত্রের জন্য দুই সপ্তাহ পর

এগুলো প্রকাশ্যে আসে। পরবর্তীতে কোপেনহেগেনে এর তীব্র বিরোধীতা করা হয়। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে মুসলিম বিশ্বে এন্টি-ডেনিশ মুভমেন্টের মূল কারণও ছিলো এই ব্যঙ্গচিত্র। সূত্র : ডেইলি মেইল, বিবিসি

অর্ধশতের বেশী শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় দুই ছেলেসহ হাশেম ফুডের চেয়ারম্যানের জামিন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাসেম ফুডস লিমিটেডের সেজান জুস কারখানায় আগুনে অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিহতহওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার প্রতিষ্ঠানের মালিক এম এ হাসেম ও তার দুই ছেলেকে জামিন দিয়েছে দিয়েছে কুফরী আদালত।

সোমবার দুপুরে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আনিসুর রহমানের আদালত জামিন মঞ্জুর করেছে। জামিন প্রাপ্তরা হল, আবুল হাশেম ও তার দুই পুত্র হাসীব বিন হাসেম ওরফে সজীব (৩৯) তারেক ইব্রাহীম (৩৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাড. মনিরুজ্জামান বুলবুল।

গত ৮ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কর্ণগোপ এলাকায় অবস্থিত সেজান জুস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ডেমরা, কাঞ্চনসহ ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৯ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ভয়াবহ এই অগ্নিকান্ডে প্রাণ হারায় অর্ধশতের বেশী শ্রমিক।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জেলা প্রশাসন,ফায়ার সার্ভিস,কলকারখানা অধিদফতর ৩টা পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের আগেই হত্যা মামলায় জামিন হয়ে গেছে হাসেম গ্রুপের কর্ণধারদের।

উল্লেখ্য, এটাই হল কুফরী বিচার ব্যবস্থার পাতানো ফাঁদ। যাতে দূর্বলরা পড়লে আটকে যায়। আর শত অপরাধের পরও রাঘব বোয়ালরা ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৯শে জুলাই, ২০২১

সিরিয়া | নুসাইরী ও রুশ সেনাদের উপর মুজাহিদদের একাধিক হামলা, হতাহত বেশ কিছু সেনা

সিরিয়ার হামা এবং সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে শিয়া নুসাইরি ও ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থক ২টি জিহাদী গ্রুপ।

এরমধ্যে আনসার আত তাওহীদের অফিসিয়াল সূত্র জানিয়েছে, সিরিয়ার হামা প্রদেশের "শাতহা" অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরি "শাবিহা" সন্ত্রাসীদের উপর "GRAD” মিসাইল দিয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন আনসার আত তাওহীদের মুজাহিদীনরা।

উল্লেখ্য, শাবিহা বাহিনী হলো বাশার আল আসাদের মদদপুষ্ট মাদক চোরাচালানকারী ও সন্ত্রাসী বাহিনী, যারা নিয়মিতভাবে সাধারণ মানুষের উপর চড়াও হয়। আনসার আত তাওহীদের মিডিয়া উইং জানিয়েছে, বিগত দুদিন যাবত ইদলিব ও আশেপাশের এলাকায় রাশিয়ান ও নুসাইরি বাহিনীর গোলাবর্ষণ ও মিসাইল হামলায় অনেক সাধারণ মানুষের শাহাদাতের বদলাস্বরূপ এই হামলা চালানো হয়েছে।

অপরদিকে, আনসার আল ইসলামের মিডিয়া বিভাগ "আল-আনসার মিডিয়া" রিপোর্ট করেছে যে, সিরিয়ার সাহলুল-গাব প্রদেশে মুজাহিদিনরা দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে মুজাহিদগণ প্রথম হামলাটি চালান "জুরাইন" অঞ্চলে। যেখানে মুসলিমদের লক্ষ্য করে রাশিয়ান ক্রুসেডারদদের নিক্ষিপ্ত আর্টিলারিগুলো মুজাহিদগণ তাদের নির্মিত আরপিজি রকেট দিয়ে অকেজো করে দেন।

অপরদিকে আল-বারাকা অঞ্চলে নুসাইরি আসাদ বাহিনীর ক্যাম্পে রকেট শেল দিয়ে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে নুসাইরীদের রসদপত্র ও তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের সফল হামলায় ১৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের উপর একাধিক হামলার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব।

দলটির অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ' এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ১৯ জুলাই সকালে, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের হানলাবী শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর ইয়াকশাদ শহরের অন্যতম কর্মকর্তা 'নুর আহমেদ গৌরী' কে টার্গেট করেও এদিন সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে নুর আহমেদ গৌরী এবং অপর ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের ক্বাইয়াদ এলাকায় সোমালি বিশেষ বাহিনী এবং সরকারী মিলিশিয়াদের দুটি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুরতাদ সৈন্যরা তাদের ৫ সেনা সদস্যের মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান | পুলিশ ভ্যানে পাক-তালিবানের হামলা, নিহত ২ পুলিশ

পাকিস্তানের খাইবার অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের একটি ভ্যানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, গত ১৮ জুলাই খাইবার অঞ্চলের মর্দান সোবি রোডের দাগাই স্টপের কাছে পুলিশ ভ্যানে একটি গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই এক পুলিশ সদস্য নিহত এবং ভ্যান চালক মুরতাদ পুলিশ আবরার গুরুতর আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

খোরাসান | তীব্র লড়াইয়ের পর নাজরাব জেলা দখলে নিল তালিবান

কাপিসা প্রদেশে তীব্র সংঘর্ষের পরে গতকাল গভীর রাতে প্রদেশটির নাজরাব জেলা কেন্দ্র বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় একজন মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, তালিবান মুজাহিদিনরা নাজরাব জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দফতর এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছেন।

কাবুল প্রশাসনের নিযুক্ত কাপিসার একটি সুরক্ষা সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছে যে, তালিবানরা গত রাত ২ টার দিকে নাজরাব জেলা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এসময় কাবুল সরকারী সেনারা নাজরাব পাহাড় হয়ে পালিয়ে গেছে।

সূত্রটি আরও জানায়, নাজরাব জেলা কেন্দ্র ও পুলিশ সদর দফতরে থাকা বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক, রেঞ্জার গাড়ি, সাজোঁয়া যানসহ অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ তালিবানরা গনিমত লাভ করেছেন।

তালিবানরা এর আগে কাপিসা প্রদেশের তাগাব ও আলাসাই জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল।

নতুন বরকে সংবর্ধনা জানাতে আসা অতিথিদের ওপর আসাদ বাহিনীর হামলা, নিহত ৫

সিরিয়ার ইদলিবে নববিবাহিত এক আত্মীয়কে শুভেচ্ছা জানাতে জড়ো হয়েছিলেন অতিথিরা। সেখানেই কামানের গোলা নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসী শিয়া আসাদ বাহিনী। এতে শিশুসহ পাঁচজন নিহত হন। খবর আরব নিউজের।

খবরে বলা হয়, নিহত পাঁচ জনের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে।

ইদলিব প্রদেশের ইহসিম শহরে শনিবার এ হামলা চালায় সরকারি বাহিনী।

এ প্রদেশে আসাদবিরোধীদের সর্বশেষ বৃহৎ ঘাঁটি।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্য সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সদ্য বিয়ে করা এক পুরুষ আত্মীয়কে শুভেচ্ছা জানাতে ঘরে অতিথিরা এসেছিলেন। এ সময় ঘরে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়।

একই দিনে সারজা গ্রামে রকেট হামলা চালায় আসাদ বাহিনী। এ হামলায় নিহত হয়েছে ছয়জন।

এ নিয়ে শুধু শনিবার আসাদ এবং আসাদ সমর্থিত বাহিনীর হামলায় ইদলিবে ১১ জন মাজলুম সিরিয় সুন্নি মুসলিমের প্রাণ গেল।

চরফ্যাশনে মাদক দিয়ে যুবককে 'ফাঁসাতে' গিয়ে ধরা পড়ল পুলিশ

চরফ্যাশনের মাদ্রাজ ইউনিয়নে আলামিন নামে এক যুবককে মাদক দিয়ে ফাঁসাতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছে চরফ্যাশন থানায় কর্মরত এসআই সিদ্দিকুর রহমান। সংবাদ পেয়ে চরফ্যাশন থানার ওসি মো. মনির হোসেন মিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরুদ্ধ ওই পুলিশ সদস্যসহ অপরদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

শনিবার বিকালে চরমাদ্রাজ ইউনিয়নের নতুন স্লুলিজ এলাকায় মৎস্যঘাটে এ ঘটনা ঘটে।

যুবক আলামিন জানান, নতুন স্লুলিজ মৎস্য ঘাটে শনিবার বিকালে তিনি তার বাবার মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইমা ফিসে যান। ওই সময় চরফ্যাশন থানার এসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আড়ত থেকে তাকে আটক করে হাতকড়া পরিয়ে থানায় আনার চেষ্টা করেন। তিনি তাকে আটকের কারণ জানতে চাইলে তার সঙ্গে মাদক আছে বলে জানান এসআই সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় তিনি কৌশলে তার প্যান্টের পকেটে মাদক দেয়ার চেষ্টা করেন। মাদক দেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার ব্যবহৃত ৬৪ হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যান।

আল আমিনের চাচা বাবুল মিয়া জানান, তার বাবার আড়তে হঠাৎ পুলিশ হানা দিয়ে সঙ্গে মাদক আছে বলে আলামিনকে আটক করেন। কিন্তু স্থানীয়দের সামনে তল্লাশি করে সঙ্গে কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। পরে তাকে ছেড়ে দিলেও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ওই সময় চরফ্যাশন থানার এসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

ইসরায়েল সন্ত্রাসীদের ‘পেগাসাসের’ ফাঁদে রাজনীতিক-আইনজীবী-সাংবাদিকরা

ইসরায়েলের তৈরি হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাস ব্যবহার করছে বিশ্বের কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো। যার মাধ্যমে তারা আড়িপাতে নিজ দেশের মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিকদের ফোনে। রোববার ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানসহ ১৬টি সংবাদপত্র ইসরায়েলের এই ভয়ঙ্কর হ্যাকিংয়ের ঘটনাটি ফাঁস করে। যাতে বলা হয়, কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো এই হ্যাকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ডিজিটালি হ্যাক করছে। এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো সরকারগুলো ব্যবহার করছে নিজেদের সুবিধার্থে।

হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাস ব্যবহার করা দেশগুলো হলো, আজারবাইজান, বাহরাইন, হাঙ্গেরি, ভারত, কাজাখস্তান, মেক্সিকো, মরোক্কো, রুয়ান্ডা, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

কিছুদিন পূর্বে আল জাজিরার প্রতিবেদনে উঠে আসে বাংলাদেশও ইসরাইল থেকে আড়িপাতার যন্ত্র কিনেছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব পরিচালনাকারী ক্লডিও গুয়ারনিয়েরি বরাত দিয়ে গার্ডিয়ান জানায়, যদি কোনো স্মার্টফোনে পেগাসাস সফটওয়্যারটি প্রবেশ করানো যায়, তবে এনএসওর গ্রাহক পুরো ফোনটির দখল পেয়ে যায়।

এতে ফোনের মালিকের মেসেজ, কল, ছবি, ইমেইল সবই দেখতে পাবে। পড়তে পারে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, সিগন্যালের বার্তাগুলো। এমনকি গোপনে ক্যামেরা কিংবা মাইক্রোফোন চালুও করতে পারবে এ পেগাসাস সফটওয়্যার।

গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ডেটাবেইসে ৫০ হাজারের বেশি ফোন নম্বর পাওয়া গেছে। ২০১৬ সাল থেকে ইসরায়েল কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোকে এ সুযোগদিয়ে আসছে।

এছাড়া এ হ্যাকের কবলে পড়েছে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কর্মীরা। যার মধ্যে রয়েছে এএফপি, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস, আল জাজিরা, দ্য ইকোনোমিস্ট, ভয়েজ অব আমেরিকা ও দ্য গার্ডিয়ানের সাংবাদিকরা।

অ্যামনেস্টির সিকিউরিটি ল্যাবের ফরেনসিক বিশ্লেষণ বলছে, সৌদি আরবের কলাম লেখক জামাল খাসোগির দুই নারী বন্ধুকেও প্যাগাসাস স্পাইওয়্যার দ্বারা হ্যাক করা হয়েছে। এছাড়া জামাল খাসোগি হত্যার পর তার বাগদত্তা হাতিস কেনজিজর ফোনেও প্রবেশ করানো হয় হ্যাকিং ম্যালওয়্যারটি।

এদিকে আড়িপাতার দেশগুলোর তালিকায় ভারতের নাম আসায় দেশটিতে শুরু হয়েছে বিস্তার আলোচনা। একটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বহু ভারতীয় ফোন থেকে তথ্য চুরির জন্য পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছিল। তালিকায় রয়েছে সাংবাদিক, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, সমাজকর্মীরাও। ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত এই সফ্টওয়্যার বিক্রি সীমাবদ্ধ ছিল। এনএসও গ্রুপের ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে সংস্থাটি এমন একটি সফ্টওয়্যার বানিয়েছে সেটি সরকারি সংস্থাকে সন্ত্রাসবাদ, অপরধার প্রতিহত করতে সাহায্য করবে। যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ইসরায়েলের সাইবার গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থা এনএসও গ্রুপ হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাস তৈরি করে। ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক হারে যার ব্যবহার শুরু হয়।

সূত্র: আল জাজিরা

ইজরাইলি সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় মসজিদুল আকসায় ৪০০ ইহুদির প্রবেশ

মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান মসজিদুল আকসার অবমাননা করেছে দখলদার ইহুদিবাদীরা। গত(রোববার) চারশ'র বেশি দখলদার উপশহরবাসী ইজরাইলি সেনাদের সহযোগিতায় মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেছে।

এ সময় উত্তেজনা দেখা দিলে ইজরাইলি বাহিনী এক ফিলিস্তিনিকে ব্যাপক মারধর করে এবং আটক করে।

এদিকে, ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠনগুলো মসজিদুল আকসায় হামলার পরিণতির বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। একইসঙ্গে হামলা ঠেকাতে ফিলিস্তিনিদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে।

ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এক বিবৃতিতে পশ্চিম তীর ও দখলদার ইজরাইলের ভেতরে বসবাসকারী সব ফিলিস্তিনিকে আগামীকাল সোমবার আরাফা দিবস পর্যন্ত মসজিদুল আকসার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে।

একইসঙ্গে হামাস গাজার প্রতিরোধ সংগ্রামীদেরকে তাদের আঙুল অস্ত্রের ট্রিগারে রাখতে বলেছে যাতে দখলদার ইজরাইল বুঝতে পারে মসজিদুল আকসা রক্ষায় ফিলিস্তিনিরা সদাপ্রস্তুত রয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনো ধরণের ছাড় দেওয়া হবে না।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধৈর্যের পরীক্ষা না নিতেও দখলদার ইজরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হামাস।

ইজরাইলের চরমপন্থী কয়েকটি গোষ্ঠী আজ রোববার মসজিদুল আকসায় ঢুকতে ইহুদি উপশহরবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। এছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের পুরোনো দেওয়ালের চারপাশে মিছিল করতেও ইহুদিবাদীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে একটি উগ্র দখলদার সংগঠন।

সূত্র: পার্সটুডে

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৯ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ডজনখানেক সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার কয়েকটিতেই ৯ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৪ মুরতাদ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

একই শহরের ব্রুলী এলাকায় ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালিয়ে তা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন।

এদিন হিরান রাজ্যের বাল্ডউইন শহরে শাবাব মুজাহিদিনের নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক পরিচালিক একটি হামলায় এক মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছিল এবং তার অস্ত্রটি জব্দ করেছেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের হানলাবী শহরে মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি বহরে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এত অস্ত্র বোঝাই একটি গাড়ি ধ্বংস ও ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। একই রাজ্যের বাডউইন শহরে মুজাহিদদের অপর এক হামলায় আরও ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর সিঙ্গাদির এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ সরকারের এক গোয়েন্দা সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান আল-শাবাবের নিরাপত্তা বাহিনীর মুজাহিদগণ। এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

১৮ই জুলাই, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সী এবং ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিন। এতে ১১ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ১৮ জুলাই রবিবার সকাল বেলায়, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিনরা লাধা সীমান্তের ভারমেজ এলাকায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, নাপাক সৈন্যরা যখন এলাকাটিতে একটি অনুসন্ধানী অপারেশন পরিচালনা করছিল তখন টিটিপির মুজাহিদগণ সেনাদের একটি পার্টিতে আক্রমণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত ও আরও ৪ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

এই হামলার একদিন আগে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল সীমান্তের ওয়াম এলাকায় মুরতাদ সেনা সদস্যরা মুজাহিদদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। এদিকে মুজাহিদগণ তখন বসে না থেকে কঠিন জবাবি হামলা চালান। যার ফলে ২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযানে সময় সেনাবাহিনীর হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিকারী গুপ্তচররাও এসেছিল, কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এখন থেকে সর্বদা এই গুপ্তচররা আতংকিত অবস্থায় থাকবে। কেননা মুজাহিদদের সামননে তাদের মুখোশ প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর মুজাহিদরাও এসব গুপ্তচরদেরকে ছেড়ে দেন না।

অপরদিকে আজ ১৮ জুলাই সকালে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) বীর মুজাহিদিনরা বাজুর এজেন্সির চামারকান্দ সীমান্তের মাতাক-সার এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের সামরিক চৌকির জন্য সরবরাহকারী সৈন্যদের উপর মাইন হামলা চালিয়েছেন। এতে আরও ২ সেনা নিহত হয়।আলহামদুলিল্লাহ

এক দশকে স্বেচ্ছায় অবসর ও পদত্যাগ করেছে ৯৬,৯০৪ মালাউন সৈন্য

গত এক দশকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ৮১ হাজারেরও অধিক সৈন্য সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসরে গেছে; পদত্যাগ করেছে মোট ১৫,৯০৪ এরও বেশি মালাউন সৈন্য।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গত ২০১১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৫,৯০৪ জন সৈন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ২৩৩২ ভারতীয় সৈন্য পদত্যাগ করেছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিপুল হারে ভারতীয় সামরিক বাহিনী থেকে সৈন্যদের স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়া কিংবা পদত্যাগের সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানানো না হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারানোর শঙ্কা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইস্যু, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, অধিক ভালো পেশায় যোগদানের সুযোগকে প্রধান কারণ হিসেবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীগুলো চিহ্নিত করেছে।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি সামরিক বাহিনীঃ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF), সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF), ইন্দো-তিব্বতী বর্ডার পুলিশ (ITBP), সশস্ত্র সেনাবল (SSB), সেন্ট্রাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (CISF) ও আসাম রাইফেলস থেকে নেওয়া হয়েছে।

গত এক দশকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৬,৭৬৮ মালাউন সৈন্য স্বেচ্ছায় অবসর গিয়েছে। তাছাড়াও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF) থেকে ২৬,১৬৪ সৈন্য, সেন্ট্রাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (CISF) থেকে ৬,৭০৫ সৈন্য, আসাম রাইফেলস থেকে ৪,৯৪৭ সৈন্য, সশস্ত্র সেনাবল (SSB) থেকে ৩,২৩০ সৈন্য ও ইন্দো-তিব্বতী বর্ডার পুলিশ (ITBP) থেকে ৩,১৯৩ মালাউন সৈন্য স্বেচ্ছায় অবসরে গেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ ১১ হাজারের অধিক মালাউন সৈন্য স্বেচ্ছায় অবসরে গিয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত দশ বছরে হিন্দুত্ববাদী সামরিক বাহিনী থেকে ১৫,৯০৪ টি সৈন্য পদত্যাগ করেছে। এদের মধ্যে সেন্ট্রাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (CISF) থেকে ৫,৮৪৮ সৈন্য, সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) থেকে ৩,৮৩৭ সৈন্য, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF) থেকে ৩,৩৬৬ সৈন্য, ইন্দো-তিব্বতী বর্ডার পুলিশ (ITBP) থেকে ১,৬৪৮ সৈন্য, সশস্ত্র সেনাবল (SSB) থেকে ১,০৩১ জন সৈন্য ও আসাম রাইফেলস থেকে ১৭৪ সৈন্য পদত্যাগ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে মালাউন বাহিনী থেকে মোট ১১,২৬০ সৈন্য স্বেচ্ছায় অবসরে গিয়েছিল; ২০১২ সালে তা ছিল ১০,৮৫৯ জন, ২০১৩ সালে ছিল ৯,৩৫৫, ২০১৪ সালে ছিল ৫,৯৩১ জন, ২০১৫ সালে ছিল ১,৬৮৬ জন, ২০১৬ সালে ছিল ৬,৯৮১ জন সৈন্য এবং ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ ১১,৭২৮ জন মালাউন সৈন্য স্বেচ্ছায় ভারতীয় বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে।

তাছাড়াও ২০১৮ সালে ৮,১৩২ জন মালাউন সৈন্য সামরিক বাহিনী থেকে স্বেছায় অবসরে গেছে, ২০১৯ সালে তা ছিল ৭,৬১১ জন সৈন্য ও ২০২০ সালে ৫,৯৩৫ জন ভারতীয় সৈন্য নিজ ইচ্ছায় অবসরে গেছে।

তথ্যমতে, গত দশ বছরে মোট ১৫,৯০৪ জন মালাউন সৈন্য ভারতীয় বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছে। ২০১২ সালে ছিল ১৭৬৮ জন, ২০১৩ সালে যা ছিল সর্বোচ্চ ২,৩৩২ জন। ২০১৪ সালে ছিল ১৯৩১ জন, ২০১৫ সালে ২০২৬ জন, ২০১৬ সালে ১১৪৪ জন, ২০১৭ সালে ১৫৩৫ জন, ২০১৮ সালে ১৬৭৩ জন, ২০১৯ সালে ১৩৬৪ জন এবং ২০২০ সালে ৮৭৭ মালাউন সৈন্য পদত্যাগ করেছে।

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী ভারতের ছয়টি সামরিক বাহিনীতে মোট ১০ লাখ মালাউন সৈন্য রয়েছে; যাদের মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF) মুসলিম অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মীরকে জোড়পূর্বক দখল করে রাখা ও কাশ্মীরি মুসলিমদের দমন-নির্যাতনের কাজে নিয়োজিত; ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে মুসলিম নিধনে কাজে সিদ্ধহস্ত; আর আসাম রাইফেলস আসামের দেড় কোটি মুসলিমদের জন্য এক আতঙ্কের নাম। এরা নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর বাহাদুরি করলেও আল জাজিরার প্রবিবেদনে উঠে এসেছে তারা হল কাগুজে বাঘের মত।

https://ibb.co/r29TFQp

নিকৃষ্ট রেলওয়ে তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম

কথায় আছে নয়টার ট্রেন কয়টায় যায়? বলছি, বাংলাদেশ রেলওয়ের কথা! রেলের শিডিউল বিপর্যয়, কাঙ্ক্ষিত তারিখে টিকেট না পাওয়া, কর্মীদের বাজে স্বভাব আর ঘনঘন লাইনচ্যুতি যেন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিত্যদিনের ঘটনা। রেলের সিগন্যাল ব্যবস্থা যেমন দুর্বল, তেমনি করুণদশা ব্রিটিশ আমলের স্টেশন অবকাঠামোগুলোর।

সিংহভাগ ইঞ্জিন চলাচলের অনুপযুক্ত হয়েছে সেই কবেই, তবুও মান্দাতার আমলের মৃতপ্রায় সেই ইঞ্জিনগুলো নিয়ে কোনমতে বেঁচে আছে রাষ্ট্রয়াত্ব এই সেবামূলক খাতটি।

লোক দেখানো নতুন কোচ এলেও তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো যন্ত্রপাতির ভাগাড়ে স্থান পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়না। পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাও নাজুক। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মান খুঁজতে হলে আপনাকে বৈশ্বিক সূচকের তলানিতেই আগে চোখ বুলাতে হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (WEF) ২০১৯ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়ার নিকৃষ্ট রেলওয়ের তালিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অবস্থান চতুর্থ। তাছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক অবকাঠামো, উত্তম যাত্রী সেবা আর নিত্যনতুন দ্রুতগতির ট্রেন আবিষ্কার করে বিভিন্ন দেশ যেখানে বিশ্ববাসীকে রীতিমতো চমকে দিচ্ছে, সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প আর অদক্ষ কর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্রিটিশ আমলের অবকাঠামোগুলো টিকিয়ে রাখতেই নাজেহাল!

ঝুঁকিপূর্ণ রেল লাইন থেকে বগির ঘনঘন লাইনচ্যুতির পাশাপাশি, সংস্কারের অভাবে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে কোন না কোন রেল দূর্ঘটনা।

রেলওয়ের উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে জনগণের টেক্সের টাকায় ১৫ হাজার ৫১৩ কোটি টাকার বিশাল বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হলেও খারাপ যাত্রীসেবা দিয়ে বছরের পর বছর ধরে কেবল লোকসানই গুনে যাচ্ছে রাষ্ট্রয়ত্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে।

বেতন না দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে পালিয়েছে গার্মেন্টস মালিক

গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল মেট্রোপলিটন থানার মিরের বাজারে একটি পোশাক কারখানার মালিক শ্রমিকের বেতন না দিয়ে গেটে বড় তালা লাগিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে।

রোববার সকালে ঈদ বোনাসসহ দুই মাসের বেতন দেওয়ার কথা বলে কারখানার মূল ফটকে বড় তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছে ওই কোম্পানির মালিক জয়নাল আবেদীন।

ওই সময় প্রায় শতাধিক নারী ও পুরুষ বিক্ষোভ শুরু করেন। অনেকে আসন্ন কোরবানির ঈদ কীভাবে করবেন তা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

কারখানা মালিক জয়নাল আবেদীন মোবাইলে যুগান্তরকে বলেন, আমি কিছু বেতন দিয়েছি বিভিন্ন সময়, তবে ঈদের আগে বেতন দিতে পারব না মনে হয়, আর হলে জানাব।

বিক্ষুব্ধ পোশাক শ্রমিক সাইদুল, নূরুন্নাহার, জহিরুল, শান্তামনি, পারভিন, ফজিলা, সিউলি ও নুরজাহান বলেন, মালিকের কথামতো অনেকবার এসেছি, কিন্তু বেতন তো দেয়ই না চাইলে উল্টো স্থানীয় নেতা মস্তান দিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। পুলিশকে বলেও বেতন পাইনি। এখন দেখছি ভাড়াটিয়া বাসার ভাড়া না দিয়ে আমাদেরও পালাতে হবে।

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস ছালাম জানান, কারখানা ভাড়া নাকি ৬০ লাখ টাকা বাকি। ভাবছি তালার ওপর তালা পড়ে নাকি। তবে গরিব মানুষের ঈদ মাটি করার অধিকার রাখে না গার্মেন্টস মালিক।

জম্মু-কাশ্মীরে মালাউন প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ পশু কোরবানি

আর দুদিন পরেই বিশ্বের মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পশু জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক আদেশ জারির মাধ্যমে সেখানে উট, গরু বা যেকোনো প্রাণী জবাই করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

প্রাণী কল্যাণ আইনকে উদ্ধৃত করে 'অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অব ইন্ডিয়া' পুলিশ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পশু পাখির অবৈধ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের' নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস।

এই নির্দেশনার পরপরই জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিম সংগঠন মুত্তাহিদা মজলিস-এ- উলামা (এমএমইউ) এই ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দিয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে এই নির্দেশনার মাধ্যমে বাধা দেয়া হচ্ছে।

সংগঠনটি দ্রুত এটি প্রত্যাহার করে মুসলমাদের শান্তিপূর্ণভাবে পবিত্র ঈদুল আজহার রীতি-নীতি পালন করতে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যদিও জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন পরে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আগামী সপ্তাহে মুসলিমদের কোরবানীর ঈদ উদযাপন উপলক্ষে পশু জবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। পশু সুরক্ষা আইনের আওতায় এটি প্রতিবছরই এ ধরনের চিঠি দেয়া হয়ে থাকে।

এ ঘটনার পর উত্তেজনা বিরাজ করছে কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। কারণ মুসলমাদের অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। আর এই উৎসবে পশু জবাই ও মাংস গরিব দুস্থদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া তাদের ধর্মীয় রীতির একটি অংশ।

ভারতে হিন্দুদের কাছে গরু তাদের মা। তাই এর আগে ভারতে প্রকাশ্যে গরু জবাই ও গো-মাংস বহন বা খাওয়ার ঘটনায় অনেক মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সিরিয়ায় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর হামলায় শিশুসহ নিহত ১১

সিরিয়ায় সশস্ত্র সরকারি বাহিনীর হামলায় পাঁচ শিশুসহ ১১ জন নিহত হয়েছে। শনিবার প্রথম হামলাটি হয় দেশটির ইদলিব প্রদেশের ইহসিম শহরে। যাতে দুই শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছে। ব্রিটিশ মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাত দিয়ে আরব নিউজ জানায়, নিহতরা তাদের নববিবাহিত এক আত্মীয়কে শুভেচ্ছা জানাতে ইদলিবে যাচ্ছিল। এসময় তাদের লক্ষ্য করে কামান গোলা নিক্ষেপ করে আসাদ বাহিনী। এতে হতাহতের ঘটনাটি ঘটে।

ইদলিব প্রদেশকে আসাদবিরোধীদের ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্য গণমাধ্যমকে জানান, সদ্য বিয়ে করা এক আত্মীয়কে শুভেচ্ছা জানাতে তারা দক্ষিণ ইদলিবে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই তাদের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে সরকারি বাহিনী। ঘটনাস্থলেই দুই শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

একই দিনে দক্ষিণ ইদলিবের সারজা গ্রামে সরকারি বাহিনীর অন্য একটি রকেট হামলায় তিন শিশুসহ ৬ জন নিহত হয়েছে। এ নিয়ে শুধু শনিবার সরকারি এবং সরকার সমর্থিত বাহিনীর হামলায় ইদলিবে ১১ জনের প্রাণহানি হলো।

সরকারি বাহিনীর এসব হামলার দিন টানা চতুর্থবারের মতো যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছে মুরতাদ বাশার আল-আসাদ। শনিবার দেশটির সংসদে নতুন মেয়াদে শপথ গ্রহণ করে। ফলে আগামী আরও সাত বছর সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে ৫৫ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট।

প্রায় দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধে দিশহারা সিরিয়া। ২০১১ সালে বাশার আল-আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সরকারি বাহিনীর রক্তক্ষয়ী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ গৃহযুদ্ধটি শুরু হয়েছিল।

চলমান এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় তিন লাখ ৮৮ হাজার মানুষ। বাস্তুচ্যুত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেশটির প্রায় অর্ধেক জনগণ। এর মধ্যে বিদেশে শরণার্থী শিবিরে আছে প্রায় ৬০ লাখ।

সূত্র: আরব নিউজ

ইসরায়েলি বর্বরতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন ১ কোটি ৪০ লাখ ফিলিস্তিনি

ইসরায়েলি বর্বরতা ও দখলদারিত্বের কারণে নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন এক কোটি ৩৮ লাখ ফিলিস্তিনি।

সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানিয়েছে। দখলদার ইসরায়েলের অত্যাচার আর নির্যাতনে গাজা ও পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি লোকসংখ্যা কমে এখন মাত্র ৫২ লাখ ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। খবর আরব নিউজের।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইউএনএফপিএ (ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড) যৌথভাবে ওই পরিসংখ্যানের রিপোর্ট প্রকাশ করে। অবরুদ্ধ গাজা ও পশ্চিমতীরের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশই শিশু। এদের মধ্যে গাজায় ৪১ শতাংশ বাসিন্দার বয়স ১৫ বছরের নিচে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গাজায় ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারে ২১ লাখ ১০ হাজার ফিলিস্তিনির বসবাস, যা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে অন্যতম।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইসরাইলের অব্যাহত এ দখলদারিত্বের কঠোর সমালোচনা করলেও এতে কর্ণপাত করছে না তেলআবিব।

জর্ডান, সিরিয়া ও লেবানন ছাড়াও বহু ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন লাতিন আমেরিকার দেশ চিলিতে। সেখানে এ বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছেন এক ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত নাগরিক। সূত্র: ইকনা

ফিলিস্তিনি নারীকে ৬০ বারেরও বেশি গ্রেফতার করে দমাতে পারেনি ইসরাইলি বাহিনী

ইসরাইলি বাহিনী ৬০ বারের বেশি বার গ্রেফতার করেও যাকে দমাতে পারেনি, তিনি হলেন জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় ইহুদিবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের রোল মডেল হানাদি হালাওয়ানি। কয়েক সপ্তাহ আগেও ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এই অসমসাহসী ফিলিস্তিনি নারী। -আল আরাবি

ইহুদিদের হাত থেকে পবিত্র আল-আকসাকে রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনি নারীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন 'মুরাবিতাত' এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। ইসরাইলি পুলিশের তালিকায় সবচেয়ে ভয়ংকর ফিলিস্তিনি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে হানাদি হালাওয়ানিকে।

বারবার গ্রেফতার ও নির্যাতন করেও ইসরাইল তাকে দমাতে পারেনি। প্রতিবারই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আল-আকসার জন্য আবারও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি।

তাকে জেরুজালেমের আল-আকসায় নিষিদ্ধ করেছে ইসরাইল সরকার। আটকের পর মুরাবিতাতের সদস্যদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় ইসরাইলি বাহিনী। হানাদি হালাওয়ানি ইহুদিবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সবার নৈতিক ও আইনি সমর্থন চান।

১৭ই জুলাই, ২০২১

মালিতে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সেনা পাঠাবে নরওয়ে

ইউরোপীয় ক্রুসেডার 'টাস্কফোর্স তাকুবার' অংশ হিসাবে মালিতে আল-কায়েদার বিজয় অভিযান রুখতে দেশটিতে প্রথমবারের মত সেনা পাঠাবে নরওয়ে।

গত শুক্রবার ১৬ জুলাই, নরওয়েজিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে, নরওয়ের সেনারা মালিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডার ফ্রান্সের 'বারখন' ফোর্সকে সমর্থন করার জন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এসময় তারা মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সকে সহায়তার জন্য তৈরি ইউরোপীয় ক্রুসেডার 'টাস্কফোর্স তকুবাতে' যোগ দেবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, নরওয়ে প্রথমবারের মতো মালিতে সৈন্য প্রেরণ করবে। কয়েক মাসের মধ্যে যেসব সৈন্যদেরকে এই অঞ্চলে পাঠানো হবে তারা তকুবার সুইডিশ ইউনিটে দায়িত্ব পালন করবে।

মালিতে প্রেরণযোগ্য নরওয়েজিয়ান ক্রুসেডার সেনা সংখ্যার বিষয়ে পরিষ্কার কোন তথ্য এখনো জানানো হয় নি।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স, সুইডেন, এস্তোনিয়া, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল এবং চেকিয়ার ৫০০ এরও বেশি সৈন্য পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'তাকুবা' বাহিনীতে কাজ করছে। তাকুবা হচ্ছে, পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইউরোপীয় ক্রুসেডার দেশগুলোর বাচাইকৃত সবাচাইতে দক্ষ সৈন্যদের নিয়ে ঘটিত একটি স্পেশাল ফোর্স। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যুদ্ধের কঠিন মুহুর্তে পিছন থেকে বুরখান ফোর্স ও মুরতাদ সৈন্যদের সহায়তা করা।

আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা, "জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন ইদানীং তাদের কার্যকারিতা বাড়িয়ে চলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্

https://ibb.co/XXYK9pB

সিরিয়া | রাশিয়ান ও নুসাইরী সৈন্যদের উপর মুজাহিদদের একাধিক হামলা

আল-কায়েদা সমর্থক সিরিয়ান দু'টি জিহাদী গ্রুপ ক্রুসেডার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে একাধিক হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত শুক্রবার ১৬ জুলাই, সিরিয়ার হাযারাইন এলাকায় দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর উপর আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন আনসার আল তাওহীদের মুজাহিদীনগণ। এদিন সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের আল-বারাকা এলাকায়ও ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর উপর B-9 মিসাইল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আনসার আল ইসলামের মুজাহিদগণ।

এর একদিন আগে হামা সিটির জুরাইন, বারাকা ও আল-বুরকান এলাকাও ক্রুসেডার রুশ সেনা ও নুসাইরী শিয়াদের অবস্থানগুলোতে দফায় দফায় রকেট ও মিসাইল হামলা চালিয়েছিলেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের প্রতিটি হামলাতেই ক্রুসেডার ও শিয়া নুসাইরীদের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত ও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর তালিবানের মাইন হামলা, অনেক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর একটি মাইন হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ শনিবার ১৭ জুলাই, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গরিওম সীমান্তের সারাই এলাকায় পাকিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে মাইন দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যার ফলস্বরূপ গাড়িটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে থাকা সৈন্যরা নিহত ও আহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

দেশটির জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

আওয়ামীলীগের ছত্রছায়ায় বেপরোয়া কিশোর গ্যাংয়ের হাতে জিম্মি ঢাকাবাসী

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠা বেপরোয়া কিশোর গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঢাকাবাসী। তুচ্ছ ঘটনায় কিশোর গ্যাং কর্তৃক খুন, জখম, হানাহানি আজ বাংলাদেশের নিত্যদিনের ঘটনা।

স্কুলের গণ্ডি না পেরোনো কিশোর গ্যাংয়ের অনেক সদস্য দুর্ধর্ষ অপরাধী হিসাবে তালিকাভুক্ত। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তাদের কেউ কেউ আবার যুক্ত চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসায়। অভিভাবকদের শাসন বিহীন সামাজিক অবক্ষয়ে বেড়ে উঠা এসব যুবকরা ইভটিজিং আর বখাটেপনায়ও দারুণ সিদ্ধহস্ত।

জানা যায়, প্রতিটি কুখ্যাত কিশোর গ্যাংয়ের পেছনে ত্বাগুত আওয়ামিলীগের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও অপরাধ জগত নিয়ন্ত্রণে ত্বাগুত আওয়ামিলীগ নেতারা এসব কিশোর গ্যাং লালন-পালন করে থাকে।

আওয়ামিলীগ সম্পাদক মোরশেদ কামাল ঢাকার কলাবাগান এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং জসিম গ্রুপকে শেল্টার দেন। আর হাজারীবাগের সক্রিয় কিশোর গ্যাং লাভলেন ও বাংলা গ্রুপকে শেল্টার দেন ছাত্রলীগ নেতা তপু।

জানা যায়, বেইলি কিং রন বা রন গ্রুপের লিডার সামিউল হক ওরফে রন এলাকায় প্রভাবশালী হিসাবে পরিচিত। সে মহল্লায় ১০/২০ জন সঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন অলিগলিতে মহড়া দেয়। এ সময় তারা পথচারীদের উত্ত্যক্ত করে, নারীদের অশালীন মন্তব্য করে।

রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী, মগবাজার এবং শান্তিনগর এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং বেইলি কিং রন বা রন গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে ১৯নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ। উল্লেখ্য, যুবলীগ নেতা মাসুদের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা পরিচালনায় স্থানীয় থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।

আর টিএসসি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাদকসেবন, বখাটেপনা ও ছিনতাইয়ে জড়িত অলি গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অলি গাজী হচ্ছে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের টিএসসি ইউনিটের নেতা।

তাছাড়াও কিশোর গ্যাংয়ের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জড়িত আছে কলাবাগান থানা যুবলীগের যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া ও হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রবিন।

রাজধানীর মুগদা এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং চাঁন যাদু গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আছেন ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া রাজা।

তাছাড়াও সিটি করপোরেশনের ৭২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি হাজী বিপ্লবও নিজ স্বার্থে কিশোর গ্যাং লালনপালন করেন।

আর রাজধানীর কলাবাগান থানার আশপাশ, বারেক হোটেল এবং ভূতের গলি এলাকায় সক্রিয় হচ্ছে জসিমের জসিম গ্রুপ। এদের বিরুদ্ধে ইভটিজিং, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ আছে।

কুখ্যাত জসিম গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোরশেদ কামাল এবং কলাবাগান থানা যুবলীগের যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই গ্রুপের বেশির ভাগ সদস্য অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এলাকায় মারামারি থেকে শুরু করে ছিনতাই-চাঁদাবাজিও করে তারা।

হাজারীবাগ এলাকায় ৫টি কিশোর গ্যাং তালিকাভুক্ত। এর মধ্যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির একটি হচ্ছে ফরিদের লাভলেন গ্রুপ এবং অপরটি বাংলা গ্রুপ। এর সদস্যদের অনেকেই ছিনতাই, চাঁদাবাজি এবং মারামারিতে সিদ্ধহস্ত। এদের বেশির ভাগই বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী।

সাখাওয়াত হোসেন ওরফে বাংলা সৈকতের বাংলা গ্রুপের সদস্যদের দেখা যায় জরিনা সিকদার বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং বাংলা সড়ক এলাকায়। উল্লেখ্য, লাভলেন এবং বাংলা গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বে ইয়াছিন আরাফাত নামের কিশোর নিহত হয়। ২০১৯ সালের ২৯ জুন তার লাশ পাওয়া যায়।

হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রবিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আজিমের পারফেক্ স্ক্র্যা গ্যাং স্টার নামের একটি গ্রুপ। এছাড়া কোম্পানিঘাট এলাকায় সক্রিয় রয়েছে শেখর সুমনের সুমন গ্রুপ। সুমন ২২ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য।

হাজারীবাগ পার্ক, চৌধুরীবাড়ি মোড়, ষড়কুঞ্জ, বাড্ডা নগর পানির ট্যাং এলাকার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে জনির লাড়া দে গ্রুপের হাতে।

রাজধানীর ফকিরাপুল, আরামবাগ ও আশপাশের এলাকায় শেখ সাদ আহম্মেদের মিম গ্রুপ সক্রিয়।

মুগদা এলাকায় সক্রিয় ৬টি কিশোর গ্যাংয়ের মধ্যে ১ নম্বরে আছে লিমন ওরফে চাঁনের চান-যাদু গ্রুপ। তাছাড়াও মুগদায় সক্রিয় আছে অপুর ডেভিল কিং ফুল পার্টি। এছাড়া উত্তর মুগদা, ঝিলপাড় ও আশপাশ এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং শাহনেওয়াজ ওরফে জিসানের জিসান গ্রুপ। গ্রুপের বেশির ভাগ সদস্যরা ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে জড়িত। এছাড়া এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে রেসিং, ইভটিজিং ও অহেতুক মারামারিতে জড়িত অনেকে।

উত্তর ও দক্ষিণ মান্ডা এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং মশিউর রহমান ওরফে প্লাবনের বিচ্ছু বাহিনী। ৭২ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি হাজী বিপ্লব জিসান গ্রুপটির পৃষ্ঠপোষক।

রামপুরা এলাকার হাজীপাড়া, বালুর মাঠ ও আশপাশের এলাকায় সক্রিয় আকিল হোসেনের আকিল ও অন্নয় গ্রুপ।

শাহজাহানপুর আবুজর গিফারী কলেজ এলাকায় সক্রিয় কিশোর গ্যাং শরিফ উদ্দিন ওরফে নিবিড়ের নিবিড় গ্রুপ।

সবুজবাগ ২ নম্বর রোড ও তাজ স্কুলের আশপাশে সক্রিয় মাসুদ গ্রুপ।

উল্লেখ্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে পেছনে ফেলে অপরাধ জগতে পা বাঁড়ানো এসব কিশোর গ্যাংরা ত্বাগুত আওয়ামিলীগ ক্যাডারদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লালিত পালিত হয়।

ফিলিস্তিনিদের ১১টি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা

দখলদার ও অভিশপ্ত ইসরাইলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ১১ টি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি মুসলিমদের মূল্যবান ব্যবহৃত সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়েছে।

ইহুদিবাদী দখলদার ইসরাইলী সৈন্যরা গত ১৪ জুলাই বুধবার ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের উত্তরপূর্ব রামাল্লায় "আল কাব্বুন" বেদুঈন সম্প্রদায়ের ১১ টি মুসলিম বসতি গুড়িয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি ধ্বংসের পাশাপাশি মুসলিমদের ট্রাক, ট্রাক্টর, পানির ট্যাংক, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, অনেক ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রিত "ফায়ারিং জোন" বা ইহুদি সৈন্য কর্তৃক সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে অবৈধ ইসরাইলি প্রশাসন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সচরাচর বসবাসের অনুমতি দেয় না।

ইসরাইলি সৈন্যদের প্রাত্যহিক সামরিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত অত্র অঞ্চলে কেউ বসবাস করলে শাস্তিস্বরূপ দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়, অতি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাজেয়াপ্ত করে প্রাকৃতিক গুহায় থাকতে বাধ্য করে।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম সহ অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের ২৫৬টি অবৈধ কলনী ও বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রায় ৭ লক্ষ ইহুদি জোড়পূর্বক বসবাস করছে। আন্তর্জাতিক আইন মতে, মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিনে এসব ইহুদি বসতি সম্পূর্ণ অবৈধ।

নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করল জার্মানির আদালত

ইউরোপের একটি শীর্ষ আদালত কর্মস্থলে মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধের আদেশ দিয়েছে। খবর আরব নিউজের।

জার্মানির একটি আদালত বৃহস্পতিবার ওই আদেশ দেন।দেশটির দুই মুসলিম নারীর দায়ের করা মামলায় ওই রায় প্রদান করে আদালত।

আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ওই দুই মুসলিম নারীকে হিজাব পড়ায় চাকরিচ্যুৎ করা হয়। এর প্রতিকার পেতে তারা আদালতে গেলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই রায় দেয় জার্মানির ওই আদালত।

রায়ে আদালত আরও বলে, কর্মস্থলে নিজের অবয়ব ঢেকে রাখা আইনবিরোধী কাজ। সেবাদানকারীকে অবশ্যই মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হবে।

রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে কোনোভাবেই কর্মক্ষেত্রে নিজের মুখ ঢেকে রাখা যাবে না। এ ক্ষেত্রে নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান চাইলে ওই কর্মীকে ছাটাই করতে পাড়বে বলে আদেশে বলা হয়।

ওই দুই মুসলিম নারী জার্মানির হ্যামবার্গে একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে কাজ করতেন। হিজাব পড়ার কারণে সম্প্রতি তাদের চাকরিচ্যুৎ করা হয়।

এর আগে ২০১৭ সালে লুক্সেমবার্গে অবস্থিত ইউরোপীয় আদালত এক আদেশে বলেন, কর্মক্ষেত্রে মাথায় স্কার্ফসহ ধর্মীয় পরিচয় বহন করে এমন কিছু পড়া যাবে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওই রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম সংগঠনগুলো বিক্ষোভ মিছিল করেছিলো।

করোনাকালে সংসার চালাতে তিন মাসের শিশুকে ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি

৪৫ হাজার টাকায় নিজের সন্তান বিক্রি করার অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার নগদাশিমলা ইউনিয়নের সৈয়দপুর পূর্বপাড়া গ্রামের দিন মজুর শাহআলম ও রাবেয়া দম্পতির তিন পুত্র সন্তান। রাবেয়া বলেন, দিন মজুর স্বামী শাহআলমের কামাইরোজগারে পাঁচজনের সংসার চলেনা। করোনায় কয়েকমাস ধরে শাহআলম বেকার।

সংসারে বেশ কিছু ঋণ রয়েছে। পাওনাদারেরা প্রতিদিনই সেজন্য তাগাদা দিচ্ছিলো। এরই মধ্যে স্বামী শাহআলম গাজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পাওনা টাকা পরিশোধ এবং সংসারের অনটনের দরুন তিন মাস বয়সী আলহাজকে বাইশকাইল গৈজারপাড়া গ্রামের সবুজ মিয়া ও স্বপ্না দম্পতির নিকট গত ১৬ দিন আগে ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন।

গোপালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, সবুজ ও স্বপ্না দম্পতিও নিঃসন্তান। তারা শাহআলম-রাবেয়া দম্পতির অনটনের সুযোগ নিয়ে টাকার বিনিময়ে শিশুটি কিনে নেয়।

শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ অনুষ্ঠানে বৃদ্ধকে ঘুষি মারলো আওয়ামী সন্ত্রাসী কাদের মির্জা

নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার আলোচিত মেয়র আবদুল কাদের মির্জার এক অসহায় বৃদ্ধকে ঘুষি মারার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে কাদের মির্জা।

শুক্রবার (১৬ জুলাই) সকালে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে অসহায় ও হতদরিদ্রদের মাঝে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণের সময় ওই বৃদ্ধকে ঘুষি মারে কাদের মির্জা।

কাদের মির্জার ২০ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের ফেসবুক লাইভের মধ্যে ১৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের সময় দেখা যায়, মেয়র আবদুল কাদের মির্জা এক বৃদ্ধকে শাড়ি দিয়েছেন। বৃদ্ধ শাড়িটি পরিবর্তন করতে চাইলে কাদের মির্জা তার বুকে ঘুষি মেরে সরিয়ে দেয়।

এদিকে বৃদ্ধকে ঘুষি মারার ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে।

আসিবুল হোসেন নামে আরেক ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, উপহার দেওয়ার নাম করে এ কেমন বর্বরতা? বৃদ্ধ মানুষদের ওপর এ কেমন অত্যাচার? তার একের পর এক অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার কি কেউ নেই?

blob:https://web.facebook.com/70ee77d3-d5c6-4008-8789-16ac1329be4d

১৬ই জুলাই, ২০২১

আফগান পুনর্ঘটনে চলছে তালিবানদের জোরদার কার্যক্রম

আফগান পুনর্ঘটনে দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে সড়ক, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা, হাসপাতাল নির্মাণসহ জনকল্যাণকর বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

এরই ধারাবাহিতায় দেশটির জাবুল প্রদেশের রাজধানী কালাত থেকে আরঘান্দাব জেলার বাঘ অঞ্চল পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য একটি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালিবান। তিনটি ছোট সেতু এবং দুটি রক্ষণাবেক্ষণ প্রাচীর নিয়ে গঠিত এই সড়কটি তালিবানদের গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ করা হচ্ছে। যা শীঘ্রই ব্যবহারের জন্য খোলে দেওয়া হবে।

তালিবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী আরও বলেছিলেন যে, জাবুল প্রদেশের কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিও পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন তাঁরা।

তালিবান সম্প্রতি অনেক জেলা এবং সামরিক ঘাঁটি বিজয় করেছেন। পাশাপাশি জন কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বেসামরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি গণপূর্ত বিভাগও গঠন করেছে তালিবান।

নবগঠিত এই বিভাগটি এখন অবধি কুন্দুজ, বাগলান, হেলমান্দ, কান্দাহার, জাবুল, ময়দান ওয়ার্দাক, পাকতিয়া সহ বেশ কয়েকটি প্রদেশে কয়েক ডজন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, মসজিদ, কালভার্ট এবং অন্যান্য সরকারি ভবন নির্মাণ করছে।

সামরিক অগ্রগতির পাশাপাশি, তালিবানদের উন্নয়ন খাতে এসব কার্যক্রম দেখে সাধারণ মানুষ তালিবানদের নতুন রাষ্ট্র (ইসলামিক ইমারত) গঠনে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে, যারা তালিবানদের এসব কার্যক্রমকে সুশাসনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন।

https://alfirdaws.org/2021/07/16/50776/

সোমালিয়া | মুরতাদ সেনাদের সদর দফতরে আল-কায়েদার শহিদী হামলা, হতাহত ১৮

সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যে দেশটির মুরতাদ মিলিশিয়া সদস্যদের সদর দফতরে বড়ধরণের একটি শহিদী হামলা চালিয়েছে আল কায়েদা। যার ফলে অনেক সৈন্য হতাহত ও বেশ কিছু যান ধ্বংস হয়ে গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ১৬ জুলাই শুক্রবার, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের বাদউইন শহরে মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের সদর দফতরে গাড়ি বোমার মাধ্যমে একটি সফল ও বীরত্বপূর্ণ ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ।

প্রাথমিক তথ্যমতে, উক্ত ইস্তেশহাদী (ফিদায়ী) হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরণে মুরতাদ মিলিশিয়াদের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্টযুক্ত একটি সামরিক গাড়ি, একটি ট্যাঙ্ক এবং অন্য একটি গাড়ি ছাড়াও সরঞ্জামবাহী একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়।

শহরটির উপকণ্ঠে মুরতাদ মিলিশিয়ারা হামলা চালায়, যা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় এবং মুরতাদ সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দিনালী শহরেও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন শাবাব মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়, এবং মুজাহিদগণ সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

চাঁদা না পেয়ে গরু ব্যবসায়ীকে আ.লীগ নেতার গুলি করে হত্যা

চাঁদা না পেয়ে ফেনীর সুলতানপুরে শাহজালাল (২৭) নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম ও তার ক্যাডার বাহিনী।

বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে সুলতানপুর এলাকার ক্যাডেট কলেজসংলগ্ন আহসান মিয়ার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহজালাল কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার সাগুলি গ্রামের আবদুল জব্বারের ছেলে। অভিযুক্ত আবুল কালাম ফেনী পৌরসভার কাউন্সিলর ও ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

জানা গেছে, খুনের ঘটনার পর ব্যবসায়ীর লাশ স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। পুলিশ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে সাগর নামে একজনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতি বছরের মত গরু ব্যবসায়ী শাহজালাল ১৫টি গরু কিশোরগঞ্জ থেকে গাড়ি বোঝাই করে এনে বিক্রির জন্য বাড়ির সামনে রাখে। এক পর্যায়ে তার কাছে চাঁদা দাবি করেন কাউন্সিলর আবুল কালামসহ তার তিন সহযোগী। টাকা না পেয়ে কালামের নেতৃত্বে গরুগুলো ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন।

এ সময় শাহজালালের চিৎকারে তার চাচাতো ভাই আল আমিন ঘর থেকে বের হয়। শাহজালালকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে আল আমিনকেও মারধর করেন তারা। পরে আল আমিনের স্ত্রী সুমি কালামের হাতে পায়ে ধরে আল আমিনকে ছাড়িয়ে নেয়।

এরপর কাউন্সিলর ও তার সহযোগীরা শাহজালালকে মোটরসাইকেলযোগে তুলে নিয়ে যায়। তাকে গুলি করে হত্যার পর পাশ্ববর্তী একটি পুকুরে লাশ ফেলে পালিয়ে যায় তারা।

উত্তর প্রদেশ সরকারের নয়া জনসংখ্যা নীতি মানবাধিকার পরিপন্থী: দেওবন্দ

ভারতের বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশ সরকারের নয়া জনসংখ্যা নীতিকে মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসিম নোমানী। গত বুধবার তিনি এসব কথা বলেছেন। খবর মিল্লাত টাইমস উর্দূর।

তিনি বলেন, যাদের দুইয়ের বেশি সন্তান হবে তাদেরকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা সেই শিশুদের প্রতি অন্যায়। যদি দু'য়ের অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় এতে বাচ্চাদের অপরাধ কি? এই আইন কোনো ন্যায় সঙ্গত আইন নয় বরং এটা একটা ভুল পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গত, ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের খসড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি নিয়ে চলছে বিতর্ক। এ বিতর্কের পালে আবারও হাওয়া দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

উত্তর প্রদেশের নতুন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী, দুইয়ের বেশি সন্তান নিলে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবে না, সরকারি চাকরিতে আবেদন বা পদোন্নতি পাওয়া যাবে না। এমনকি পাওয়া যাবে না সরকারি কোনো ভর্তুকি।

১৫ই জুলাই, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | মুরতাদ হুথিদের উপর AQAP পরিচালিত বিভিন্ন আক্রমণের ফুটেজ

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র (AQAP) কর্তৃক সম্প্রতি ২৩:৫৫ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। নতুন এই ভিডিওটি 'যুদ্ধের ভূমি থেকে' শিরোনামে সম্প্রচার করেছে দলটির অফিসিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া।

ভিডিওটির শুরুতে মুসলিমদের উপর হুথিদের বিভিন্ন নির্যাতন দৃশ্য, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআন-সুন্নাহ্'র বিরুদ্ধে হুথিদের উদ্ধতপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরা হয়।

এরপর ভিডিওটিতে ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে ইরান সমর্থিত এসব মুরতাদ শিয়া হুথিদের উপর আল-কায়েদার (AQAP) জানবায মুজাহিদদের বিভিন্ন আক্রমণের ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছে।

অভিযানের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/07/15/50762/

সিরিয়া | নুসাইরীদের অবস্থানে মুজাহিদদের 'যিলযাল' ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী ও রাফেজী শিয়াদের অবস্থানে 'যিলযাল' ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদা সমর্থক সিরিয় জিহাদী গ্রুপ 'আনসারুত তাওহীদ' তাদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ আজ ১৫ জুলাই দক্ষিণ ইদলিব সিটির হাজরিন এলাকায় আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর একাধিন অবস্থান লক্ষ্য করে 'যিলযাল' নামক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি দ্বারা সফলভাবে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে নুসাইরীদের বেশ কিছু সামরিক স্থাপনা ধ্বংস ও কতক নুসাইরী হতাহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্

https://ibb.co/2ntcdzn
https://ibb.co/GcHSd34

সিরিয়া | নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের উপর আনসার আল ইসলামের হামলা

সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে বাশার আল-আসাদের কুখ্যাত নুসাইরি সেনা ও রাশিয়ান ক্রুসেডারদের ক্যাম্পে মর্টার শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আনসার আল ইসলামের জানবায মুজাহিদিন।

আল-আনসার মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ১৪ জুলাই রাতে সিরিয়ার আল-গাব অঞ্চলের আল-বাহসাহ এলাকায় নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে ১২০ মিলিমিটার মর্টার শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন

আল-কায়েদার সমর্থক জিহাদী গ্রুপ আনসার আল ইসলামের মুজাহিদগণ। হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিত জানা যায়নি।

ইরাক ও সিরিয়ায় তৎপর আনসার আল ইসলাম বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা কয়েকদিন পরপরই অভিযান পরিচালনা করছেন।

কাশ্মীর | মালাউন বাহিনীর ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল নিরপরাধ নারীর

উত্তর কাশ্মীরের নাদিহাল এলাকায় ভারতীয় মালাউন সেনার ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন এক নিরপরাধ নারী।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, ১৪ জুলাই বুধবার নাদিহাল এলাকার বানদিপোরা-শ্রীনগর রোডে মালাউন সেনারা একটি ট্রাক বিপদজনকভাবে চালাচ্ছিল। উক্ত নারী রাস্তা পার হবার সময় মালাউনরা তাকে চাপা দেয়। সোশাল মিডিয়ায় আসা ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, ট্রাকটি তাকে চাপা দিয়ে প্রায় ৮-১০ ফিট দূরত্বে হেঁচড়িয়ে নিয়ে গেছে। অসহায় নারীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে ট্রাকের চাকা ও পিচঢালা রাস্তা।

আজ মুসলিম বলে এই নারী উপযুক্ত বিচার পাবেন না। এইতো ৪-৫ দিন আগেও একইভাবে আরেকজন নারীকে একই কায়দায় হত্যা করা হয়েছিল। মালাউন পুলিশ লোক দেখানোর জন্য আপাতত একটি কেস রেজিস্টার করে ট্রাকটি সিজ করেছে।

লালমনিরহাটে সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার লোহাকুচির সীমান্ত এলাকায় ভারতের সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে একজন বাংলাদেশী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-বিজিবি'র মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়জুর রহমান জানান, বুধবার সকালে ভারতের সীমান্তের ভেতরে এক জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে বলে শুনেছেন তারা।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কে বাহ্যিক উন্নতি ঘটলেও তার প্রতিফলন দেখা যায়নি দুই দেশের সীমান্তে। সীমান্ত হত্যা বন্ধে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হলেও তাতে সীমান্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি।

এমনকি সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার ব্যাপারে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ঐক্যমত্য থাকলেও তা প্রায়ই লঙ্ঘন হচ্ছে।

সূত্র : বিবিসি

১৪ই জুলাই, ২০২১

সোমালিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আশ-শাবাব মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ-শাবাব আল মুজাহিদিন মাদাক রাজ্যের উপকূলীয় হোবিও জেলার উপকণ্ঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

ফেডারেল সরকারী বাহিনী কর্তৃক অঞ্চলটি ছেড়ে যাওয়ার পর আশ-শাবাব মুজাহিদিন হোবিওর অধীনে দাখহী এলাকায় প্রবেশ করেন। যখন সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী জানতে পারে যে তারা খুব শীগ্রই আশ-শাবাব মুজাহিদিনে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তখন তারা এলাকাটি ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বিনা যুদ্ধে আরো একটি এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতেও এদিন একাধিক রকেট হামলার দায় স্বীকার করেছে হারাকাতুশ শাবাব।

উল্লেখ্য, আল-শাবাব মুজাহিদিন মাদাক রাজ্যে তাদের সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করছেন।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের তীব্র হামলায় কমান্ডারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী ও পাক-তালিবানের মাঝে গত ১১ জুলাই বড়ধরণের একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক কমান্ডারসহ মুরতাদ সেনাবাহিনীর ১১ সদস্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত সোমবার, পাকিস্তানের সেন্ট্রাল কুররাম এজেন্সির খুদাত খাইল এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করতে মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে ভারী হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করে। সেনাদের আগমনের পূর্বেই মুজাহিদগণ এই সংবাদ পেয়ে যান এবং পজিশন ঠিক করে সেনাদের আসার অপেক্ষা করতে থাকেন।

মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে প্রবেশ করা মাত্রই মুজাহিদগণ অভিযানের জন্য আসা সৈন্যদের টার্গেট করে তীব্র আক্রমণ চালান।

এসময় তালিবানদের একটি দল সৈন্যদের টার্গেট করে বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করেছিল এবং অন্য গ্রুপটি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ভারী অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করেছিল। মুজাহিদদের এই চতুর্মুখী তীব্র হামলার সামনে টিকতে না পেরে মুরতাদ সৈন্যরা এলাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু ততক্ষণে পাক-তালিবানের হামলায় ১ কমান্ডারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও বেশ কিছু সৈন্য। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে বিভিন্ন মডেলের ৩ টি G3 রাইফেল গনিমত লাভ করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাগ্নের দুর্নীতিতে অনন্য রেকর্ড

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বালিশকাণ্ডকেও হার মানিয়ে এবার নতুন রেকর্ড গড়ল গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ।

শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের নামে নির্মিত হাসপাতালটির জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের ভাগ্নে রায়ান হামিদের প্রতিষ্ঠান ‘বিডি থাই কসমো লিমিটেড’ প্রতিটি ১৫ ওয়াট বাথরুম লাইটের দাম ধরেছে ৩ হাজার ৮৪৩ টাকা। যার প্রকৃত বাজারদর হচ্ছে ২৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫০ টাকা। ১৮ ওয়াট এলইডি সারফেস ডাউন লাইট ৩ হাজার ৭৫১ টাকা। যার বাজারদর হচ্ছে সর্বোচ্চ ৭০০-৮০০ টাকা। এলইডি ওয়াল স্পট লাইট ১ হাজার ৫৫৬ টাকা।যার বাজারদর হচ্ছে ৩০০-৪০০ টাকা।

এমন ২৪ ধরণের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাগ্নে রায়ানের প্রতিষ্ঠানটি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশের সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত, গণপূর্ত অধিদপ্তরের (PWD) তালিকাভুক্ত না হয়েও ভাগ্নে রায়ান হামিদের প্রতিষ্ঠান ‘বিডি থাই কসমো লিমিটেড’ জনগণের টেক্সের টাকায় নির্মিত হাসপাতালটির জন্য এসব সরঞ্জাম সরবরাহ করছে।

জানা যায়, হাসপাতালের ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত দাম ভাগ্নে রায়ানের থেকে তুলনামূলক অনেক কম; কিন্তু স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের ফরমায়েশ মাফিক মন্ত্রী জাহিদ মালেকের ভাগ্নে রায়ানকে চড়া মূল্যে উক্ত প্রকল্পে কাজ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ঠরা দাবী করেন।

উল্লেখ্য, ভাগ্নে রায়ান প্রতি ১৫ ওয়াট বাথরুম লাইটের যে দাম ৩ হাজার ৮৪৩ টাকা ধরেছে, উক্ত দরপত্রে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ৭১৫ টাকায় প্রতিটি লাইট দিতে চাইলেও সেটি গ্রহণ করেনি জাহিদ মালেকের স্বজনপ্রীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

উল্লেখ্য, ত্বাগুত কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কেনাকাটায় এই ধরনের পুকুর চুরি স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দেশের বৃহত্তম নির্মাণাধীন মেগা প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্পে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয়ে লাগামছাড়া দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয় ২০১৯ সালের মে মাসে, যেখানে প্রতি বালিশ বাবদ ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছিল ৬ হাজার ৭১৭ টাকা। প্রতি বালিশের মূল্য ধরা হয় ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা আর সেই বালিশ নিচ থেকে ফ্ল্যাটে ওঠাতে ৭৬০ টাকা খরচ দেখানো হয়েছিল।

তারপর, মেডিকেল যন্ত্র ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির নতুন নজির গড়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ওই হাসপাতালের ১৬৬টি যন্ত্র ও সরঞ্জাম কেনাকাটার দুর্নীতি পূর্বের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। যেখানে, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অব্যবহৃত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের (আইসিইউ) জন্য একেকটি পর্দা কেনা হয়েছিল প্রায় সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা ব্যায়ে, যার প্রকৃত বাজার মূল্য হবে ২০ হাজার টাকা। ১০ হাজার টাকার ডিজিটাল ব্লাড প্রেশার মেশিন কেনা হয়েছিল ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকায়। এভাবে প্রায় ১৮৬ গুণ পর্যন্ত বেশি দাম দিয়ে হাসপাতালটির ১৬৬টি যন্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল অনিক ট্রেডার্স নামে এক কুখ্যাত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

সোমালিয়া | আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ২৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার যুবা, মোগাদিশু, লোয়ার শাবেলে ও বে-বুকুল রাজ্যজুড়ে মুরতাদ সোমালি সেনাদের বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ জুলাই সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাদা শহরে সোমালিয় মুরতাদ সেনাদের একটি ঘাঁটিতে কড়া হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলশ্রুতিতে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ১০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

একই রাজ্যের বারসাঞ্জুনী শহরে মুরতাদ সেনাবাহিনীর আরও একটি ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখান জানা যায় নি।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি নূর জান্দাককে টার্গেট করেও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। রাজধানীর ইয়াকশীদ জেলায় মুজাহিদদের উক্ত টার্গেট কিলিং হামলায় সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

অপরদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার বুলুমির শহরের উপকণ্ঠে ক্রুসেডার উগান্ডার সামরিক কাফেলায় একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও আরও ২ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং বে-বুকুল রাজ্যের দিনসুর শহরে ক্রুসেডার ইথিওপীয় বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ১০ টি মর্টার শেল দিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত ও সরঞ্জামাদি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

কাশ্মীরে মালাউন বাহিনীর গুলিতে ৩ স্বাধীনতাকামী নিহত

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ৩ স্বাধীনতাকামী মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে দেশটির মালাউন বাহিনী।

এ নিয়ে কাশ্মীরে বছরের প্রথম ছয় মাসে ৫৩ জন স্বাধীনতাকামীকে শহিদ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ সময় আরও ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর স্পুটনিকের।

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় বুধবার ভোরে মালাউন বাহিনীর সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে আইজাজ আলিয়াস আবু হুরাইরা এবং তার দুই সহযোগী নিহত হয়েছেন বলে পুলিশের এক মুখপাত্র গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে।

কাশ্মীর পুলিশের আইজি বিজয় কুমারও এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এ ঘটনার পর সীমান্ত শহর পুলওয়ামায় মুসলিমদের আন্দোলনের ভয়ে কারফিউ জারি এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে রেখেছে।

মুসলিমবহুল এলাকাতেও RSSসন্ত্রাসীদের শাখা খোলার ঘোষণা দিয়েছে মোহন ভাগবত; বাংলায় তিনভাগে চলবে প্রচার

ভারতের চিত্রকূটে চলা পাঁচ দিবসিয় সংঘ শিবিরে আরএসএস সন্ত্রাসীদের প্রধান মোহন ভাগবত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, আগামী দিনে মুসলিম বহুল এলাকাতেও সংঘের শাখা খোলা হবে। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের সীমান্তে পাঁচ দিন ধরে চলা এই শিবির ১৩ জুলাই সমাপ্ত হয়। সংঘের এই শিবিরটিতে অনেক মুসলিম বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত এবং বড় ঘোষণাও করা হয়েছে।

সংঘ পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি জোনে ভাগ করে সংগঠনের আলাদা-আলাদা নেতাকে কার্যালয় চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে। এই তিনটি জোনের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান দফতর কলকাতা, উত্তরবঙ্গের প্রধান দফতর শিলিগুড়ি এবং বর্ধমানে একটি সদর দফতর বানানো হয়েছে।

পাশাপাশি সংগঠনেও অনেক ফেরবদল করা হয়েছে। রমাপদ পালকে উড়িষ্যা আর বাংলার প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশান্ত ভট্টকে দক্ষিণ বঙ্গের প্রচারক বানানো হয়েছে। এর সাথে, ভাইয়াজী জোশী নামে খ্যাত সুরেশ জোশী এখন সংঘের পক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যোগাযোগ আধিকারিক পদ পরিচালনা করবে এবং অরুণ কুমারকে সংঘ এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও মোহন ভাগবত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে। যে, এবার দেশজুড়ে মুসলিম বস্তিতেও সংঘ তাঁদের শাখা খুলবে। সংঘ এখন প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমদেরও আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালাবে।

প্রসঙ্গত, সময়ের সাথে সাথে সংঘ ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও পা রাখছে। এ সম্পর্কে একটি ঘোষণাও করা হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে সংঘকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সংঘের নিজস্ব আইটি সেল স্থাপন করা উচিত। এই নতুন আইটি সেলে সংঘ যুবকদের সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছে। তবে বিজেপি এবং সংঘের আইটি সেল সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

আসামে নিষিদ্ধ হচ্ছে গোমাংস বিক্রি

আসাম বিধানসভায় এবার গো-সুরক্ষায় নতুন বিল উত্থাপন করা হয়েছে, যাতে মন্দির চত্বরের পাঁচ কিলোমিটারর মধ্যে গোমাংস এবং গোমাংসজাত পণ্য কেনাবেচা নিষিদ্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, হিন্দু, জৈন, শিখ ও গোমাংস না খাওয়া সম্প্রদায়ের বাস যে এলাকায়, সেখানেও এ নিষেধাজ্ঞা চালুর প্রস্তাব রয়েছে ওই বিলে।

আসাম গো-সুরক্ষা বিল ২০২১ নামের ওই বিলটি সোমবার বিধানসভায় পেশ করে মালাউন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তাতে গোহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ এবং গরু পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে।

ভারতের একাধিক রাজ্যে গোহত্যা রুখার আইন থাকলেও, কোনো কোনো জায়গায় গোমাংসের দোকান থাকা চলবে না, এমন নির্দেশিকা এই প্রথম।

এ প্রসঙ্গে আসাম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সাইকিয়া জানায়, বিলটিতে অনেক সমস্যা রয়েছে।তাই আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে তারা।

দেবব্রত বলেন, পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে গোমাংস নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওই পাঁচ কিলোমিটার কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে?

যেখানে ইচ্ছে পাথর ফেলে মন্দির বানিয়ে ফেলতে পারে যে কেউ। গোটা বিষয়টিই সন্দেহজনক। ফলে মুসলিম বিদ্বেষ ও উত্তেজনা বাড়বে বই কমবে না।

বিলটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের বিধায়ক আমিনুল ইসলামও। তার বক্তব্য— গো-সুরক্ষায় এই বিল আনা হয়নি। মুসলমানদের আবেগে আঘাত করাই বিলটির লক্ষ্য, যাতে আরও বিভাজন তৈরি হয়। আমরা এই বিলের বিরোধিতা করছি। সংশোধন করতে আর্জি জানাব।

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে যেমন নির্দিষ্ট করে গাভী হত্যা নিষিদ্ধ রয়েছে, গো-সুরক্ষা আইনে মোষকে বাইরে রাখা হয়েছে, আসাম সরকারের নয়া বিলে সে রকম নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

এর আগে আসামে ১৪ বছরের বেশি বয়সি গরুদের হত্যায় কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সালের সেই আইন গো-সুরক্ষায় যথেষ্ট নয় বলে মত হিমন্তর।

ভয়াবহ হুমকিতে পাহাড়ি নওমুসলিমরা; হয় ছাড়তে হচ্ছে ইসলাম ধর্ম, না হয় বাড়িঘর

হয় ইসলাম ধর্ম ছাড়ছে, না হয় বাড়ি ছাড়ছে। এই হলো পার্বত্য নওমুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। বান্দরবানে নওমুসলিম ইমাম ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে হত্যার পর দেশের পার্বত্য এলাকার নওমুসলিমদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। দু-একটি পরিবার এখনো যারা টিকে আছে, তারা নিজেদেরকে চরম নিরাপত্তাহীন ভাবছেন। এ দিকে ওমর ফারুক হত্যায় জড়িতদের কেউ এখনো গ্রেফতার না হওয়ায় পাহাড়ি জনপদে আতঙ্ক আরো বাড়ছে।

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম তুলাছড়ির বাসিন্দা ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে গত ১৮ জুন রাতে নিজ ঘর থেকে বের করে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। ওমর ফারুক পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সনাতন ধর্ম থেকে প্রথমে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হন। পরে ২০১৪ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তুলাছড়ির নিজ এলাকাতেই মসজিদ গড়ে তুলে সেখানে ইমামতি করে আসছিলেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, মুসলমান হওয়ার পর পূর্ণেন্দু ত্রিপুরার নাম রাখা হয় ওমর ফারুক। ১৮ জুন রাতে এশার নামাজের ইমামতি করে বাসায় ফেরার পর কিছু দুর্বৃত্ত হত্যা করে ওমর ফারুককে। এই ঘটনায় ২০ জুন নিহতের স্ত্রী নওমুসলিম রাবেয়া বেগম বাদি হয়ে থানায় মামলা করেন। এজাহারে অজ্ঞাতনামা পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠনের অজ্ঞাত পাঁচজনকে আসামি করা হয়। ওমর ফারুক ত্রিপুরার মেয়ে আমেনা ত্রিপুরা গণমাধ্যমকে জানান, ঘটনার রাতে দুর্বৃত্তরা তাদের বাড়ির সামনে এসে তার বাবাকে ডাকে। তার বাবা বের হওয়ার পর দুর্বৃত্তরা জানতে চায়, তোমার জমিনে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছো, তুমি মুসলিমদের নেতা? এমন প্রশ্নের জবাবে তার বাবা হ্যাঁ বলার সাথে সাথে সন্ত্রাসীরা উপর্যুপরি গুলি করে তাকে হত্যা করে। সারা রাত তার লাশটি ঘরের সামনেই পড়েছিল। এই ঘটনার সময় রাতে ওই এলাকার কোনো মানুষ ঘরের বাতি পর্যন্ত জ্বালায়নি।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ওমর ফারুককে হত্যার পরও পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা থেমে নেই। তারা অন্যও নওমুসলিম পরিবারগুলোকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তাদের হুমকিতে অনেক পরিবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, তুলাছড়িতে আগে ১১টি মুসলিম পরিবার ছিল। সন্ত্রাসীদের হুমকিতে ছয় পরিবার ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মে ফিরে গেছে। ওমর ফারুকের পরিবারসহ অন্য যে পাঁচটি পরিবার এখনো ইসলাম ধর্মে টিকে আছে তারা কেউ এলাকায় নেই। সবাই যে যার মতো অন্য কোথাও গিয়ে অবস্থান করছেন। নারেংপাড়ায় পাঁচ নওমুসলিম পরিবার ছিল, যাদের মধ্যে তিন পরিবার প্রাণে বাঁচতে আগের ধর্মে ফিরে গেছে। সাধু হেডম্যান পাড়ায় আট পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলেও সন্ত্রাসীদের হুমকিতে ছয় পরিবার আগের ধর্মে ফিরে গেছে। শিলবান্ধা পাড়ায় পাঁচ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলেও বর্তমানে তিন পরিবার আছে। বাকিরা আগের ধর্মে ফিরে গেছে। সূত্র জানায়, যে পরিবারগুলো এখনো টিকে আছে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই পরিবারগুলোর বেশির ভাগই নিহত ওমর ফারুকের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, ওমর ফারুক খুনিদের কেউ এখনো গ্রেফতার হয়নি। যে কারণে সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া। তারা নওমুসলিমদের নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে সবাই চরম ভয়ের মধ্যে আছেন। এমনকি সাধারণ পাহাড়িরাও আতঙ্কের মধ্যে আছেন। সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার হলে নওমুসলিমসহ এলাকার মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসতো বলে একাধিক বাসিন্দা জানান।

নিহত ওমর ফারুকের পরিবার অভিযোগ করেছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরেই জনসংহতি সমিতির একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ তাদেরকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। এর মধ্যে সাবেক এক জনপ্রতিনিধিও রয়েছেন। তারাই ওমর ফারুককে হত্যা করেছে। জানা গেছে, ওই জনপ্রতিনিধিসহ যাদেরকে এই হত্যার ঘটনায় সন্দেহ করা হচ্ছে তারা এখনো এলাকাতে প্রকাশ্যে ঘুরছে কিন্তু গ্রেফতার হচ্ছে না। এতে মানুষ আরো ভয়ের মধ্যে আছে।

১৩ই জুলাই, ২০২১

সোমালিয়া | কুফ্ফার বাহিনীর উপর আল-কায়েদার অর্ধডজনেরও বেশি হামলা

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধডজনেরও বেশি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এসবের মধ্যে গত ১১ জুলাই রাজধানী মোগাদিশুতে সোমালি সরকারের রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে মুজাহিদদের ছুঁড়া ৭ টি রকেট সফলভাবে আঘাত করেছে। তবে হতাহতের বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায় নি। তবে এদিন রাজধানী মোগাদিশুর হলুডাক জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের আক্রমণে সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্য নিহত ও অপর এক সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এছাড়াও এদিন দেশটির রাজধানী মোগাদিশু, যুবা, বালআদ, আউদাকলী শহরগুলোতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ আরও ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

অপরদিকে গতকাল ১২ জুলাই সোমবার, হিরান রাজ্যের বলোবার্দি শহরে মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে কয়েক দফা বোমাবর্ষণ করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুরতাদ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল "আদওয়া ইউসুফ রাঘে" সামরিক বেসে অবস্থান করছিল। যার ফলে সে ও মুরতাদ মিলিশিয়াদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম আফগোয় শহরে দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যদের উপর টার্গেট অপারেশন চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ সোমালি সরকারের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের তাবতু শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদি

প্রয়োজনে আমরা দখলদার তুর্কি সৈন্যদের উপরও হামলা চালাবো- তালিবান

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটোর সদস্য দেশগুলো যখন একে একে আফগান ছাড়ছে, তখন ন্যাটোর গোলাম রাষ্ট্র তুরস্ক আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখতে নতুন মিশন ঘোষণা করেছে। এই মিশন বাস্তবায়নে আফগানিস্তানে অবস্থান করবে ন্যাটোর অধীনে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দখলদার তুর্কি সৈন্যরা।

গত ৪ জুন প্রথমবার এই সিদ্ধান্ত নেয় এরদোগানের নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার তুরস্ক, পরে তালিবানদের পক্ষ হতে হুঁশিয়ারি বার্তা দেওয়া হলে বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন চুপ থাকে তুরস্ক। কিন্তু বর্তমানে তুরস্ক নতুন করে আবারো আফগানে তাদের মিশন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। এই মিশনের অধীনে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের আন্তর্জাতিক হামিদ কারজাই বিমানবন্দর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুরস্ক।

নতুন মিশন অনুসারে, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো আফগানিস্তান ত্যাগের পর তুরস্ক আফগানিস্তানে অবস্থান অব্যাহত রাখবে, এবং কাবুল বিমানবন্দরে নিজেদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখবে। তুরস্ক মার্কিন পক্ষকে জানিয়েছে যে, এই মিশনে তারা একা নয়, বরং আরেক মুসলিম নামধারী পাকিস্তান ও হাঙ্গেরি এই

মিশনে একসাথে কাজ করবে। ইউএসএ তুরস্কের এই সিদ্ধান্ত খুবই খুশি হয়েছিল যে, আক্রমণ-পরবর্তী সময়ে তুরস্ক আফগানিস্তানে থাকতে চেয়েছে।

সেক্যুলার তুরস্কের এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ফলে তালিবান পক্ষ ফের তুরস্ককে উদ্দেশ্য করে একটি হুঁশিয়ারি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যাতে তুরস্কের নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

"ইসলামিক ইমারাত অফ আফগানিস্তান" স্বাক্ষরিত নতুন এই বিবৃতিতে দখলদার তুরস্ককে স্পষ্টভাবে আফগানিস্তানে না থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। আর তুরস্ক যদি তাদের এসব হঠকারিতা মূলক সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে। তবে গত ২০ বছর ধরে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে যেভাবে তালিবানরা জিহাদ জারি রেখেছেন, অনুরূপ তুরস্কের বিরুদ্ধেও মুজাহিদগণ পুনরায় দাড়িয়ে যাবেন।

দোহার চুক্তির (আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার) এর ধারাটির উপর জোর দিয়ে বিবৃতিতে তুরস্ককে আফগানিস্তানে সামরিক উপস্থিতি বজায় না রাখার জন্য এবং তাদের নতুন আফগান মিশন থেকে সরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তালিবান কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেই অবগত যে দোহার চুক্তির ভিত্তিতে সমস্ত বিদেশী শক্তি আমাদের প্রিয় স্বদেশ থেকে একে একে সরে আসছে। এই সিদ্ধান্তটিকে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বেশিরভাগ দেশ স্বাগত জানিয়েছে এবং তা মেনে নিয়েছে। আর স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও উপস্থিত ছিল।

এখন তুরস্কের নেতৃত্ব ঘোষণা করেছে যে তারা আমেরিকার অনুরোধে এবং আমেরিকার সাথে চুক্তি করার মাধ্যমে তাদের সৈন্যদের আফগানিস্তানে রাখবে এবং এখানে দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখবে। এক্ষেত্রে তুরস্ককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে:

১- ইসলামিক ইমারাত অফ আফগানিস্তান এবং আফগান জনগণের তুরস্কের মুসলিম জনগণের সাথে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে। এখন তুরস্কের নেতাদের হঠকারিতা মূলক সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে তুর্কি কর্তৃপক্ষের প্রতি বিরক্তি ও শত্রুতা তৈরি করবে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষতি করবে।

২- তুর্কি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অবশ্যই আপত্তিজনক এবং ভুল। এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার লঙ্ঘন এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান তুরস্কের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানায়, যা তুর্কি ও আফগান জাতির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করবে। আমরা তুর্কি কর্তৃপক্ষকে দৃঢ়ভাবে তাদের হটকারি সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহারের পরামর্শ দিচ্ছি, যা উভয় দেশের জন্যই ক্ষতিকর।

৩- আমাদের দেশে বিদেশী সেনাদের অবস্থান, চাই তা যেকোন রাষ্ট্রের যেকোন নামেই হোক না কেন, তাদেরকে দখলদার এবং আগ্রাসী হিসাবেই চিন্তিত করা হবে। আর আমরা ১৪২২ হিজরি ২০০১ ঈসায়ী সনে ১৫ শত বিশিষ্ট আলেমদের জারি করা যেই ফতোয়ার আলোকে গত ২০ বছর ধরে আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে

জিহাদ করে আসছি, এখনও সেই ফতোয়ার আলোকেই দখলদার দেশ ও তাদের বাহিনীর সাথে আমরা একই আচরণ করবো।

৪- আমরা তুর্কি মুসলিম জনগণ এবং তাদের জ্ঞানী রাজনীতিবিদদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ এই সিদ্ধান্ত তুরস্ক এবং আফগানিস্তান কারো জন্যই উপকারী না। বরং তুর্কি নেতাদের এই সিদ্ধান্ত কেবল এই দেশগুলির জন্য সমস্যাই সৃষ্টি করবে।

৫- আমাদের নীতি হচ্ছে- সমস্ত দেশের সাথে ভালো এবং ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা। আমরা অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না বা অন্যকেও আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দিই না।

৬- আমরা তুর্কি কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই জাতীয় আপত্তিজনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে স্বীকৃত নীতিগুলির ভিত্তিতে ইতিবাচক এবং ভালো সম্পর্ক স্থাপন করার, একে অপরকে সহযোগিতা করার।

৭- আমরা অনেক সময় যাবত তুর্কি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আসছি এবং অনেক সভা করেছি। এই সভাগুলিতে তারা আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, তারা আমাদের সম্মতি ছাড়া এ জাতীয় একতরফা কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। কিন্তু তুরস্কের বর্তমান এই সিদ্ধান্ত অন্য কিছুই বলছে, তারা নিজেদের কথারই লঙ্ঘন এবং মুনাফিকদের আচরণ করেছে।

৮- তুর্কি কর্তৃপক্ষ যদি তাদের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা না করে এবং আমাদের দেশে দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখে, তবে তুরস্কের এজাতীয় ধর্মবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ইসলাম, কর্তব্যপরায়ণ ও দেশপ্রেমিক দায়িত্ব হিসাবে বিগত ২০ বছর ধরে দখলদারদের সাথে যেমনটা করে আসছিল, এখন তুরস্কের বিরুদ্ধেও তাঁরা সেভাবেই দাঁড়াবেন।

সুতরাং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, সমস্ত পরিণতির জন্য দায়বদ্ধ একমাত্র তারাই, যারা অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং যারা আপত্তিজনক সিদ্ধান্ত নেয়।

উল্লেখ্য যে, তুরস্কের সরকার পশ্চিমা দেশগুলিকে সন্তুষ্ট করতে, তার স্বার্থ অর্জনে এবং মুসলিম দেশগুলিতে জনগণের উপর চেপে বসা মুরতাদ সরকারকে সমর্থন করার জন্য তৎপর। যেই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে তালিবান, আল-শাবাব ও জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম এর মুজাহিদদের বিরুদ্ধ তুরস্ক বছরের পর বছর ক্রুসেডারদের হয়ে যুদ্ধ করছে এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুরতাদ সরকার ও তাদের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে আসছে। এছাড়াও সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়া ও ইরানের এজেন্ডা বাস্তবায়নে, সিরিয়ান জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নিয়োজিত মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে সবচাইতে বড় ভূমিকাও পালন করে আসছে এই তুরস্ক।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের হামলা, ৫ এরও বেশি নিহত

পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী ও পাক-তালিবানের মাঝে গতকাল বড়ধরণের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গত সোমবার, পাকিস্তানের সেন্ট্রাল কুররাম এজেন্সির খুদাত খাইল এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করতে মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে ভারী হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করে। সেনাদের আগমনের পূর্বেই মুজাহিদগণ এই সংবাদ পেয়ে যান এবং পজিশন ঠিক করে সেনাদের আসার অপেক্ষা করতে থাকেন।

মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে প্রবেশ করা মাত্রই মুজাহিদগণ অভিযানের জন্য আসা সৈন্যদের টার্গেট করে তীব্র আক্রমণ চালান।

এসময় তালিবানদের একটি দল সৈন্যদের টার্গেট করে বন্দুক দিয়ে হামলা করে এবং অন্য গ্রুপটি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালায়। মুজাহিদদের তীব্র হামলার সামনে টিকতে না পেরে মুরতাদ সৈন্যরা এলাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু ততক্ষণে পাক-তালিবানের হামলায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মুরতাদ সৈন্য মারা যায়। বেশ কিছু সৈন্য গুরুতর আহত হয়। এদিকে নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘটনাস্থলেই পড়েছিল।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, অভিযানে আমাদের কোন মুজাহিদ সাথী হতাহত হয়নি।

---

২ টি খালের ২২২ কোটি টাকা দুর্নীতির পর প্রকল্পগুলো প্রণয়ন ফের অর্থ বরাদ্দ

ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক জনগণের ২২২ কোটি টাকা ব্যয়ের পর অসম্পূর্ণ দুটি খাল নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। এখন পুনরায় অর্থ বরাদ্দ নিয়ে উক্ত প্রকল্পগুলো নতুনভাবে প্রণয়নের নামে মাঠে নেমেছে দুই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

জানা যায়, রাজধানী ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে ওয়াসা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যায়ে প্রকল্পগুলোর নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পগুলোর কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ঢাকা ওয়াসার খাল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করায়, রাজধানীবাসীর দুর্ভোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও জনগণের অর্থ পুনরায় খসাতে একই কাজের জন্য ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন আলাদাভাবে নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মতে, গত ৩১ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার ২৬টি খালের দায়িত্ব পায় দুই সিটি কর্পোরেশন। এরপরই ঢাকা ওয়াসার খাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীরা।

প্রকল্পগুলোর দুর্নীতির ঘটনা ধামাচাপা দিতে সরকার প্রশাসন উক্ত তিন সংস্থাকে নিয়ে দফায় দফায় আলোচনায় বসে সিদ্ধান্তক্রমে খাল নির্মাণ প্রকল্পগুলো অসম্পূর্ণ রেখেই সমাপ্ত ঘোষণা করে।

অনুসন্ধানে আরও উঠে আসে, ২০১৮ সালে ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও খাল উন্নয়ন নামে ১৬টি খালের সংস্কার, পুনঃখনন, পাড় বাঁধাই ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যায়ে ঢাকা ওয়াসা একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর মিরপুর ও উত্তরা এলাকার ৩০ লাখ বাসিন্দাকে জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া।

কিন্তু ১৭৬ কোটি টাকা ব্যায়ে উক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৩২ ভাগ। গৃহীত প্রকল্পের আওতাধীন খালগুলো হলো-আব্দুল্লাপুর, কল্যাণপুর ক, খ, গ, ঘ ও চ খাল, রামচন্দ্রপুর, সুতিভোলা, রূপনগর, সাংবাদিক কলোনি খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাড্ডা খাল, বেগুনবাড়ি খাল, নাখালপাড়া খাল, কুতুবখাল ও ধোলাই খাল।

তাছাড়াও ৬০৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যায়ে পাঁচ খাল প্রকল্প নামে ঢাকা ওয়াসা হাজারীবাগ, বাইশটেকি, কুর্মিটোলা, মাণ্ডা ও বেগুনবাড়ি খালের ভূমি অধিগ্রহণ ও খননের জন্য আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু দীর্ঘদিনের ভোগান্তী ও জনগণের প্রায় ৪৬ কোটি টাকা খরচ করে উক্ত পাঁচ খাল প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করার আগে অগ্রগতি হয়েছিল মাত্র ৭ শতাংশ।

কিন্তু গত ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা ওয়াসার কাছ থেকে ২৬টি খালের দায়িত্ব বুঝে পাওয়ার পর এগুলোর কাজের মান নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন তোলে সুযোগ সন্ধানী দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীরা।

ফলে দুর্ণীতি ধামাচাপা দিতে তিন সংস্থার সম্মতিক্রমে প্রকল্পগুলো অসম্পূর্ণ রেখেই সমাপ্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার প্রশাসন।

এখন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দুই সিটি কর্পোরেশন পুনরায় অর্থ বরাদ্দ করে প্রকল্পগুলো নতুনভাবে প্রণয়ন করছে।

বসন্তপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক মুসলিম যুবক নিহত

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার বসন্তপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতের হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

সোমবার রাতে বিএসএফের হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্প সদস্যদের গুলিতে ঘোষপাড়া গ্রামে নিহত হন তিনি। নিহতের মরদেহ বিএসএফের কাছে রয়েছে বলে জানা গেছে। নিহত যুবকের নাম আবদুর রাজ্জাক। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার ভাড়াশিমলা ইউনিয়নের কামদেবপুর গ্রামের রমজান আলি গাজীর ছেলে।

সোমবার রাতে বিএসএফের হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্প সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থল ঘোষপাড়া গ্রামে নিহত হন তিনি। বিএসএফ পরে লাশটিও নিয়ে যায়। ফেসবুকের মাধ্যমে আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে।

অযোধ্যায় ভেঙে দেওয়া বাবরি মসজিদ দেখতে যাওয়ায় বিলালকে গ্রেফতার করলো মালাউন পুলিশ

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ভেঙে দেওয়া বাবরি মসজিদের জায়গায় হিন্দুদের রাম মন্দির নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এদিকে, এক মুসলিম অযোধ্যা পৌঁছে একজন নিরাপত্তা অফিসারকে প্রাচীন বাবরি মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন, যার ফলে তিনি সমস্যায় পড়েন।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বিলাল নামের এক মুসলিম যুবক রাম মন্দির নির্মাণে থাকা নিরাপত্তা অফিসারকে বাবরি মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছছিল, সে জিজ্ঞেস করে বলে, বাবরি মসজিদটি কোথায় ছিলো? জায়গাটি দেখতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু মালাউন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয় পুলিশকে জানায় গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, এখনও পর্যন্ত বিলালের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি যা বলেছেন তা সত্য এবং কিছুই সন্দেহজনক বলে মনে হয় না। তবে পুলিশ তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিলাল মুরাদাবাদের বাসিন্দা। তিন দিন আগে অযোধ্যা পৌঁছেছিলেন। বিলাল আরও বলেছিলেন, তিনি দাওয়াত-ই-ইসলামী নামক একটি সংস্থায় কাজ করেন। বাবরি মসজিদ সম্পর্কে তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেছিলেন যে সেখানে একটি মন্দির নির্মিত হচ্ছে।

আটক বিলাল বলেছেন, তিনি বাবরি মসজিদের জায়গাটি দেখতে চেয়েছিলেন। অযোধ্যা পৌঁছে তিনি বাবরি মসজিদ কোথায় ছিলেন সেখানে অবস্থানরত নিরাপত্তাকর্মীদের জিজ্ঞাসা করলেন।

সূত্রমতে, বিলাল যখন বাবরি মসজিদস্থলে গিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা তাকে আটক করে। তাকে এখনো থানায় রাখা হয়েছে।

সূত্র: আসরে হাজির

প্রখ্যাত বাংলাদেশি আলেম শাইখ মাহমুদুল হাসান গুনবিকে গুম

গত ৬ই জুলাই (২০২১) নোয়াখালী থেকে নিখোঁজ হোন শাইখ মাহমুদুল হাসান গুনবি। তার পরিবারের সদস্যরা জানায় গত ৬জুলাই ডিবি পরিচয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে পুলিশের কাছে জিডি করতে গেলে, পুলিশ জিডি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে।
দেশের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো এব্যাপারে পুরোপুরি নিরব। এখন পর্যন্ত কোন মিডিয়া তার নিখোঁজের বিষয়ে কোন সংবাদ প্রচার করেনি।
শাইখ মাহমুদুল হাসান গুনবির হাতে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছেন। কিছুদিন আগে পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত ওমর ফারুক ত্রিপুরা শাইখ গুনবির হাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এমনকি শহীদ ওমর ফারুকের হাতে নির্মিত মাসজিদটিও গুনবী ভাইয়ের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে।
তিনি পায়ে হেঁটে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে যারা তাওহীদের দাওয়াহ প্রদান করতেন। বর্তমানে এমন দা'ঈদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই অল্পসংখ্যক দা'ঈদেরকে যদি থামিয়ে দেওয়া হয়, তবে উত্তরবঙ্গ আর পার্বত্য অঞ্চলে ইসলামের যে আলো পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, তা নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে।

মহামারীর গজবেও ফ্রান্সে বেড়েছে মুসলিমবিরোধী কর্মকাণ্ড

ফ্রান্সের জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কর্তৃপক্ষের এক রিপোর্টে দেখা গেছে ফ্রান্সে মুসলিম বিরোধিতা বাড়ছে। করোনা মহামারীতে মধ্যে কঠোর লকডাউনের মধ্যেও মুসলিমবিরোধী কর্মকাণ্ড বেড়েছে।

মুসলিম ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কুসংস্কার ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে বলে জানিয়েছে দ্যা ন্যশনাল কনসালটেটিভ কমিশন অন হুম্যান রাইটস (সিএনসিডিএস)।

গত বছর ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ইসলাম, ইহুদি ও বর্ণবাদের বিরোধিতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও হুমকির সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ এসেছে এক হাজার ৪৬১টি। আগের বছর ২০১৯ সালে এমন অভিযোগ ছিল এক হাজার ৯৮৩টি।

ওই প্রতিবেদনে ইহুদি ও বর্ণবাদের বিরোধিতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও হুমকির সংখ্যা কমলেও মুসলিম ও ইসলাম ধর্মের বিরোধীতা বেড়েছে ৫২ শতাংশ। ২০১৯ সালে ২৩৪টি মুসলিমবিরোধী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত ২০২০ সালের শেষ চার মাসে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বহু প্রতিহিংসমূলক ঘটনা ঘটানো হয়।

ওই প্রতিবেদনে দেখা গেছে ফ্রান্সের মানুষ সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণু আচরণ করলেও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ বাড়ছে। অনেক ফ্রেন্স নাগরিক মনে করেন, ইসলাম ধর্ম ফ্রান্সের জন্য হুমকি স্বরূপ।

সূত্র: ইয়েনি সাফাক

মাসিক রিপোর্ট | টিটিপির দূর্দান্ত হামলায় পাকিস্তানের ২০২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বৃহত্তম জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল চ্যানেল এবং এর অধিভুক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অ্যাকাউন্টগুলিতে গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে পাক-তালিবান কর্তৃক দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত হামলার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযানের বর্ণনাগুলো আধুনিক নকশায় তৈরি "ইনফোগ্রাফিক" আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আক্রমণগুলির প্রকৃতি অবস্থান এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেখানো হয়েছে।

বর্ণনা অনুযায়ী, গত এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের ৭টি অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীগুলোর উপর মোট ১৬ টি হামলা চালিয়েছে টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। এরই অংশ ধারাবাহিতায় টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে টার্গেট, সম্মুখ লড়াই, স্নাইপার, ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা বিস্ফোরণ সহ বিভিন্ন হামলা চালিয়েছেন।

বর্ণনা অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত ১৬ টি হামলায় সামরিক বাহিনীর ৩৫ সদস্য নিহত এবং আরও ৩৩ সদস্য আহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে সর্বমোট ৬৮ মুরতাদ সদস্য।

একইভাবে গত মে মাসে পাকিস্তানের ৯ টি অঞ্চলে সর্বমোট ২১ টি হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ২৫ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ৪৬ মুরতাদ সেনা আহত হওয়া সহ সর্বমোট ৭১ সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়।

অপরদিকে গত জুন মাসেও পাকিস্তানের ৯ টি অঞ্চলে ১৬ টি অভিযান পরিচালনা করেছেন পাক-তালিবান মুজাহিদিন। এতে ৩৫ মুরতাদ সদস্য নিহত ও আরও ২৮ সদস্য আহত হয়। সবমিলিয়ে গত মাসে টিটিপির হামলায় হতাহত হয় ৬৩ মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের এসব সফল হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২৬ টি গাড়ি এবং ৫ টি সামরিক স্থাপনা ধ্বংসসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেওয়া।

এটি লক্ষণীয় যে, ২০২১ সালের গত মার্চ মাসে ২৯ টি এবং এর আগে দুই মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে ১৬ টি এবং জানুয়ারিতে ১৭ টি আক্রমণ চালিয়েছিল টিটিপি।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক সুসংগঠিত। ফলশ্রুতিতে গত ২০২০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে টিটিপি নতুনভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছেন। তাই বলা বাহুল্য, আগামী দিনে টিটিপি পাকিস্তানে শক্তিশালী অবস্থানে নিজেদের সমুন্নত করবে।

https://ibb.co/kcgFL6H

সোমালিয়া | কুফফার জোটের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সফল ইস্তেশহাদী হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১০ জুলাই সোমালিয়ায় ১ টি ইস্তেশহাদী হামলাসহ সর্বমোট ১১ টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে কয়েক ডজন ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্র জানা গেছে, গত ১০ জুলাই, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রধানের সামরিক কাফেলাকে লক্ষ্যবস্তু করে একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে রাজধানীর পুলিশ প্রধানসহ অনেক মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর কয়েকটি গাড়ি।

অপরদিকে মুরতাদ বাহিনী থেকে জানানো হয় যে, আল-শাবাব মুজাহিদদের এই হামলায় মোগাদিশুর পুলিশ প্রধান কর্নেল "ফারহান কারুলি" সহ তার ৯ দেহরক্ষী নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলাটি ছাড়াও এদিন রাজধানী মোগাদিশুসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ১১ টি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত ও মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

সোমালিয়া | উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের গাড়ি বহরে শাবাব মুজাহিদিনের বীরত্বপূর্ণ হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গাড়ি বহরে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ জুলাই দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী রাজ্যের জানালি শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন সৈন্য হতাহতের সম্ভাবনা থাকা রয়েছে। যদিও মুরতাদ বাহিনী তাদের ১ সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ মুরতাদ সদস্য আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে।

জানা যায় যে, হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল সরকারী মিলিশিয়াদের ১৪ তম ব্রিগেডের কর্নেল "মোয়াই" এবং ১৪ তম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডার মেজর মুহাম্মদ হাসান মাউ। একই সময় সামরিক বাহিনীর অফ স্টাফের পদে অধিষ্ঠিত অপর এক উচ্চপস্থ ডেপুটি কমান্ডারও এই হামলার শিকার হয়।

তবে সোমালিয় মুরতাদ সরকার আল-কায়েদার হাতে হতাহত হওয়া সৈন্যদের সংখ্যা গোপন করছে বলেও জানা গেছে।

মুসলমানদের সংখ্যা কমাতে দুইয়ের বেশি সন্তান নিলে সরকারি চাকরি নয়: যোগী আদিত্যনাথ

ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের খসড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি নিয়ে চলছে বিতর্ক। এ বিতর্কের পালে আবারও হাওয়া দিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মালাউন যোগী আদিত্যনাথ।

উত্তর প্রদেশের নতুন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের খসড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি নিয়ে চলছে বিতর্ক। এ বিতর্কের পালে আবারও হাওয়া দিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মালাউন যোগী আদিত্যনাথতি অনুযায়ী, দুইয়ের বেশি সন্তান নিলে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবে না, সরকারি চাকরিতে আবেদন বা পদোন্নতি পাওয়া যাবে না। এমনকি পাওয়া যাবে না সরকারি কোনও ভর্তুকি।

প্রস্তাবিত নীতিতে দুই সন্তান নেওয়া সরকারি কর্মীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব সরকারি কর্মীরা দুই সন্তান নেবেন তারা চাকরি জীবনে অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধি, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ১২ মাসের ছুটিসহ পাবেন পূর্ণ বেতন ও ভাতা। একই সঙ্গে জাতীয় পেনশন স্কিমের সহযোগিতা তহবিলেও তিন শতাংশ বেশি থাকবে তাদের জন্য।

এদিকে রোববার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে রাজ্যের নতুন জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিধানসভা পেশ করা হবে উত্তরপ্রদেশে পপুলেশন (কন্ট্রোল, স্টেবিলাইজেশন অ্যান্ড ওয়েলফেলার) বিল ২০২৯। বস্তুত, এই বিলের একাধিক প্রস্তাব নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার এই নীতির বিস্তারিত পর্যালোচনার পরে যোগী মন্তব্য করেন, দারিদ্র এবং অশিক্ষাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বিশেষত কিছু কিছু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিপুলভাবে সচেতনতার অভাব রয়েছে। যে কারণে সম্প্রদায়ভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলার দিকেই বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন। ১৯ জুলাই পর্যন্ত জনগণের কাছ থেকে নীতিটি উন্নত করার জন্য পরামর্শ আহ্বান করা হয়েছে। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যের জনসংখ্যা তহবিল গঠন করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের মুখে উত্তরপ্রদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, নতুন আইন জারি করে যদি রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে বিজেপি, সেক্ষেত্রে ২০২৪-এ লোকসভা ভোটের আগে সংসদে এই সংক্রান্ত বিল পেশ করবে মোদী সরকার।

ভারতের যোগীরাজ্যে পরিকল্পিত ছকে মুসলিম নির্যাতন

জনসংখ্যার বিচারে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন আগামী বছরের শুরুতেই। ভোটের আগে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকেই খবর আসছে, পরিকল্পিতভাবে মুসলিমদের ওপর সেখানে হামলা চালানো হচ্ছে এবং মারধর করে তাদের 'জয় শ্রীরাম' বলতেও বাধ্য করা হচ্ছে।

এই ধরনের ঘটনাগুলোর ভিডিও করে তা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও – যাতে মুসলিম সমাজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সমাজকর্মী ও অ্যাক্টিভিস্টদের মতে, ভোটের আগে রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণের লক্ষ্যেই খুব পরিকল্পনা করে এই কাণ্ডগুলো ঘটানো হচ্ছে।

মন্দিরে পানি খেতে গিয়ে বিপদে

সময়টা এ বছরের মার্চের মাঝামাঝি, ঘটনাস্থল দিল্লির কাছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ।

সেখানকার একটি হিন্দু মন্দিরে ঢুকে পানি খাওয়ার অপরাধে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকে মাটিতে ফেলে নৃশংসভাবে মারধর করছিল দু'তিনজন যুবক।

বাচ্চা ছেলেটির নাম আসিফ, বাবার নাম হাবিব – এটা শোনার পর বেধড়ক মারের পাশাপাশি চলতে থাকে অকথ্য গালিগালাজ।

মোবাইল ফোনে গোটা ঘটনার ভিডিও করে পরে হোয়াটসঅ্যাপে আর ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয় ওই যুবকরাই।

যার হেনস্থার ভিডিও দেখে গোটা দেশ শিউড়ে উঠেছিল, সেই আসিফ পরে বিবিসিকে জানায়, শুধু মুসলিম হওয়ার জন্যই তাকে সেদিন ওভাবে মার খেতে হয়েছিল।

'প্রথমে মাটিতে ফেলে রড দিয়ে পেটায়, তারপর হাত-পা মুচড়ে দিয়ে লাথি মারতে থাকে আমাকে।'

বাবার সাথে মিলে রাস্তার ময়লা কুড়িয়ে বাঁচা ছেলেটি ভয়ে কাঁপাতে কাঁপতে আরো বলেছিল, হিন্দুরা তাদের বাড়িতে এলে সে অবশ্যই পানি খাওয়াবে – কিন্তু কোনোদিন আর ভুলেও কোনো মন্দিরে পানি খেতে ঢুকবে না।

'তুই তো পাকিস্তানের চর'

এর মাসতিনেক পরেই গাজিয়াবাদের কাছে লোনিতে সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ আবদুস সামাদকে একটি নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে প্রবল মারধর করা হয়।

জোর করে তাকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়, কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়া হয় লম্বা দাড়ি – আর এখানেও ভিডিও ধারণ করা হয় গোটা ঘটনাটির।

প্রবীণ মানুষটি কাঁদতে কাঁদতে পরে জানিয়েছিলেন, 'ক্যানালের ধার থেকে আমাকে একটি অটোতে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই হামলাকারীরা।'

'একটু দূরে ছেড়ে দেবে বলে নিয়ে যায় একটা জঙ্গলে, তারপর একটা ঘরে আটকে রেখে বেধড়ক মার মারতে শুরু করে দেয়।'

'ওরা শুধু আমাকে শ্রীরাম শ্রীরামই বলায়নি, বারবার বলছিল, করবি আর পাকিস্তানের দালালি?'

ফিরে আসছে দাঙ্গার স্মৃতি

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে মুজাফফরনগর ও শামলিতে আট বছর আগের দাঙ্গায় শত শত মুসলিম ঘরছাড়া হয়েছিলেন, সেখানেও হালে আবার ফিরে এসেছে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

'মকতুব' নামে একটি এনজিও'র হয়ে সেখানে দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে বহুদিন ধরে কাজ করছেন রাবিহা আবদুররহিম। তিনি বিবিসিকে জানাচ্ছেন, মুসলিম ছেলেদের মারধর করে বা মেয়েদের হেনস্তা করে তার ভিডিও তুলে রাখার ঘটনা সেখানে অহরহ ঘটছে।

শুধু তাই নয়, ওই এলাকার গ্রামে গ্রামে হিন্দু জাঠরা বড় বড় জমায়েত বা মহাপঞ্চায়েত ডেকে সেইসব নির্যাতন উদযাপন করছেন, মুসলিমদের প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হচ্ছে।

রাবিহার কথায়, 'মুসলিমদের লিঞ্চিং উপেক্ষা করা বা চুপচাপ বরদাস্ত করা এক জিনিস – কিন্তু হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে মুসলিমদের হত্যাকে সমর্থন করছে, উৎসব করছে – ভাবা যায়? এতো গণহত্যার প্রথম ধাপ!'

'আজকের ভারতে, উত্তরপ্রদেশে বা হরিয়ানায় কিন্তু ঠিক সেই জিনিসই হচ্ছে।'

'আজ এদেশে মুসলিম মেয়েরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই ... যেকোনো দিন তারা খুন হতে পারে, ক্যামেরার সামনে ধর্ষিতা হতে পারে বা জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হতে পারে – স্রেফ তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য।'

লিফট নেয়াই কাল হলো কাজিম আহমেদের

এই জুলাই মাসের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশের নয়ডাতে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা লোকজন মেরে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল প্রবীণ কাজিম আহমেদকেও।

লম্বা দাড়ি আর ফেজ টুপি থেকে তাকে খুব সহজেই চেনা যায় মুসলিম বলে – আর সে জন্যই তাকে টার্গেট করেছিল হামলাকারীরা।

কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে ফেরা কাজিম আহমেদ পরে জানিয়েছিলেন, 'আলিগড়ের বাসের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন ওই গাড়িটি এগিয়ে এসে আমাকে লিফট দিতে চায়।'

'কিন্তু আমাকে গাড়িতে তুলেই যখন ওরা জানালার কালো কাঁচ নামিয়ে দেয়, তখনই আমি প্রমাদ গুনি।'

'নামিয়ে দেয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করলেও তাতে ওরা কান দেয়নি, আমার দাড়ি টেনে ধরে একধারসে কিল-চড়-ঘুষি মারতে থাকে; দিতে থাকে খুব খারাপ গালাগালি!'

মুসলিম নির্যাতনেও পরিকল্পিত প্যাটার্ন?

কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথের আমলে উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের ঘটনা এখন এতটাই ডালভাত হয়ে গেছে যে এখন মিডিয়াতেও এসব খবর ঠাঁই পায় না বললেই চলে।

ভারতের সবচেয়ে জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যটিতে বিধানসভা ভোট মাত্র ছ-সাত মাস পরেই।

তার ঠিক আগে সেই রাজ্যে মুসলিম নির্যাতন যেন একটা নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী চলছে, একটা প্যাটার্ন অনুসরণ করছে, বিবিসিকে বলছিলেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্রনেত্রী ও অ্যাক্টিভিস্ট আফরিন ফতিমা।

আফরিন ফতিমা বলছিলেন, 'এ রাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে – আর পুরোটাই করা হচ্ছে পরিকল্পিত ছকে।'

'গবেষণা বলে, যেকোনো দাঙ্গার পরেই মুসলিমরা কিন্তু মিশ্র বসতির এলাকা ছেড়ে গিয়ে নিজেদের ঘেটো-তে গিয়ে বাস করতে চায়। এখানেও ভোটের আগে ভয় দেখিয়ে ঠিক সেভাবেই মুসলিমদের কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে।'

'রুটিরুজির প্রয়োজনে তাদেরও বাইরে বেরোতেই হয়, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষই জানেন, প্রতিদিন বাড়ির বাইরে পা ফেলেই তারা বিরাট একটা ঝুঁকি নিচ্ছেন!'

যতই অবিশ্বাস্য শোনাক – নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে বিশেষ করে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বাস্তবতা কিন্তু এটাই।

বয়স বারো হোক বা বাহাত্তর, মুসলিমদের পরিকল্পিতভাবে মারধর করা হচ্ছে, জোর করে বলানো হচ্ছে- জয় শ্রীরাম।

গোটা ঘটনার ভিডিও করে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে – যেগুলো দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ছে জাঠদের মহাপঞ্চায়েত। **সূত্র : বিবিসি**।

১১ই জুলাই, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | ক্রুসেডার ফ্রান্স ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ অভিযানের দৃশ্য

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) সম্প্রতি প্রায় ১৫ মিনিটের একটি চিত্তাকর্ষক ভিডিও প্রকাশ করেছে।

দলটির অফিসিয়াল আয-যাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত নতুন এই ভিডিওটিতে মালিতে চলমান যুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে ভিডিওটিতে ক্রুসেডার ফ্রান্স, জাতিসংঘ ও মালির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত একাধিক অভিযানের ভিডিও চিত্র দেখানো হয়েছে।

ভিডিওটির চিত্তাকর্ষক কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/07/11/50657/

আফগান পুনর্গঠনে জোরদার কার্যক্রম চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের 'গণপূর্ত বিভাগ' তালিবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের পুনর্নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যা আফগান পুনর্গঠনে তালিবানদের সংস্কার আন্দোলনেরই একটি অংশ।

তালিবান সমর্থক মিডিয়া সূত্রগুলো দেখাচ্ছে যে, তালিবানরা আফগান পুনর্গঠনের আওতায় কান্দাহার প্রদেশের খাকরিজ জেলা থেকে শুরু করে হেলমান্দ প্রদেশের সাংগিন জেলা পর্যন্ত একটি রাস্তা পুনর্নির্মাণ শুরু করেছেন, যা দ্রুত এগিয়ে চলছে। এমনিভাবে গজনি-কান্দাহার মহাসড়কেও তালিবান কর্তৃক পুনর্নির্মাণ কাজ চলছে।

একইভাবে কাবুল-কান্দাহারের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কেও পুনর্নির্মাণ কাজ চালাতে দেখা গেছে তালিবানদের।

তালিবানরা বলেছেন যে, তাঁরা তাদের দেশ পুনর্গঠনের জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই কাজে তাঁরা কালক্ষেপণ করবেন না।

https://alfirdaws.org/2021/07/11/50654/

সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে ৩৭৯ ফিলিস্তিনি আহত

ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে অন্তত ৩৭৯ ফিলিস্তিনি নাগরিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩১ জন আহত হয়েছেন ইসরায়েলি বাহিনীর তাজা গুলিতে। অবৈধ নিরাপত্তা চৌকির বিরুদ্ধে শুক্রবার (৯ জুলাই) পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশে গুলি চালালে আহত হন তারা।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে আল-জাজিরা জানায়, পশ্চিমতীরের বেইতা শহরে ফিলিস্তিনিরা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন এবং ইসরায়েলি বাহিনীর দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুমা'র নামাজের পর ইসরায়েলি বাহিনী মিছিল লক্ষ্য করে তাজা গুলি ও রাবারে মোড়ানো স্টিল বুলেট ছোড়ে।

হামলায় ৩৭৯ জনের আহতের খবর জানিয়েছে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট। এর মধ্যে তাজা গুলিতে আহত হয়েছেন ৩১ জন। তবে হামলার বিষয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ কোনো মন্তব্য করেনি।

এদিকে কাফর কাদুম এবং বেইত দাজান শহরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর টিয়ার গ্যাসের কারণে অনেক ফিলিস্তিনিকে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

এ ছাড়া হেব্রুনের মাসাফের ইয়াত্তায় অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের একটি বিক্ষোভ পণ্ড করে দেয় ইসরায়েলি বাহিনী।

ধারণা করা হয়, পূর্ব জেরুজালেমসহ দখলকৃত পশ্চিম তীরে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ইহুদি বসতি গড়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূখণ্ডে ইসরায়েলের যে কোনো ধরনের বসতি স্থাপন অবৈধ।

ভারতের নতুন মন্ত্রিসভার ৪২ শতাংশ মালাউনই ফৌজদারি মামলার আসামি

সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদল এনেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি ভবনে ঘটা করে শপথ নেয় ভারতের নতুন ৪৩ জন মন্ত্রী। কিন্তু শনিবার (১০ জুলাই) মন্ত্রীদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ভারতের অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)। যেখানে বলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার ৯০ শতাংশ মন্ত্রী কোটিপতি। আর ৪২ শতাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি মামলা। যার মধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রয়েছে গুরুতর অভিযোগ।

প্রতিবেদন বলছে, একাধিক নবনির্বাচিত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে রয়েছে একের বেশি মামলা। নতুন মন্ত্রিসভার ৭৮ সদস্যের মধ্যে ফৌজদারি মামলা রয়েছে মোট ৩৩ জনের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন বারলা, নিশীথ প্রামাণিক-সহ চারজনের বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ।

বাকি ৩৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যা ও ডাকাতির মতো ভয়াবহ মামলা। অর্থাৎ দেশটির মোট মন্ত্রীর ৩১ শতাংশের বিরুদ্ধে রয়েছে গুরুতর অপরাধের মামলা।

এডিআর-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলার বিরুদ্ধে গুরুতর ৯টি মামলা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আরেক সংসদ সদস্য নিশীথ প্রমাণিকের বিরুদ্ধে রয়েছে মোট ১১টি মামলা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ। নির্বাচনের সময় অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সাত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই তথ্যগুলোর বেশিরভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে মন্ত্রীদের দেওয়া বিভিন্ন হলফনামা থেকে।

এ তো গেল অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য। আর্থিক কেলেঙ্কারির দিক থেকেও রীতিমতো রেকর্ড গড়ল এবারের গেরুয়া শিবির।

এডিআর-এর রিপোর্ট বলছে, প্রধানমন্ত্রীর নতুন মন্ত্রিসভার প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থাৎ ৭০ জন সদস্যই কোটিপতি। এর মধ্যে চার মন্ত্রীর সম্পত্তি ৫০ কোটি টাকারও বেশি। নতুন মন্ত্রিসভার মাত্র ৮ সদস্যের সম্পত্তি এক কোটি টাকার কম। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দরিদ্রতম ত্রিপুরার প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৬ লক্ষ টাকা। বাংলা থেকে মন্ত্রী হওয়া জন বারলা দ্বিতীয় দরিদ্রতম মন্ত্রী। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা। সম্পদ কম থাকলেও তার বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যা চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগ।

সূত্র: আউটলুক ইন্ডিয়া

ভারতে মুসলিম নারীদের অবমান করতে উগ্র হিন্দুদের নতুন চক্রান্ত

ভারতে গত রোববার অনেক মুসলিম নারী হঠাৎ দেখতে পান অনলাইনে বিক্রির জন্য তাদের নিলামে তোলা হয়েছে। এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে ভারতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে মুসলিম নারীদের ছবি নিয়ে তা প্রকাশ করে 'স্যাল্লি ডিলস' নামের একটি অ্যাপ। 'স্যাল্লি' একটি অবমাননাকর শব্দ। ভারতে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম নারীদের অবমাননা করতে 'স্যাল্লি' শব্দটি ব্যবহার করে।

সেখানে বলা হয়, এসব নারীদের বিক্রি করা হবে। অ্যাপটিতে ৮০ জনের বেশি নারীর ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। যারা বিমান চালনা, আইন পেশা এবং সাংবাদিকতার মতো বিভিন্ন পেশায় সফল। পাশাপাশি সক্রিয় ও সোচ্চার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে।

ভারতের পেশাদার পাইলট হানা মহসিন খান। সম্প্রতি এক ওয়েবসাইটে নিজের ছবি দেখতে পান, যেখানে বিক্রির জন্য তাকে রীতিমতো নিলামে তোলা হয়েছে। স্যাল্লি ডিলস নামের একটি অ্যাপে হানা খানের মতো আরও অনেক মুসলিম নারীর ছবি প্রকাশ করা হয়। যেখানে লেখা রয়েছে 'আজ বিক্রির জন্য'।

হয়রানির শিকার ভারতীয় মুসলিম নারী পেশায় পাইলট হানা মহসিন খান বলেন, অ্যাপে ঢুকে কিছুক্ষণ পরই নিজের ছবি দেখতে পাই। ওরা ছবি নিয়েছে আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে, ছবির সাথে আমার টুইটারের ইউজার নেইম ছিলো। এটা ২০ দিন ধরে অনলাইনে ছিল, কিন্তু আমরা তা জানতেই পারিনি। এমন ৮৩টি ছবি ছিলো। পুরো বিষয়টি দেখে ভয়ে আমি রীতিমতো ঠাণ্ডা হয়ে যাই।

ভারতে নারীদের নিলামের এমন ঘটনা নিয়ে চলছে তোলপাড়। বিবিসি জানিয়েছে, মূলত উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম নারীদের অবমাননা করতেই স্যাল্লি শব্দটি ব্যবহার করে। ওই অ্যাপ থেকে কোনো নারীর নিলাম হয়নি, অ্যাপটি খোলার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের অপমান-অপদস্থ করা। ভারতে যেসব মুসলিম নারী পেশার ক্ষেত্রে সফল এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার তাদেরকেই নিশানা করা হয়েছে।

হানা মহসিন খান আরও বলেন, আমি একজন মুসলিম নারী, সফল এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার। তাই তারা আমার মুখ বন্ধ করতে চায়, অপদস্থ করে ভয় দেখাতে চায়। তবে আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই। পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছি। এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের শেষ দেখে ছাড়বো।

জানা গেছে, জিটহ্যাব নামে একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম থেকে ওই অ্যাপটি কার্যকর করা হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, ভারতে নাগরিকত্ব আইন এবং তালিকার বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনে বেশ সোচ্চার ছিলেন দেশটির মুসলিম নারীরা। এসব কারণেই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছেন তারা।

স্বাধীনতাকামীদের নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুবার্ষিকীতে কাশ্মিরীদের ধর্মঘট

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুবার্ষিকীতে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছেন কাশ্মিরীরা। বৃহস্পতিবার ওয়ানির ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে উপত্যকার বিভিন্ন স্থানেই ধর্মঘট পালন করা হয়।

২০১৬ সালের ৮ জুলাই কাশ্মিরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ উপজেলার বুমদুরা গ্রামে ভারতীয় সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে এক বন্দুক যুদ্ধে বুরহান ওয়ানি শহিদ হন। তার হত্যার ঘটনায় ওই সময় পুরো কাশ্মিরে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময় কাশ্মিরীদের বিক্ষোভে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর হামলায় এক শ'র বেশি প্রাণহানি হয় এবং আরো শত শত লোক আহত হন।

রাজধানী শ্রীনগরের বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটের কারণে দোকানপাট বন্ধ থাকতে দেখা যায়। ভারতীয় সংবাদপত্র হিন্দুস্তান টাইমসকে শ্রীনগরের এক ফেরিওয়ালা মোহাম্মদ আকবর বলেন, 'বুরহান ওয়ানির স্মরণে লোকজন ধর্মঘট পালন করছে। বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ রয়েছে। সাথে সাথে সকাল থেকেই গাড়ি চলাচল কম তবে বিকেল থেকে আবার চলাচল শুরু হয়েছে।'

অপরদিকে বুরহান ওয়ানির জন্মস্থান পুলওয়ামা জেলায় বিক্ষোভের আশঙ্কায় মালাউন বাহিনী কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

বিলাল আহমেদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, জেলায় সরকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে চেক পয়েন্ট স্থাপনের সাথে সাথে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস।

১০ই জুলাই, ২০২১

আমরা চাইলে দুই সপ্তাহে পুরো আফগান নিয়ন্ত্রণে নিতে পারি – তালিবান

মস্কোয় তালিবান প্রতিনিধি দলের প্রধান মৌলভী শাহাবুদ্দিন দিলোয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাম্প্রতিক মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন যে, তালিবানরা চাইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে পুরো আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে।

গত ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার, সাংবাদিকরা জো বাইডেনের নিকট তালিবানরা ক্ষমতায় আসবেন কিনা জানতে চাইলে বাইডেন বলেছিল, "না!" আমি তালিবানকে বিশ্বাস করি না, তবে আমি 300,000 সদস্যের শক্তিশালী আফগান বাহিনীকে বিশ্বাস করি।

অন্যদিকে, আফগান তালিবানরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেনের এই মন্তব্যকে ব্যক্তিগত মতামত বলে বিবেচনা করেন। এ বিষয়ে মস্কো সফররত আফগান তালিবান প্রতিনিধি দলের প্রধান, মৌলভী শাহাবুদ্দিন দিলোয়ার বলেছেন যে, তাঁরা চাইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে পুরো আফগানিস্তান দখল করতে পারেন। তাছাড়া বর্তমানে আফগানিস্তানের ৮৫% অঞ্চলের ওপর তালিবানদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মৌলভী শাহাবুদ্দীন দিলোয়ার আরও যোগ করেছেন যে, আমরা দখলদার বিদেশী বাহিনীকে শান্তিপূর্ণভাবে আফগানিস্তান ছাড়ার সুযোগ দিয়েছি।

অপরদিকে মস্কো সফররত আফগান তালিবান প্রতিনিধি দলের অপর একজন সদস্য জানান, বর্তমানে আফগানিস্তানের সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশে একটি নতুন শাসন-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তালিবানরা জোরদার প্রচেষ্টা শুরু চালিয়ে যাচ্ছেন।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পাল্টা হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায়, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মার্কিন সীমান্তের কালান্দর-কুন্ড সেরাই এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের অবস্থানে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেছিল। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধের শিকার হয় মুরতাদ সৈন্যরা। এসময় মুজাহিদগণ তীব্র পাল্টা হামলা চালালে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়, আহত হয় আরও বেশ কিছু সৈন্য। অপরদিকে এলাকাটিতে অবস্থানরত সমস্ত মুজাহিদ আল্লাহর রহমতে নিরাপদে ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ প্রতিরোধ যুদ্ধের সংবাদটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

করোনাকালীন বিশ্বে রোগে মৃত্যুর হার মিনিটে ৭ জন, অপরদিকে ক্ষুধায় ১১ জন

করোনাকালীন বিশ্বে রোগাক্রান্তে মৃত্যুর চেয়েও অধিক লোক অভাবের তাড়নায় না খেয়ে মারা যাচ্ছে।

গত ৯ জুলাই শুক্রবার আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা, অক্সফামের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাকালীন সময়ে অভাবের তাড়নায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১১ জন লোক মারা যাচ্ছেন; যেখানে বিশ্বব্যাপী রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে মিনিটে ৭ জন।

প্রতিবেদন আরো যোগ করা হয়, বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি গত বছরের তুলনায় চলতি বছর আরও ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অক্সফামের মতে, বিশ্বে বর্তমানে ১৫৫ মিলিয়ন (১৫ কোটি ৫০ লাখ) মানুষ চরম খাদ্য সংকটের মধ্যদিয়ে দিন পার করছে; যাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক কুফরি বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যন্ত্র কর্তৃক সামারিক সংঘাতের কারণে অনাহারে দিন কাটান।

করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

তাছাড়াও করোনাকালে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে খাদ্যের দাম ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে, যা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

তালিবানের নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ততম ৫ টি বন্দর, প্রতিদিন কয়েক লাখ ডলার আয়ের সম্ভাবনা

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তান থেকে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি ও তাদের দোসরদের হটিয়ে সমগ্র আফগানিস্তানে ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক স্বপ্নের ইমারাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন।

তারই ধারাবাহিকতায় তালেবান বীর মুজাহিদরা কুন্দুজ প্রদেশের ব্যস্ততম "শের খান" বন্দর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে বন্দরটি থেকে দৈনিক ২.৫ মিলিয়ন আফগানি বা ৩২ হাজার মার্কিন ডলারেরও

বেশি রাজস্ব তালিবানরা অর্জন করতে সক্ষম হবেন বলে আফগান সরকারপন্থী গণমাধ্যম 'টোল' নিউজ জানিয়েছে।

দ্য আফগান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট জানিয়েছে, তালিবান মুজাহিদরা শের খান বন্দর ও কাস্টমস অফিস দখলে নেয়ার পর থেকে কাবুল প্রশাসনের সব কার্যক্রম সেখানে বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, বন্দরটি তাজিকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত।

খবরে বলা হয়, এ বন্দরে প্রতিদিন ২ শ'র অধিক যানবাহন কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য আসতো, যা বর্তমানে তালিবানরা নিয়ন্ত্রণ করছে।

কুন্দুজ প্রদেশের কাউন্সিল সদস্য খালিদুদ্দিন হাকিমি বলেন, "বন্দরের সব দালাল কর্মকর্তাকে তালিবানরা বরখাস্ত করেছেন। মুজাহিদরা জানিয়েছেন, বন্দরের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করতে ইচ্ছুক তারা যেন দুইদিন পরে আসে। তাদের পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হবে বলে তালিবানরা নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

খবরে বলা হয়, ইতোমধ্যে তালিবান ওই বন্দরে একজন পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে। একই সঙ্গে তারা ব্যবসায়ীদের বন্দরে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করার আহবান করেন।

কাবুল অর্থমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রাফি তাবেহ বলে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ওই বন্দর থেকে ৪৭৬ মিলিয়ন আফগানি বা ৬০ লাখ মার্কিন ডলারেরও বেশি রাজস্ব আয় করেছিল দালাল কাবুল প্রশাসন।

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের প্রধান ও ব্যস্ততম বন্দর ৬ টি, ইতিমধ্যে যার ৫ টিই তালিবানরা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এসব পথ দিয়েই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। যার ফলে তালিবানরা এসব বন্দর থেকে এখন থেকে প্রতিদিন কয়েক লাখ মার্কিন ডলার রাজস্ব অর্জন করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলো যেন একেকটা মরণফাঁদ!

বছর না পার হতেই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায় ঘরহীন মানুষের জন্য নির্মিত আশ্রয়ন প্রকল্পের অধিকাংশ ঘরে বিরাটাকার ফাটল তৈরি হয়েছে। ।

পোগলদিঘা ইউনিয়নের তারাকান্দি রেলস্টেশন থেকে অর্ধ কিলোমিটার পশ্চিমে অগ্রসর হলেই চোখে পড়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বেশ কিছু ঘর। দূর থেকে ঘরগুলো মনোরম এবং সুদৃশ্য মনে হলেও কাছে গেলেই দৃশ্যমান হবে আশ্রয়ণ প্রকল্পের গৃহহীন লোকদের দুর্ভোগের নানা চিত্র।

প্রকল্পের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কিছু না কিছু ফাটল দেখা যাবে; যা ঘর তৈরিতে অবহেলা এবং লাগামহীন দুর্নীতির প্রমাণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে।

ভুক্তভোগীরা জানান,"চলতি বছরে আমাদের কাছে জমির কাগজপত্রসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হলেও, প্রকল্পের ঘরগুলোতে বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি ও নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া যাতায়াতের অসুবিধা, বর্ষা মৌসুমে ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত পানি ওঠার ভয়ে আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছি।"

তারা আরো জানান, "আশ্রয়ন প্রকল্পগুলোতে ব্যপক দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে ঘরগুলোতে মারাত্মক ফাটল দেখা দিয়েছে। ঘরে উঠতে না উঠতেই এমন ফাটল দেখা দেয়ায় যেকোন সময় ঘরগুলো ভেঙ্গে বড় ধরণের দুর্ঘটনার ভয়ে আমরা ভীষণ শঙ্কিত আছি।"

প্রকল্পগুলোর নির্মাণে অবহেলা ও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের দায়ভার অবশ্যই প্রকল্প অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িতদের নিতে হবে বলে প্রকল্পের বাসিন্দারা জানায়।

তবে ভুক্তভোগীদের অনেকেই দাবী করেন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নির্মিত এসব প্রকল্পের নামে সরকারি আমলারা সুকৌশলে জনগণের অর্থ আত্মসাতেই অধিক ব্যস্ত।

তারা অভিযোগ করে বলেন, "ইউএনও স্যার ঠিক করে দেয়ার আশ্বাস দিলেও তা শুধুই সান্তনার বানী মাত্র।"

০৯ই জুলাই, ২০২১

পাকিস্তান | টিটিপির টার্গেট কিলার মুজাহিদদের হাতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের দির জেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনায় ৩ সৈন্য নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

বিশদ মতে, গত ৭ জুলাই রাতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) টার্গেট কিলার মুজিহিদিনরা লোয়ার দির থানার সাচ্চা মীরা চেকপোস্ট লক্ষ্যবস্তু করে সফল হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় কনস্টেবল হুসেন নামক এক মুরতাদ।

এই হামলার তিন দিন আগে দির ময়দানের কোলাল-ডেরি এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর আরও একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছিলেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং পোস্টে থাকা অন্য সৈন্যরা আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক বার্তায় উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

https://ibb.co/dBdVCqw

ফটো রিপোর্ট | মুজাহিদদের কাছে সম্মিলিত কুফফার জোটের সূচনীয় পরাজয়ের পরের চিত্র

গত ৬ জুলাই সোমালিয়ার ৩টি শহর বিজয়কালে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সম্মিলিত কুফফার জোট। যেই যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয় সোমালিয় মুরতাদ সৈন্যদের পাশাপাশি সেক্যুলার তুরস্ক আমেরিকার প্রশিক্ষিত ২টি স্পেশাল ফোর্স এবং বিমান বাহিনী। এত কিছুর পরেও মুরতাদ সৈন্যরা শহর রক্ষা এবং নিজদের পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং মুজাহিদদের হামলার নিজেদের ৭০ সৈন্যকে হারিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিল সম্মিলিত এই জোট। পলায়নের সময় নিজেদের ২০ সৈন্যর মৃত্য দেহ ময়দানে রেখেই শহর ত্যাগ করে অন্যান্য সৈন্যরা।

শহরগুলো বিজয়ের পরের সামান্য কিছু চিত্র দেখুন

https://alfirdaws.org/2021/07/09/50613/

০৮ই জুলাই, ২০২১

হাসপাতালেই চিকিৎসককে পেটালো ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত এক চিকিৎসককে মারধর করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

গত রবিবার (৪ জুলাই) রাত দেড়টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বুধবার (০৭ জুলাই) মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে দায়িত্বরত চিকিৎসক নাফিজ আহম্মদ’র সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করছেন একদল যুবক। এক পর্যায়ে তাকে মারধর শুরু করে দুই তিন জন। মারধরের এক

পর্যায়ে ঘরের মধ্যে তিনি চলে যেতে চাইলে তাকে জামা ধরে দরজা থেকে টেনে এনে আবারও লাথি ও কিল ঘুষি মারতে থাকে।

মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাসিব আহম্মেদ বলেন, গত রবিবার রাত দেড়টার দিকে জুয়েল রানা নামে এক যুবক বুকের ব্যথা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে হাসপাতালে আসেন। সেসময় জরুরি বিভাগে ডিউটিরত ছিলেন মেডিকেল অফিসার ডা. নাফিজ আহম্মদ। জুয়েল রানাকে দেখে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে তার স্ত্রী তানিয়াকে হাসপাতালের উপরের বেডে যেতে বলেন ডা. নাফিজ। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সকালে ডাক্তার দেখাতে বলেন। এ সময় ডাক্তার ও রোগীর স্ত্রী তানিয়ার সঙ্গে তর্কবিতর্কের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার পর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুজ্জামান বিপাশ ও তার সহযোগী ইসরাফিল হোসাইন বাবু, সাদ্দাম হোসেন ও আমির হোসেন জরুরি বিভাগের সামনে এসে ডাক্তারকে ডাকেন। এক পর্যায়ে তারা ডাক্তারকে মারধর করে।

বিনা কারণে বয়স্ক ফিলিস্তিনিকে আটক করলো অভিশপ্ত ইসরায়েল বাহিনী

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনী আল-আকসা মসজিদে হামলা চালিয়ে বয়স্ক এক মুসলিম ব্যক্তিকে আটক করেছে।

গত ৫ ই জুলাই আল-আকসায় ফজরের নামাজে অংশ নিতে মসজিদের গেইটে পৌঁছতেই আবু বকর শিমি নামে এক প্রবীণ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে।

দখলদার বাহিনী নিয়মিত মসজিদের গেইটগুলোতে অবস্থান নেয় এবং বিভিন্ন সময় ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ চালায়।

অন্যদিকে, গ্রেফতারের আগে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ফজরের নামাজের সময় কয়েক ডজন ইহুদি আল-আকসায় প্রাঙ্গণে ঢুকে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এরপর আল-আকসায় ইবাদতরত মুসল্লিদের উসকানি দিতে থাকে।

মুসলিমদের বারবার আপত্তি ও নিষেধ করা সত্ত্বেও দখলদার কর্তৃপক্ষ পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় নাপাক ইহুদিদের জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়ে মুসল্লিদের উসকানি দিয়ে থাকে।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

থালা হাতে রাস্তায় ব্যবসায়ীরা

চলমান লকডাউন প্রত্যাহারের দাবিতে রাজশাহীতে থালা হাতে বিক্ষোভ করেছে ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) সকাল ১১টায় সাহেব বাজার এলাকায় রাস্তার ওপরে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেন।

ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ইয়াসিন আলী বলেন, টানা লকডাউনে আমরা কর্মচারীদের বেতন দিতে না পারায় বাধ্য হয়ে নামতে হচ্ছে রাস্তায়।

আমরা লকডাউনের প্রত্যাহারসহ আমাদের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি।

তামাশার লকডাউনে দুধ ও কোরবানির পশু নিয়ে বিপাকে খামারিরা

সরকারের চাপিয়ে দেয়া লকডাউনে অর্ধেক দামেও মিলছে না দুধের ক্রেতা। সংরক্ষণ করতে না পারায় নষ্ট হচ্ছে লিটারের পর লিটার দুধ। অন্যদিকে, খামারিদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই কোরবানির পশু বিক্রি নিয়েও।

সামনে কোরবানির ঈদ। সে জন্য প্রায় ৩৭ মণ ওজনের একটি ষাঁড় প্রস্তুত করে তা নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছেন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের জিরাই গ্রামের প্রান্তিক খামারি শাহজাহান আলী। ধারদেনার টাকায় বহু কষ্টের ষাঁড়টির ন্যায্যমূল্য না পেলে পথে বসতে হবে তাকে।
শাহজাহান আলী বলেন, কোরবানিতে ষাঁড়টি বিক্রি করতে না পারলে আমার অনেক ক্ষতি হবে। অনেক ধারদেনা করে ষাঁড়টির খাবার জোগাড় করতে হয়েছে। দোকানে অনেক বাকিও পড়েছে গেছে। লালন-পালন করা ষাঁড়টি বিক্রি করেই ধারদেনা শোধ করার ইচ্ছা রয়েছে শাহজাহান আলীর পরিবারের।
অন্যদিকে জেলার রেস্তোরাঁ থেকে মিষ্টির দোকান লকডাউনে সবই বন্ধ। ফলে ৬০ টাকা লিটারের দুধ ৩০ টাকায় দিয়েও ক্রেতা পাচ্ছে না মহিমাগঞ্জের অ্যামেক্স ডেইরি। অনুরোধ করে অর্ধেক দামে দুধ দিয়েও ক্রেতা না মেলায় বাড়তি দুধ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছে তারা।
খামারটির এক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেন, প্রতি লিটার দুধ উৎপাদনে খরচ পড়ে যায় ৫০ থেকে ৫২ টাকার মতো। অথচ অর্ধেক দামেও বিক্রি করে দুধ থেকে যাচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৬০ লিটার দুধ বিক্রি হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে খামারটি বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে কর্মরত ২০-২৫ জন কর্মচারী বেকার হয়ে যাবেন বলেও জানান তারা।

গত কোরবানি ঈদে ৬৭ হাজার পশুর চাহিদা থাকলেও এবার জেলার প্রায় ১৩

হাজার খামার ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রস্তত করা হয়েছে প্রায় ৯০ হাজার পশু। অন্যদিকে ছোট বড় মিলে প্রায় ১১ হাজার খামারে প্রতিদিন উৎপাদন হচ্ছে ৩৭৬ মেট্রিক টন দুধ।

যথেষ্ট কুরবানির পশু থাকার পর সকলের দুশ্চিন্তা সঠিকভাবে পশু ক্রয় বিক্রয় নিয়ে। সরকারের ত্বাগুত বাহিনী কোথাও পশুর হাট বসতেই দিচ্ছে না।
কোথাও বসলেও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গরু নিয়ে আসা খামারীরা পুলিশের ঝটিকা অভিযানে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে।
এদিকে খামারীদের অভিযোগ, প্রশাসনের এমন অভিযানে তাদের অনেক গরু হারিয়ে গেছে।

সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার এক মাংস ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

বুধবার রাতে উপজেলার যুগিখালী ইউনিয়নের ওফাপুর গ্রামের তালতলা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শেখ রেজাউল (৬০) ওফাপুর গ্রামের মৃত শেখ আব্দুল গফুরের ছেলে।

কলারোয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. ওহিদুজ্জামান ঢাকা পোস্টকে বলেন, রাতে শেখ রেজাউল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে।

উলেখ্য, বাংলাদেশের পাশের দেশ ভারতে গরু জবাই, গোমাংশ বহনে অযুহাতে মুসলিমদের পিঠিয়ে মারার বহু ঘটনা ঘটছে। বাংলাদের হিন্দুরাও মুসলিমদের গো হত্যা বন্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

কিছুদির পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ক্যান্টিনে গরুর মাংস রান্না করার প্রতিবাদ জানিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট বার শাখা হিন্দু আইনজীবীদের ঐক্য পরিষদ। একইসঙ্গে ক্যান্টিনে গরুর মাংস রান্না বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সমিতির বর্তমান কমিটির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সুপ্রিম কোর্ট শাখার সভাপতি বিভাস চন্দ্র বিশ্বাসসহ আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্য আইনজীবীরা হল, আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সম্পাদক অনুপ কুমার সাহা, আইনজীবী সমিতির বিজয়া পুনর্মিলনী ও বাণী অর্চনা পরিষদের আহ্বায়ক জয়া ভট্টচার্য এবং সদস্য সচিব মিন্টু চন্দ্র দাস।

মুসলিমদের ঈদুল আযহায় গরু জবাই বন্ধ করতেও তারা নানা চক্রান্ত করে থাকে।

তাই মুসলমানদের ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে মাংশ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় হিন্দুদের সমপৃক্ততাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাশ্মীরে মালাউন বাহিনীর গুলিতে দুই নিরীহ মুসলিম যুবক নিহত

স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনে কাশ্মীরে দুই নিরীহ যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় দখলদার বাহিনী। তবে সেই ২ যুবককে মিথ্যা অভিযোগে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

কাশ্মীরের গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ভারতের দখলদার বাহিনী কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় সার্চ অভিযান চালায়। এ সময় তারা অনুমতি ছাড়া কাশ্মীরিদের বাড়িঘরে প্রবেশ করে। ঘরের চার দেয়ালে থেকেও কাশ্মীরি নারীরা নিরাপদে বসবাস করতে পারছেন না এর মাধ্যমে বিষয়টি আবারো স্পষ্ট হল।

এই অভিযান চালানোর সময় দুই যুবকের ওপর স্বাধীনতাকামীদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

তবে স্থানীয়রা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা, তারা অন্যায় ভাবে দুই যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর বিচারবহির্ভূতভাবে তাদেরকে শহীদ করেছেন।

সূত্র: এক্সপ্রেস নিউজ

০৭ই জুলাই, ২০২১

সোমালিয়ায় আল-কায়েদার কাছে কুফ্ফার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, ৩টি শহর বিজয় এবং ৭০ সৈন্য নিহত

সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় মাদাক রাজ্যে কুফ্ফার বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার মাধ্যমে রাজ্যটির বৃহৎ ৩ টি শহর বিজয় করে নিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

জানা যায় যে, গত ৬ই জুলাই মঙ্গলবার দিনভর মাদাক রাজ্যের কয়েকটি শহরে একযোগে বেশ কিছু অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের হামলার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় এবং দুইটি শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুরতাদ বাহিনীর শহর ছেড়ে পালায়নের পর মুজাহিদগণ শহর দুইটিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর উক্ত শহর দুইটি উদ্ধার করতে মুজাহিদদের উপর বড় পরিসরে সম্মিলিত হামলা চালায় কুফ্ফার বাহিনী। কিন্তু এসময় মুজাহিদদের দ্বিতীয় দফায় পর্বতসম প্রতিরোধের মুখে পড়ে কুফ্ফার বাহিনীর সম্মিলিত এই জোট। মুজাহিদদের থেকে শহর উদ্ধার করার পরিবর্তে কুফ্ফার বাহিনী নতুন করে আরও একটি শহর

মুজাহিদদের হাতে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। যার ফলে একদিনে মুজাহিদদের হাতে বিজিত শহরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩টিতে। শহরগুলো হল- বাদউইন, ক্বাইয়াদ ও সাবিনা-জোউরা।

এই উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় সেকুলার তুরস্ক ও আমেরিকার প্রশিক্ষিত দুইটি স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা। এসময় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী তাদের এয়ার সাপোর্ট দিয়ে মুরতাদ সৈন্যদের সাহায্য করতে থাকে।

আল-শাবাবের নিউজ পোর্টাল শাহাদাহ্ এজেন্সি জানিয়েছে, সম্মিলিত এই জোট মাদাক রাজ্যের ওয়াসল শহর থেকে সর্বপ্রথম তাদের উদ্ধার অভিযান চালাতে শুরু করে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলির পর মুজাহিদদের হাতে ডজনখানেক কুফ্ফার সেনা নিহত হয় এবং একাধিক সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। পরে এলাকাটি থেকে পিছু হটে সৈন্যরা।

এসময় ওয়াসল শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে সাবিনা-জোউরা নামক এলাকায় পরপর ৪ বার সরকারপন্থী মিলিশিয়ারা আক্রমণ চালায় এবং প্রতিবারই আল-শাবাবের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এখানেও ডজনখানেক লাশ ফেলে রেখে ও সাঁজোয়া যান হারিয়ে মুরতাদ বাহিনী পিছু হটে যায়।

একইভাবে বাদউইন শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের একটি শহরে সোমালি বাহিনীর আক্রমণের ব্যর্থতা এবং শহরটিতে মুজাহিদীনদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খোদ সরকারপন্থি মিডিয়াগুলোই রিপোর্ট করেছে।

এরপর মুজাহিদরা বাদউইন এবং কাইয়াদ জেলার কাছে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপর কাউন্টার-এ্যাটাক পরিচালনা করেন। হামলায় আরো বেশ কিছু স্পেশাল ফোর্সের সদস্য নিহত হয় এবং সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুরতাদ সোমালি বাহিনীর এই আক্রমণাত্মক অভিযান শুধু যে সেনাবাহিনী দিয়ে চালানো হয়েছে তা নয়। অভিযান চালানোর সময় সরকারপন্থী মিডিয়াগুলো মুজাহিদদের শোচনীয় পরাজয় এবং সরকারি বাহিনীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু দিনশেষে তাদের সব চক্রান্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শাহাদা নিউজ এজেন্সির মতে দিনভর চলা এই যুদ্ধে দখলদার তুরস্ক ও আমেরিকার প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৭০ সেনা নিহত হয়েছে এবং এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এছাড়াও আরো অনেক সৈন্য গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। অপরদিকে ৩ টি সাঁজোয়া যান পুরোপুরি ধ্বংস এবং আরো অনেকগুলো সাঁজোয়া যান মুজাহিদদের হামলায় অকেজো হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সিরিয়ায় কুফ্ফার বাহিনীর একাধিক অবস্থানে আনসার আল-ইসলামের হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী ও রুশ সৈন্যদের একাধিক অবস্থানে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে আনসার আল-ইসলাম।

সিরিয়ায় আল-কায়েদা সমর্থক কুর্দি জিহাদী গ্রুপ 'জামা'আত আনসার আল-ইসলাম' এর মুজাহিদগণ গত ৩ ও ৪ ঠা জুলাই, কুখ্যাত নুসাইরি মিলিশিয়া এবং রাশিয়ান দখলদার সৈন্যদের একাধিক অবস্থান এবং ঘাঁটি টার্গেট করে মিসাইল শেল দিয়ে সফল আঘাত করেছেন। যার ফলে কুফফার বাহিনীর একাধিক অবস্থানস্থল ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

জানা যায় যে, সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব, জোরাইন, আল-বাহসা ও ফুরো অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত কুফফার বাহিনীর ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে এসব হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

হামলার কিছু দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2021/07/07/50569/

আবারও নেদারল্যান্ডসের হাজিয়া সোফিয়া মসজিদে ইসলাম বিদ্বেষীদের ভাঙচুর

নেদারল্যান্ডসের হাজিয়া সোফিয়া মসজিদে আবারও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালের ডিসেম্বরেও এ মসজিদের জানালা ভাঙচুর করা হয়।

রবিবার (৪ জুলাই) রাতে মসজিদটিতে ভাঙচুর চালানো হয়।

হাজিয়া সোফিয়া মসজিদ ফাউন্ডেশনের বোর্ড চেয়ারম্যান গাজী কিরিক বলেন, আমরা এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, মসজিদে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে এমন ফুটেজ পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের ভিশন ফেডারেশন জানায়, ফেডারেশন অফিসের লাগোয়া মসজিদের জানালা বিয়ারের বোতল দিয়ে ভাঙচুর করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মসজিদ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ইউরোপজুড়ে বেড়েই চলেছে। অনেকেই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অভিবাসন এবং ইসলাম বিরোধিতাকে পুঁজি করছে। ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে।

সূত্র: ডেইলি সাবাহ

সোমালিয়ায় আল-কায়েদার তীব্র হামলায় ১৮ কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর একাধিক অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল শাবাব মুজাহিদিন। যার ৪ টিতেই কমপক্ষে ১৮ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদার সংবাদ সংস্থা 'শাহাদাহ্ এজেন্সী'' তাদের এক রিপোর্টে লিখেছে, আজ ৭ জুলাই দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যের জোহর বিমানবন্দরের কাছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সদস্যদের টার্গেট করে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে স্পেশাল ফোর্সের কমপক্ষে ৮ সদস্য হতাহত হয়েছে।

এদিন একই রাজ্যের কারয়ুলী, বারিরী ও ডানো শহরে ক্রুসেডার উগ্যান্ডার সেনাবাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এখন পর্যন্ত এই হামলায় ৪ সেনা নিহত হওয়ার সংবাদ নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অপরদিকে যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরতলির আফমাদু এবং ইউন্টাউয়ী অঞ্চলে মুরতাদ মিলিশিয়াদের আরও দুটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই অভিযানেও এখন পর্যন্ত ২ সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এমনিভাবে বে-বুকুল রাজ্যের হুদুর শহর ও জিযু রাজ্যের বোর্দোবো শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি অস্থায়িতা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তা পুড়িয়ে দিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হলে, সকল সৈন্য পালিয়ে যায়। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক আর্থিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সর্বশেষ রাজধানী মোগাদিশুর দাইনিলি জেলায়ও এদিন সফল হামলা চালান আল-শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের সফল এই অভিযানে সোমালি পুলিশ বাহিনীর এক সদস্য নিহত এবং অপর এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

১৬ বছরে পাচার ১১ লাখ কোটি টাকা

অর্থপাচার থামছে না। আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অঙ্কটি বড়ই হচ্ছে। গত ১৬ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে অন্তত ১১ লাখ কোটি টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এই অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, অর্থপাচারের প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ। বর্তমানে এমন অনেক খাতে অর্থপাচার হচ্ছে, যা জিএফআই আমলে নেয় না। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবেদন প্রকাশ করলে জাতীয় সংসদও সরগরম হয়ে ওঠে।

তর্ক-বিতর্কে একে অন্যকে দোষারোপ করতে দেখা যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব স্তিমিত হয়ে যায়। ওদিকে নীরবে চলতে থাকে বাণিজ্যের নামে অর্থপাচার।

ওদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য বিশ্লেষণ করে আমদানির কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে প্রতিবছর রেকর্ড গড়ার চিত্র দেখা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওভার ইনভয়েস এবং আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থপাচারের হারও অনেকখানি বেড়েছে।

জিএফআইয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০০৫ সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৪২৬ কোটি মার্কিন ডলার। একই ধারায় ২০০৬ সালে ৩৩৭ কোটি, ২০০৭ সালে ৪০৯ কোটি, ২০০৮ সালে ৬৪৪ কোটি, ২০০৯ সালে ৫১০ কোটি, ২০১০ সালে ৫৪০ কোটি, ২০১১ সালে ৫৯২ কোটি, ২০১২ সালে ৭২২ কোটি, ২০১৩ সালে ৯৬৬ কোটি, ২০১৪ সালে ৯১১ কোটি এবং ২০১৫ সালে এক হাজার ১৫১ কোটি ডলার পাচার হয়। এরপর বাংলাদেশ থেকে আর কোনো তথ্য না পাওয়ার কথা জানিয়ে সংস্থাটি বলেছিল, বিগত বছরগুলোতে অর্থপাচারের ঘটনা অনেকাংশে বেড়েছে। আগের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিবেদন আমলে নিয়ে সংস্থাটি জানিয়েছিল, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যায়। সে হিসাবে ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে পাচার হয়েছে তিন লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রতিবেদন বলছে, প্রধানত ১০টি দেশ এই অর্থপাচারের বড় গন্তব্যস্থল। দেশগুলো হলো সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ড। আর পাচার চলছে মূলত বাণিজ্য কারসাজি ও হুন্ডির মাধ্যমে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত ১৬ বছরে যে পরিমাণ অর্থপাচারের কথা বলা হচ্ছে, তা সর্বশেষ দুই অর্থবছরের মোট বাজেটের কাছাকাছি। চলতি অর্থবছরের বাজেটের আকার ছয় লাখ তিন হাজার ৬৮১ কোটি এবং আগের অর্থবছরে বাজেট ছিল পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া পাচারের এই অর্থ দেশের বর্তমান জিডিপির ৩১ শতাংশ। বর্তমানে জিডিপির আকার ৩৫৫ বিলিয়ন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার না হলে দেশে বর্তমানে জিডিপির আকার ছাড়িয়ে যেত সাড়ে চার শ বিলিয়ন ডলার।

অনেকে তুলনা করে বলছেন, পাচারের এই টাকা দিয়ে কয়েকটি পদ্মা সেতু বানানো যেত। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম অংশ মেট্রো রেলই বা কতগুলো বানানো সম্ভব ছিল, এ হিসাবও কষছেন কেউ কেউ। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতুর ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং মেট্রো রেল প্রকল্পের ব্যয় ২২ হাজার কোটি টাকা। পাচারের এই অর্থ দিয়ে দেশের বড় বড় মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেত খুব সহজেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানী সেলকে বলেন, বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারে যে তথ্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রকাশ করছে, সেটাও আংশিক। বাস্তবে পরিমাণ আরো অনেক বেশি। অনেক বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করেন। তাঁরা আয়ের বড় একটা অংশ অবৈধভাবে বিদেশে পাঠান। এটাও অর্থপাচার। এই তথ্য কিন্তু বৈশ্বিক সংস্থাগুলো উল্লেখ করে না। তারা শুধু বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারের তথ্য দেয়। তিনি আরো বলেন, 'যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করা গেলে অর্থপাচার প্রতিরোধ ও ফেরত আনা যেত। এখানে আমাদের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে।

৯৫ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তি হয়নি : এদিকে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার বিষয়ে মুখ থেকে মাঝেমধ্যে জোরালো বক্তব্য শোনা গেলেও তা বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় না। আইনি জটিলতা, তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা, আদালতে আসামিপক্ষের সময়ক্ষেপণ, সমন্বয়ের অভাব এবং উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশ থাকাসহ নানা জটিলতার কারণে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা যাচ্ছে না।

তবে অর্থপাচারের ৯৫ শতাংশ মামলাই নিষ্পত্তি হয়নি। মোট মামলার তিন-চতুর্থাংশই পারেনি নিম্ন আদালতের গণ্ডি পেরোতে। সুপ্রিম কোর্ট ও দুদকের তথ্য বলছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলার সংখ্যা ৪০৮, যার মধ্যে ১৮৭টি মামলা দুদকের। ৮৫টি মামলার বিচার চলছে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে। আর ঢাকায় ১০টি বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন ১৮৫টি মামলা। এর মধ্যে হাইকোর্টের আদেশে ৫২টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত আছে। আপিল শুনানির অপেক্ষায় আছে ২০টিরও কম মামলা। উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যাও ২০-এর বেশি নয়।

নিম্ন ও উচ্চ আদালতের তথ্য বলছে, পাচারের অভিযোগে রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো বছরের পর বছর ধরে বিচারাধীন। সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাবেক এমপি বিএনপি নেতা হাফিজ ইব্রাহিম, যুবলীগের নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট, খালেদ মাহমুদ ভুঁইয়া, ফারমার্স ব্যাংকের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতী, ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপাল বণিক, ফরিদপুরের আলোচিত দুই ভাই সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও ইমতিয়াজ হাসান রুবেলসহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা আটকে আছে।

কালের কণ্ঠ

জালিয়াতি করে ১২০ কোটি টাকা নিয়ে ভারতে চম্পট হিন্দু দম্পতির

বেসরকারি খাতের সাউথইস্ট ব্যাংকের ১২০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ভারতে পালিয়েছে বাংলাদেশি আগারওয়ালা নামের এক দম্পতি। এরা হল গোপাল আগরওয়ালা ও তার স্ত্রী দীপা আগরওয়ালা। উভয়ই সাউথইস্ট ব্যাংকের নওগাঁ শাখার গ্রাহক। জেএন ইন্ডাস্ট্রিজ এবং শুভ ফিড প্রসেসিং নামে তাদের নামসর্বস্ব দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১৯ সালের ৭ জুলাই চিরতরে ভারতে চলে গেছে। বর্তমানে তারা পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি সেবক

রোডে বসবাস করে। এ দম্পতির ছেলে রাজেন আগরওয়ালা এবং মেয়ে উমা আগরওয়ালাকে আগেই ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস জন্য পাঠিয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেছে, ব্যাংক খাতে এ ধরনের ঘটনার কারণ হলো সুশাসনের অভাব। সুশাসন না থাকায় ব্যাংকের ভেতরের লোকজনের সঙ্গে যোগসাজশে এসব ঋণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যে যোগ্য নয়, সেও ঋণ পায়, আবার যে পরিমাণ পাওয়ার যোগ্য তার চেয়ে বহুগুণ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বিদেশে টাকা পাচার, পালিয়ে যাওয়া বা টাকা মেরে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ব্যাংকের টাকা খেয়ে ফেললেও বর্তমানে কোনো শাস্তি নেই। উলটো পুরস্কার দেওয়া হয়।

গোপাল আগারওয়ালা বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার জগন্নাথ নগরে জেএন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে অটোরাইস মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। স্ত্রী দীপা আগারওয়ালা একই স্থানে 'মেসার্স শুভ ফিড প্রসেসিং' নামের একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের মালিক। ২০১৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত নিজ নামে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের নওগাঁ শাখা থেকে ৩ কিস্তিতে ৭৫ কোটি টাকা এবং দীপা আগারওয়ালা ২ কিস্তিতে ২৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়। গোপালের নিজ নামে নেওয়া ৭৫ কোটি টাকার মধ্যে ওডি (ওভার ড্রাফট) ঋণ ৫০ কোটি, মেয়াদি ঋণ ১০ কোটি এবং টাইম লোন ১৫ কোটি টাকা। আবার স্ত্রীর নামে নেওয়া ২৫ কোটি টাকার মধ্যে ওডি ২০ কোটি এবং টাইম লোন ৫ কোটি টাকা। ঋণ নেওয়ার সময় বগুড়ায় ৪৩৪ শতক ও দিনাজপুরে ৪০১ দশমিক ৫০ শতক জমি বন্ধক দিয়েছেন। বর্তমানে সুদসহ তা ১২০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

জানা গেছে, নওগাঁ শহরের লিটন ব্রিজ এলাকায় আগরওয়ালের ৪ তলা একটি বাড়ি রয়েছে। ভারতে যাওয়ার আগে বাড়িটি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস বা ইসকনকে দিয়ে গেছে।

গোপাল আগরওয়ালার ছোট দুই ভাই রাজকুমার আগরওয়ালা ও সুরেশ আগরওয়ালা বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ব্যবসা করে। তারা বসবাস করে নওগাঁ শহরে। গোপাল আগরওয়ালার তিন শ্যালক সুভাস পোদ্দার, দিলীপ পোদ্দার এবং প্রদীপ পোদ্দার বগুড়ার তালোরায় থাকছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শ্যালকদের সঙ্গে এ দম্পতির ভালো সম্পর্ক ছিল। এছাড়া ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গেও শ্যালকদের চলাফেরা ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এ দম্পতি নওগাঁর বড় কোনো ব্যবসায়ী নয়। এরপর সাউথ ইস্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে স্থাবর সম্পদের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থ ঋণ দিয়েছে। আর এ ঋণের টাকা ভারতে পাচার করা হয়েছে। তারা নিজেরাও এখন ভারতে।

জানতে চাইলে ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বর্তমান পরিচালক এমএ কাশেম যুগান্তরকে বলেনকে, শুধু নওগাঁ নয়, আরও কয়েকটি ব্রাঞ্চে এরকম ঘটনা রয়েছে। এর মধ্যে পাবনা এবং চট্টগ্রাম অন্যতম। তিনি বলেন, ঘটনা আমরাও কিছুটা জানি। তিনি আরও বলেন, ব্যাংক যে ঋণ দেয়, তা উদ্যোক্তাদের টাকা নয়। এগুলো গ্রাহকের আমানতের টাকা।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ২ যানসহ ১৬ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬ জুলাই বেশ কয়েকটি অভিযান চালিয়েছেন শাবাব যোদ্ধারা, যার ৩ টিতেই ৯ সৈন্য নিহত এবং ৭ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার দক্ষিণ শাবেলি রাজ্যের জানালি শহরতলিতে মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কিসমায়োতে মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ৩ টি বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে করে মুরতাদ সরকারের ২ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম জিযু রাজ্যের দোলো এবং লুয়াক শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলার উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস এবং অপর একটি গাড়ি গনিমত লাভ করেন।

তালিবানদের ভয়ে কুচক্রী গোয়েন্দাদের দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারত

আফগানিস্তানে প্রায় ২০ বছরের লড়াই শেষে দেশে ফিরছে ক্লান্ত শ্রান্ত মার্কিন বাহিনী। তালিবান যোদ্ধারা ফের দুর্নিবার গতিতে কাবুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে রীতিমতো শঙ্কায় ইসলামের দুশমন হিন্দুত্ববাদী ভারত।

ভারতের গণমাধ্যমে বলা হয়, আফগানিস্তান থেকে মালাউন গোয়েন্দা কর্মীদের ফিরিয়ে আনছে নয়া দিল্লি।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই জানায়, রাজধানী কাবুলে দূতাবাস ছাড়াও আফগানিস্তানের চারটি প্রধান শহর কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ, জালালাবাদ ও হেরাতে হিন্দুত্ববাদী ভারতের কনস্যুলেট রয়েছে, যেখান থেকে এতোদিন মালাউনরা ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে দালাল কাবুল প্রশাসন ও পশ্চিমা প্রভুদের সহযোগিতা করতো।

এরই মধ্যে তালিবানদের হামলার আশঙ্কায় জালালাবাদ ও হেরাতের কনস্যুলেট অফিস আগেই বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। এবার বাকি দুটি শহরে ভারতীয় কনস্যুলেট বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর গ্লোবাল জিহাদী তানজিম আল-কায়েদা যুগের হুবাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্তেশহাদি হামলা পরিচালনা করে। এই বরকতময় হামলার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০১ সালে ন্যাটোসহ ৪২টি মিত্র দেশ নিয়ে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে একচেটিয়া যুদ্ধের সূচনা করে।

প্রায় দুই দশক ধরে চলমান এই দীর্ঘ মেয়াদি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বর্তমান সুপার পাওয়ার আমেরিকা তার মিত্রদেশগুলো নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের আগে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সব সৈন্য প্রত্যাহার করবে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন থেকে বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদের গডফাদার আমেরিকা তার অর্ধেকের বেশি সৈন্য আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করেছে বলে জানা গেছে।

ভারতের সংবাদমাধ্যম এএনআই'র খবরে বলা হয়, কান্দাহার ও মাজার ই শরিফে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেটে অন্তত ৫০০ মালাউন গোয়েন্দা ইসলাম ও আফগান মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করে। রাজধানী কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসেও রয়েছে বহু ইসলাম বিরোধী গোয়েন্দা। তালেবানদের অকল্পনীয় বিজয়ে টালমাটাল পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকারের কাছে মালাউন গোয়েন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আফগানিস্তানে কর্মরত ভারতীয় গোয়েন্দাদের ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে নয়া দিল্লি।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১লা জুলাই রাজধানী কাবুলের ভারতীয় দূতাবাস মালাউন গোয়েন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলে, তালিবান আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে জেলা মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা করছে। মুজাহিদদের নিশানায় রয়েছে কাবুল প্রশাসনের ত্বাগুত সেনাবাহিনী, পশ্চিমাদের পাচাটা দোসর ও আফগানিস্তানে সক্রিয় ইসলাম বিরোধী দালাল চক্র। এসব অভিযান থেকে হিন্দুত্ববাদী গোয়েন্দারা ছাড় পাবেন বলে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বিশেষ করে ভারতীয় মালাউনদের অপহরণের ভয় রয়েছে। তাই আফগানিস্তানে কর্মরত বা ছদ্মবেশে অবস্থানরত ভারতীয় গোয়েন্দাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

ভারতের কাবুল দূতাবাসের ওই নির্দেশিকায় ভারতীয় মালাউনদের আফগানিস্তানে না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, সামরিক কনভয় বা সেনা চৌকি থেকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে, মার্কিন গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, আফগানিস্তান থেকে দখলদার বিদেশি সৈন্য সরে গেলে ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে তালিবান মুজাহিদিনরা রাজধানী কাবুলে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক শক্তিশালী ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন।

০৬ই জুলাই, ২০২১

যুক্তরাষ্ট্রে ৭২ ঘণ্টায় গুলিতে ১৫০ জন নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে সশস্ত্র সংঘাত বেড়ে গেছে। দেশটির সবচেয়ে বড় উৎসব স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ঘনঘটার মাঝেই কমপক্ষে ১৫০ জন নিহত হয়েছেন গোলাগুলির ঘটনায়। গত ৭২ ঘণ্টায় রক্তাক্ত এই সহিংসতা হয়েছে। ৪ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত ৪০০ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী গণমাধ্যম সিএনএন।

বদখশান প্রদেশের ২৮ টি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান

আফগানিস্তানে তালিবান মুজাহিদদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে এবং তারা বিনা লড়াইয়ে একের পর এক শহর ও জেলা কেন্দ্র দখলে নিচ্ছেন। সেই ধারায় তালিবানরা বদখশান প্রদেশের ২৮ জেলা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এসময় হাজারেরও বেশি কাবুল সেনা ভয়ে আশেপাশের তাজিকিস্তান সীমানা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী তালিবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বদখশান সীমান্তের দিকে খুব দ্রুততার সাথে অগ্রসর হচ্ছেন। যার ফলে শত শত কাবুল সেনা সীমান্ত রেখা পার হয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করেছে।

বদখশানে তালিবানদের বিজয়গুলি খুবই অসাধারণ ছিল, কারণ এটি সর্বদা মার্কিন মিত্র নেতাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। যারা ২০০১ সালে তালিবান সরকারকে পরাস্ত করতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করেছিল। অথচ বর্তমানে তালিবানরা প্রদেশটির যেই জেলার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, সেই জেলা থেকেই কাবুল প্রশাসনের কর্মকর্তারা শুধু পালাচ্ছে আর পালাচ্ছে। আফগান সেনা, পুলিশ এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এখন তাদের সামরিক অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে তাজিকিস্তান বা বদখশান প্রদেশের রাজধানী ফয়েজাবাদে চলে গেছে এবং ফয়েজাবাদ থেকে রাজধানী কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের তথ্যমতে, ৫ জুলাই তালিবানদের ভয়ে ৩০০ কাবুল সৈন্য বদখশান থেকে পালিয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করেছে।

বদখশানে কাবুল সেকারের কাউন্সিলর সদস্য মহিবুর রহমান আফগান সেনাবাহিনীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে যে, তালিবানরা বিনা লড়াইয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করছে, কারণ আফগান সেনাবাহিনী ভেঙে পড়েছে, তারা তালিবানদের আসার সংবাদ পেয়েই জেলাগুলো ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩ দিনে তালিবানরা ১০ টি জেলা দখল করেছে যার মধ্যে ৮ টি জেলাই তালিবানরা বিনা লড়াইয়ে জয় করে নিয়েছে।

তালিবানদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বদখশান প্রদেশের সমস্ত জেলা কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। এখন কেবল প্রাদেশিক রাজধানী ফয়েজাবাদ শহরের মাত্র ২০% এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে

কাবুল বাহিনীর। এই ২০% এলাকাও আবার মুজাহিদদের অবরোধের শিকার। যার ফলে কাবুল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা হেলিকপ্টার দিয়ে রাজধানী কাবুলে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রদেশটির সর্বমোট জেলা সংখ্যা ২৮টি, যার মধ্য থেকে ১০ টি মুজাহিদগণ আগেই বিজয় করে নিয়েছেন। আর এখন এক সপ্তাহের মধ্যে মুজাহিদগণ প্রদেশটির বাকি ১৮ টি জেলাও দখলে নিয়েছেন। আল্লাহু আকবার।

এদিকে তালিবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, সেপ্টেম্বরে প্রত্যাহারের সময়সীমার পরে কোনও বিদেশি সেনা আফগানিস্তানে থাকার কথা নয়, অন্যথায় তাদের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়বে।

কূটনীতিক এবং কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রক্ষার জন্য এক হাজার মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে থাকতে পারে এমন রিপোর্টের পরেই তালিবান এই বিবৃতি দিয়েছে।

০৫ই জুলাই, ২০২১

তালিবানের ভয়ে ১৫৮৭ এরও বেশি কাবুল সেনা তাজিকিস্তান পালিয়েছে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদদের হামলার ভয়ে এক হাজারেরও বেশি মুরতাদ কাবুল সেনা সীমানা পেড়িয়ে তাজিকিস্তান পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

তাজিক রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সীমান্তরক্ষীদের বরাত দিয়ে বলেছে যে, তালিবান মুজাহিদদের সাথে তীব্র সংঘর্ষের পরে আফগান বাহিনী সীমান্ত হয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করছে।

তালিবানরা বদখশানের শিকি, নাসি, মিমি, শাগান ও ইশকাশিম জেলায় আক্রমণ করার পরে রবিবার ১০৩৭ জন কাবুল সেনা তাজিকিস্তানে প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে। সর্বমোট গত ৪ দিন ১৫৮৭ কাবুল সেনা সীমান্ত হয়ে তাজিকিস্তান পালিয়েছে।

তাজিকিস্তান সীমান্তের সাথে বদখশান প্রদেশটির দীর্ঘ ৯১০ কিলোমিটার সীমান্তের রয়েছে।

এই ঘটনার তিন দিন আগেও, প্রায় ৩০ কাবুল সেনা তালিবানদের হাত থেকে বাঁচাতে কুনার প্রদেশ থেকে পাকিস্তানে প্রবেশ করে।

সোমালিয়া | শত্রু শিবিরে আল-কায়েদার একাধিক হামলা, হতাহত অনেক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বে-বুকুল, যুবা এবং রাজধানী মোগাদিশুতে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান, কেনিয়ান এবং মুরতাদ সোমালি সেনাদের উপর একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদিন।

আল-শাবাবের নিউজ মিডিয়া 'শাহদাহ এজেন্সি' এর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের হুদুর, ওয়াজিদ এবং কানশাদিরী শহরগুলোতে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান ও সোমালি মুরতাদ সেনাদের উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিনরা। হারাকাতুশ শাবাব তাদের প্রতিটি হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা নিশ্চিত করেছেন, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

এমনিভাবে দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কিসমায়ো অঞ্চলের হুযিনযো এবং বার্সাঞ্জুনি শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসব এলকায় মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলাতেই কেনিয়ার বেশ কিছু ক্রুসেডার সেনা হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হাদান জেলার সিবিয়ানো এলাকায় মুরতাদ সোমালি সেনাদের একটি ব্যারাকে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা। হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সেনা হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

পশ্চিমতীরে দখলদার ইজরাইলিদের গুলিতে ফিলিস্তিনি যুবক নিহত

পশ্চিমতীরের নাবলাস শহরের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি গ্রামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইজরাইলি বাহিনী। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইজরাইলি বাহিনীর হাতে নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ ফারিদ হাসান। খবর আল জাজিরার।

ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, ২০ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কুসরা গ্রামে নিজের বাড়ি ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দখলদার বাহিনীর গুলি এসে তার বুকে লাগে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে।

পশ্চিমতীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় দখলদার ইজরাইলি বসতি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ করে আসছে ফিলিস্তিনিরা।

কথিত লকডাউনে কাজ বন্ধ, সন্তানদের খাবার দিতে না পেরে বাবার আত্মহত্যা

অভাবের কারণে পরিবারে কলহ চলে আসছিল। কথিত লকডাউনে কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে পারিবারিক কলহ আরও বেড়ে যায়।

সেই কলহের জের ধরেই মুন্সিগঞ্জ সদরে দ্বীন ইসলাম (২৫) নামে এক দিনমজুর ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রোববার (৪ জুলাই) দুপুর ২টার দিকে সদর উপজেলার পশ্চিম মুক্তারপুর এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

দ্বীন ইসলাম বরিশাল জেলার কাউনিয়া এলাকার গৌতমের ছেলে। তিনি মা, স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে মুক্তারপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভাবের কারণে আগে থেকেই কলহ ছিল পরিবারে। করোনার কারণে কাজ না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন দ্বীন ইসলাম। এ নিয়ে স্ত্রী শাহিদা বেগমের সঙ্গে তার কলহ আরও বেড়ে যায়। রোববার সকালে ফের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়। এ সময় স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেন দ্বীন ইসলাম। পরে দরজা বন্ধ করে ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

নিহতের মা জুলেখা বেগম বলেন, লকডাউনের কারণে কাজ ছিল না দ্বীন ইসলামের। ছেলে-মেয়ে খাবার চাইত। এ নিয়ে সংসারে সমস্যা। কাজ নেই, পুলাপাইনের মুখে ভাত দিতে পারে না, তাই অভিমানে মরে গেছে।

নিহতের স্ত্রী শাহিদা বেগম বলেন, লকডাউনে কাজ ছিল না। ঘরে বাজার-সদাই কিছুই নেই। পুলাপাইনরে খাওয়াইতে পারছিলাম না। সংসারে অভাব দেইখা মনে করছে পুলাপাইনরে খাওয়াইতে পারি না, বাইচা থাইকা কী করুম। উনি তো মইরা গেছে, আমি কি করুম? লকডাউন খুললে কাজ করে আমাদের খাওয়াইতে পারত। আমি তো তাও পারুম না।

উল্লেখ্য, ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। বর্তমানে তামাশার লকডাউনের কারণে শুধু দ্বীন ইসলামের পরিবারই নয় এমন লাখো পরিবার অভাবের তাড়নায় কাতরাচ্ছে। সুতরাং এ হত্যার জন্য তারাই দায়ী যারা গরীবের খাবারের ব্যবস্থা না করে প্রহসনের লকডাউন দিয়ে মানুষের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলছে।

সেনাবাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিয়ের আসর পণ্ড, অতঃপর ঘুষ আদায়

ত্বাগুত প্রশাসনের কথিত লকডাউন অমান্য করে ফেনীর সোনাগাজীতে শরীয়ত সম্মত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করায়, ভরা মজলিসে সেনাবাহিনী নিয়ে হানা দিয়ে বিয়ের আসর পণ্ড করে দিয়েছে ত্বাগুত সরকারের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জানা যায়, গত ৪ ঠা জুলাই রবিবার ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের একটি বিয়ের আসরে হঠকারী ত্বাগুত প্রশাসনের এরূপ প্রহসনে এলাকাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় আমিরাবাদ ইউপি চেয়ারম্যান জহিরুল আলম জানায়, ত্বাগুত সরকারের ঘোষিত কঠোর লকডাউন অমান্য করে ইউনিয়নের সফরপুর ছলিম উদ্দিন মুন্সি বাড়িতে হেদায়েত উল্লাহর মেয়ের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। খবর পেয়ে টহলরত সেনা সদস্যদের নিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বিয়ে বাড়িতে অভিযান চালায়।

জানা যায়, বিয়ের আসরে হঠাৎই ম্যাজিস্ট্রেট সহ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দেখে বরযাত্রীসহ আতঙ্কিত সব অতিথিরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেন। ত্বাগুত প্রশাসনের জেল-জরিমানা থেকে বাঁচতে আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই এ সময় পাশের বিভিন্ন বাড়ি-ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন।

পরে কনের বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে স্বল্প পরিসরে মেয়ের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

করিম মিয়া নামে এক অতিথি বলেন,"বিয়ে বাড়িতে খাবার খেতে বসে শুনি সেনাবাহিনী নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাণ্ডব চালাতে চলে এসেছে। ভয়ে হাত না ধুয়েই দৌড়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিই। অনেক মেহমান বিয়ের ভোজ না খেয়েই পালিয়ে গেছেন।"

https://ibb.co/Y0MgKfN

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের চেকপোস্টে টিটিপির সফল হামলা, ৫ সেনা হতাহত

পাকিস্তানে বাজুর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাদের ২টি চেকপোস্টে পৃথক অপারেশন পরিচালনা করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনগণ।

উমর মিডিয়া ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট হতে জানা গেছে, বাজুর এজেন্সির সীমান্ত এলাকায় প্রথম হামলাটি চালানো হয়। যার ফলে মুরতাদ সেনাদের একটি গাড়ি মুজাহিদদের এ্যামবুশের শিকার হয়। এসময় মুজাহিদদের গুলিতে ৫ মুরতাদ সেনা ঘটনাস্থলেই হতাহত হয়।

একই জেলার শিনদাই কামার এলাকায় মুরতাদ সেনাদের অপর একটি চেকপোস্টে হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। এখানেও মুরতাদ সেনাদের জান-মাল ও রসদ-পত্রের ক্ষতি হয়। অভিযান শেষ করে মুজাহিদগণ নিরাপদে ক্যাম্পে ফিরে যান।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহাম্মাদ খোরাসানি (হাফিযাহুল্লাহ) উভয় হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তাখার প্রদেশে রাজধানী ব্যতীত ১৬টি জেলা তালিবান মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রণে

একসময় আফগানিস্তানে আহমদ শাহ মাসউদের দুর্গ হিসাবে পরিচিত তাখার প্রদেশের ৯৭ শতাংশেরও বেশি এলাকা এখন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে ।

তালিবান যোদ্ধারা গত মে মাসের পরে শুরু হওয়া তীব্র আক্রমণে মাধ্যমে তাখার প্রদেশ জুড়ে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছেন। তালিবানরা স্থানীয় জনগণ এবং বিশেষত সশস্ত্র দলগুলির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সর্বশেষ গত ৪ জুলাই সন্ধ্যায় তাখার প্রদেশের ওয়ারসাহ জেলা বিজয়ের মধ্যদিয়ে প্রদেশটির ১৭টি জেলার মধ্যে ১৬ টি জেলাই তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ২০১৩ সালের পরে তাখারে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তালিবান মুজাহিদিনরা গত ২ মাসে ১৪ টি জেলা সর্বশেষ গতকাল ২টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

তাখার প্রদেশ, যা কাবুল সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রদেশগুলির মধ্যে একটি ছিল। বর্তমানে প্রদেশটির কেবলমাত্র তালকান জেলা কেন্দ্র কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা প্রাদেশিক কেন্দ্র। জানা গেছে যে, তালকান শহরটিও বর্তমানে তালিবান মুজাহিদিনরা ঘেরাও করে রেখেছেন। যেকোন সময় শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

https://ibb.co/Px7Hjnr

তাখার প্রদেশ এবং বিশেষত তালকান শহরটি ছিল আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব আহমদ শাহ মাসউদের দুর্গ। তালকান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ১৯৭৯-১৯৯৬ সালের গৃহযুদ্ধের সময় এবং ১৯৯৬-২০০১-এর মধ্যে তালিবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাসউদের কেন্দ্র ছিল। তালকান ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে তালিবান কর্তৃক দখল করা সর্বশেষ শহরের মধ্যে একটি। যেটি ৯/১১ এর আগে আল-কায়েদা কর্তৃক এক শহিদী হামলার মাধ্যমে বিজয় করেছিল তালিবান।

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিল বাহরাইন

জাজিরাতুল আরবের ভূমি ও ক্ষুদ্র আরব উপদ্বীপ বাহরাইন দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর প্রথমবারের মতো ইসরাইলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে।

জানা যায়, বাহরাইন গত ২৯ জুন মঙ্গলবার মিডিয়ায় প্রকাশ্য ঘোষণা করে দখলদার ইসরাইলে নিজেদের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে।

গত বছর সন্ত্রাসী ইসরাইলের সাথে করা সম্পর্ক স্বাভাবিকরণের অংশ হিসেবে বাহরাইন অবৈধ রাষ্ট্রটিতে এ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে।

বাহরাইনের রাষ্ট্রয়ত্ব সংবাদ মাধ্যম জানায়, ইউসিফ আল জালাহামা হচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরাইলে বাহরাইনের নিযুক্ত প্রথম রাষ্ট্রীয় দূত।

উল্লেখ্য, এই ইউসিফ পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাইরাইনের সহকারী রাষ্ট্রদূত হিসাবে কর্মরত ছিল। তাছাড়াও সে বাহরাইনের কূটনৈতিক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

গত মার্চ মাসে বাহরাইন ও অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি আশকেনাজি তখন নিয়োগ সংক্রান্ত এ ঘোষণাটির অনুমোদন দিয়েছিল।

ঐ সময় দখলদার ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল লাতিফ বিন রাশিদ আল জায়ানিকে বলে,"বাহরাইন সরকার কর্তৃক ইসরাইলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় দেশের মধ্যকার শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও সম্পর্ক দৃঢ়কল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।"

তাছাড়াও বাহরাইনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল লাতিফের সাথে আলাপকালে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি বাহরাইন প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে, ইসরাইল-বাহরাইন দ্বিপাক্ষিক শক্তিশালী বন্ধুত্ব স্থাপনে বাহরাইন সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। এ সময় ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি বাহরাইন রাজার দৃঢ় নেতৃত্বেরও প্রসংশা করে।

উল্লেখ্য, দখলদার ইসরাইলি মিডিয়ার মতে, বাহরাইন কর্তৃক ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে অফিশিয়ালি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পূর্বেও রাজধানী মানামায় ইসরাইলের গোপন কূটনৈতিক অফিস ছিল যা এতোদিন ইসরাইলি দূতাবাস হিসাবে বাহরাইনে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

গত বছর আমিরাতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকরণের পর, প্রথম অফিশিয়াল ভ্রমণে সন্ত্রাসী ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ায়ির লাপিদ যেদিন সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইসরাইলি দূতাবাসের উদ্বোধন করে, সেদিনই দখলদার ইসরাইলে বাহরাইনের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ঘোষণা আসে।

https://ibb.co/Sx5ZPcn

কথিত শাটডাউনে উপায়হীন সাধারণ মানুষ; বাড়ছে ভোগান্তি

তামাশার কথিত লকডাউন/ শাটডাউনে বাংলাদেশের রাজধানীসহ সারা দেশে দিন এনে দিন খাওয়া মানুষেরা চরম বিপদে পড়েছেন। কাজ নেই আবার কোনো সহায়তাও পচ্ছেন না। রিকশা চললেও যাত্রী না থাকায় চালকরা দিশেহারা, কাজহীন দিনমজুর ও নির্মাণ শ্রমিকরা।

দিন আনে দিন খায় এ মানুষদের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশি, যাদের একদিন ইনকাম বন্ধ থাকলে পুরো পরিবারটিকেই না খেয়ে থাকতে হয়।

লকডাউনের আযাবে ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। দুধের বাচ্চার কান্নার রোনাজারি। মাসুম শিশুর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।
এমন কোন ঘর নেই যে ঘরে খাবারের অভাব নেই। পরিবারের যারা কর্তা তারা না হয় ৩ বেলার জায়গায় একবেলা খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু মাসুম বাচ্চারা না খেয়ে কয়দিন বাঁচবে তা কারো জানা নেই।

এভাবে চলতে থাকলে গরীব মানুষ আরো হতাশ হয়ে যাবে। বিনা খাদ্যে মারা যেতে হবে।
জনগন তো সরকারের কাছে ভিক্ষা চায়না। চায়না কোন অনুদান, যদিও অনুদানের টাকা আসে জনগনের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের টাকা হতে। জনগন চায় শুধু কর্ম করে জীবিকা চালাতে। পেটপুরে ডালভাত খেতে। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে। কিন্তু সরকার সেই কর্ম জোর করে ছিনতাই করে নিলো লকডাউন দিয়ে।
এই কোটি কোটি মানুষ মিলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে তার ভার বহন করতে পারবে??

কঠোর লকডাউনেও রবিবার বৃষ্টি থামার পর দুপরের দিকে মৎস্য ভবনের সড়কের পথে ফুটপাথে একটি কাঠের বাক্সের ওপর চা, বিস্কুটসহ আরো কিছু পণ্য সাজিয়ে বসেন লাবনী বেগম। কথা বলতে গেলে ইতস্তত বোধ করেন। যেন কিছুটা ভয় পেয়েছেন।

সব কিছু গুটিয়ে চলে যেতে চান। পরে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কথা বলতে গেলে আশ্বস্ত হন। সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, লকডাউনে তো এরকম রাস্তার পাশে দোকান দেয়া যাবে না। বাইরে বের হওয়া নিষেধ। কেন বের হয়েছেন? জবাবে জানালেন, “আমার একটি ছেলে আছে। স্বামী নেই। ছেলেটি কিডনি রোগে আক্রান্ত। প্রতিদিন সাড়ে ছয়শো টাকার ওষুধ লাগে। এই টাকা জোগাড় করতে না পারলে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারব না। দোকান দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার। আমি কী করব!”

ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করলো অভিশপ্ত ইসরায়েল

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

গত শনিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যায় পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের কুসরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ওয়াফা নিউজে বলা হয়, ওই গ্রামের কাছাকাছি অবৈধ ইহুদি বসতি থেকে বসতি স্থাপনকারীরা এসে তাণ্ডব চালায়। ইসরায়েলি সৈন্যরা এ সময় বসতি স্থাপনকারীদের নিরাপত্তা দেয়। স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা এই তাণ্ডব প্রতিরোধে দাঁড়ালে ইসরায়েলি সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি শুরু করে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়, নিহত মুহাম্মদ ফরিদ হাসান ২০ বছর বয়সী তরুণ। ইহুদিদের হামলার সময় সে নিজ বাড়ির ছাদে অবস্থান করছিল। দখলদার সেনারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিটি সরাসরি তাঁর বুকে আঘাত হানে।

সম্প্রতি দখলদার ইহুদি বাসিন্দাদের আক্রমণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব এসব ইহুদিরা দলবেঁধে ফিলিস্তিনিদের রাস্তায় একা পেলে হয়রানি করতো। বর্তমানে তারা ফিলিস্তিনি লোকালয়ে হামলা চালিয়ে আসছে। বরাবরই ইসরায়েলি সেনারা এসব ইহুদিদের আক্রমণে সুযোগ করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধ করতে গেলেই অভিশপ্ত ইহুদি সেনাদের গুলিতে নিহত হতে হয়।

সিরিয়ায় আসাদ সরকার ও তার মিত্রবাহিনীর হামলায় নিহত ৮

সন্ত্রাসী বাশার আল আসাদ সরকার ও তার মিত্রশক্তি ইরান সমর্থিত শিয়া সন্ত্রাসী দলগুলোর হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৮ জন সুন্নি মুসলিম। আহত হয়েছেন আরও ৯ জন।

গত শনিবার (৩ জুলাই) দেশটির ইদলিব প্রদেশে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স গ্রুপের মিডিয়া প্রধান হাসসান আল আহমাদ জানান, ডি-এস্কেলশন জোনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে আসাদ বাহিনী ও তার সন্ত্রাসী মিত্ররা দক্ষিণ ইদলিবের মাসহুন, ইবলিন ও বালয়ুন গ্রামে হামলা চালিয়েছে। তাদের নৃশংস হামলায় মাসহুনে ৫ জন, ইবলিনে ২ জন এবং বালয়ুনে ১ জন নিহত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ডি- এস্কেলেশন জোন নির্ধারণ এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হলেও খুনি আসাদ ও তার মিত্রবাহিনী কোনো তোয়াক্কা না করেই বিশেষ জোনে দফায় দফায় হামলা চালিয়ে সুন্নি মুসলিম গণহত্যা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

০৪ঠা জুলাই, ২০২১

কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার ৫ লক্ষ ৯ হাজার মার্কিন সৈন্য

কথিত সভ্যতার মুখোশদারী ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবল সামরিক বাহিনীতেই গত ১০ বছরে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

গত ২ রা জুলাই শুক্রবার মার্কিন নিরাপত্তা অধিদপ্তর, পেন্টাগনের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত ২০১০ সাল থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন সামরিক বাহিনীতে চাকুরিকালে ৬৫ হাজার ৪০০ নারী সেনা সদস্য ও ৬৯ হাজার ৬০০ পুরুষ সেনা সদস্য কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

তবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন সামরিক বাহিনীতে কর্মরত প্রায় ৫ লক্ষ ৯ হাজার সৈন্য যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে।

মার্কিন সেনাপ্রধান ও সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট চিফ ও স্টাফের চেয়ারম্যান মার্ক মিলি সম্প্রতি সামরিক বাহিনীতে যৌন নির্যাতনের সত্যতা স্বীকার করে বলে,"এই লক্ষ লক্ষ যৌন নির্যাতিত সৈন্যরা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মার্কিন সামরিক বাহিনীতে যৌন হেনস্থার সংস্কৃতি এখনো বদলায়নি।" সে আরও বলেঃ নেতারা এই বিষফোঁড়া উপড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবে, পেন্টাগন প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধান মার্ক মিলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, মার্কিন সামরিক বাহিনীতে যৌন নিপীড়ন বন্ধে উর্ধতন কর্মকর্তাদের উদাসীনতাকেই দোষারোপ করা হয়।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের শহিদী হামলায় ৩৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখার একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদের শহিদী হামলায় কমপক্ষে ৩৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের করা রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২রা জুলাই , সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর যুবা মোড়ে দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ ও সরকারী মিলিশিয়াদের এক সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে হারাকাতুশ শাবাবের একজন ইস্তেশহিদী মুজাহিদ বীরত্বপূর্ণ একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন।

বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানে দেশটির গোয়েন্দা, পুলিশ,ম ও সরকারী মিলিশিয়াদের কমপক্ষে ১৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ২২ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | সামরিক বাহিনীর কনভয়ে পাক-তালিবানের হামলা, হতাহত অনেক

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার ডেরা ইসমাইল খান জেলার কালচি সীমান্তে পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কাফেলাকে রিমোট নিয়ন্ত্রিত বোমা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানের কালচি সীমান্তের গারা-বখতিয়ার এলাকা থেকে যাওয়ার সময় রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা দ্বারা পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়িবহরকে লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। এছাড়াও অনেক মুরতাদ সৈন্য ভারী হতাহতের শিকার হয়েছে।

অন্যদিকে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। দলটির মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী গণমাধ্যমকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তাদের দুইজন সাথীকে শহিদ করার প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

সোমালিয়া | কুফ্ফার বাহিনীর উপর মুজাহিদদের সফল হামলা, হতাহত ২০ এরও বেশি

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার কয়েকটিতেই ৮ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ৪ জুলাই মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব ও আইল-দেরী শহরের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং 'আবদালি মাধিরী' নামে এক সেনা অফিসারসহ কমপক্ষে আরও ৮ মুরদাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এর আগে গত ৩ জুলাই, দক্ষিণ সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বাইদোয়ে শহরতলীর ওডিনেল শহরে মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ৩ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছিল।

একই দিন রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায় কুফ্ফার বাহিনীর সুরক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং অপর ১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছিল।

এছাড়াও এদিন যুবা রাজ্যের তাবতু ও কালবায়ু শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ২ টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। পাশাপাশি শাবেলী রাজ্যের জানালী শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

একইভাবে রাজধানী মোগাদিশুর কারান, হাওলুদাক ও দিনালী শহরেও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর আরও ৩টি ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের প্রতিটি অভিযানেই মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে ইজরাইলি সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ১৫০

দখলকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে একটি অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি সেনারা হামলা চালালে অন্তত ১৫০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। শুক্রবার জুমার নামাজের পর নাবলুস শহরের কাছে বেইতা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত অবৈধ ইহুদি বসতি 'এভিয়াটার'-উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা।

ফিলিস্তিনি সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনারা রাবার-বুলেট ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় মাথায় গুলি লাগা বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বাকিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওয়াফা জানিয়েছে, আহত ফিলিস্তিনিদের নিয়ে যাওয়ার সময় একটি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর একটি টিয়ারশেল ঢুকে যায়। এছাড়া, ৭৯ জন টিয়ারগ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

নাবলুস শহরের কাছে অবস্থিত অবৈধ ইহুদি বসতি এভিয়াটারকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বসতি স্থাপনকারীদের বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ইসরায়েলি সেনারা ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের পক্ষ নিয়ে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ওই বসতি থেকে উগ্র বসতি স্থাপনকারীদের সরিয়ে নেয়ার যে নির্দেশ আদালত দিয়েছে বৃহস্পতিবার তা বাস্তবায়নের জন্য তেল আবিবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে একটি মানবাধিকার সংগঠন।

কিশোরগঞ্জে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে তৃতীয় শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে (৯) ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে পাটক্ষেত থেকে হাত পা বাঁধা ও গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

নিহতের মামা জানান, শুক্রবার সকালে ওই স্কুলছাত্রী তার বাবার সঙ্গে বাড়ির পাশের নদীতে মাছ ধরতে যায়। এসময় বৃষ্টি শুরু হলে সে বাড়িতে ফিরে আসার সময় নিখোঁজ হয়।

তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নদীর পাড়ে পাটক্ষেত হাত-পা বাঁধা ও গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় মৃতদেহ পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

সূত্র: যুগান্তর

০৩রা জুলাই, ২০২১

বদাখশানের আরও ৭টি জেলা বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছে তালিবান

তালিবানরা গত শুক্রবার বদাখশান প্রদেশের তাগাব ও তাশকান জেলা এবং কান্দাহারের শাহ-ওয়ালিকোট জেলা দখল করার পর শনিবার বদাখশানের আরও পাঁচটি জেলা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ পৃথক টুইটে লিখেছেন যে, গত রাতে তালিবান মুজাহিদগণ বদাখশান প্রদেশের ইয়াফতাল পাইয়েন, ওয়ার্দুজ, কিশাম, দারায়াম ও শাহর-ই-বুজুর জেলা এবং এই জেলাগুলোর আশেপাশের সমস্ত ঘাঁটি ও চেকপোস্ট থেকে কাবুল বাহিনীকে সাফ করেছেন। এবং তালিবানরা এসব এলাকার নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

মুজাহিদ আরও জানান, দখলকৃত জেলাগুলিতে এবং কাবুল প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট স্থাপনা থেকে মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, যানবাহন এবং গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

বদখশানে নিয়োজিত কাবুল সরকারের সুরক্ষা সূত্রগুলিও নিশ্চিত করেছে যে, বিগত 20 ঘন্টার মধ্যে প্রদেশটির সাতটি জেলা থেকে কাবুল সরকারী বাহিনী সরে এসেছে।

একই সাথে তালিবানরা কান্দাহার প্রদেশের শাহ ওয়ালিকোট জেলা কেন্দ্র এবং জেলার তানাওয়াচা এলাকায় সরকারি বাহিনীর একটি বিশাল ঘাঁটি বিজয় করে নিয়েছেন।

তালিবানরা সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছেন। তারা প্রতি সপ্তাহেই কয়েক ডজন করে জেলা দখল করেছেন। এক কথায় তালিবানরা কাবুলের সরকারী কর্মকর্তাদের এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছেন।

পাকিস্তানে টিটিপির দুটি সফল অভিযানে ৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও রাওয়ালপিন্ডিতে তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনগণ দেশটির মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্যদের উপর ২টি পৃথক সফল হামলা চালিয়েছেন। হামলায় ৪ সেনা ও এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

টিটিপির মিডিয়া উইং উমর মিডিয়া ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২ জুলাই শুক্রবার রাত ১০ টার দিকে, বেলুচিস্তানের চামান জেলার তোবা আচকাযাই এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের ফ্রন্টিয়ার কর্পস এর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিনরা। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। অপরদিকে হামলায় অংশগ্রহণকারী মুজাহিদিনরা নিরাপদে ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন।

এমনিভাবে রাওয়ালপিন্ডির ব্যাংক কলোনি এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় "ডিএসপি" র‍্যাংকধারী এক পুলিশ অফিসারের উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিনরা। হামলায় ঘটনাস্থলেই উক্ত পুলিশ অফিসার মারা যায়। এসময় তার কাছে থাকা TT মডেলের পিস্তল গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন মুজাহিদিন।

ইসরাইলি জাহাজ খালাসে বিরুদ্ধাচারণ করায় কর্মীদের সাজা দিল আরব-আমিরাতের একটি কোম্পানি

ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের সমর্থন দিয়ে দখলদার ইসরাইলি জাহাজ থেকে মালামাল খালাসে অসম্মতি জানানোর কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোম্পানি তার কর্মীদের সাজা দিয়েছে।

কানাডার নর্দান ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রিন্স রূপার্ট বন্দরে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইসরাইলি "জিম ভোলানস" জাহাজের মালামাল খালাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক কোম্পানি দুবাই পোর্টস ওয়াল্ড (DP World) তার ৯৪ জন শ্রমিককে তিন দিনের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে।

মন্ডোয়েসের তথ্যমতে, দুবাই পোর্টস ওয়াল্ড সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি রাষ্ট্রয়ত্ব কোম্পানি, যারা বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশের ৭৮টি বন্দরে টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্বে আছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ইসরাইলি কোম্পানি ডোভার টাওয়ার ও দুবাই পোর্টস ওয়ার্ল্ড কিছু আন্তঃসম্পর্কিত লেনদেনসহ ইসরাইলি হাইফা বন্দর বেসরকারিকরণ প্রসঙ্গে যৌথ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল।

মন্ডোয়েসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে ইসরাইলি জাহাজ খালাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় দুবাই পোর্টস ওয়ার্ল্ড কর্তৃক এটিই তার কর্মীদের প্রদত্ত প্রথম শাস্তি নয়।

এর আগে গত ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কানাডার পূর্ব উপকূল বন্দরে খালাশীদের কর্তৃক কানাডার সৌদিআরবে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদ করে জাহাজে সৌদি অস্ত্রের চালান তুলতে অপারগতা জানানোয় দুবাই পোর্টস ওয়ার্ল্ড তার কর্মীদের শাস্তি দিয়েছিল।

আফগানিস্তানের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি বাগরাম থেকে সরে গেছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী

ক্রুসেডার মার্কিন ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, এক্ষেত্রে ক্রুসেডার মার্কিন সেনারা শুক্রবার আফগানিস্তানে তাদের বৃহত্তম ঘাঁটি বাগরাম বিমানবন্দর থেকে নিজেদের সকল সৈন্যকে সরিয়ে নিয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপি কে বলেছে যে, শুক্রবার রাতে সমস্ত মার্কিন সেনা বাগরাম এয়ারবেস থেকে সরে এসেছে।

https://ibb.co/MgcLFxC

তালিবান ও মিত্র আল কায়েদার জানবায মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক অভিযানে বাগরাম এয়ারবেস সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সিনিয়র কাবুল কর্মকর্তারা বলেছে, সামরিক ঘাঁটিটি আফগান বাহিনীকে হস্তান্তর সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বাগরাম এয়ারবেস থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি উভয় পক্ষের স্বার্থেই কল্যাণকর। মুখপাত্র বলেছেন, বিদেশি বাহিনীর পুরোপুরি প্রত্যাহার আফগান জনগণের শান্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখবে।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫০ সালে বাগরাম এয়ারবেস তৈরি করেছিল এবং ২০২১ সালে তালিবান সরকারের পতনের পর থেকে এই ঘাঁটিটি আল-কায়েদা ও তালিবান মুজাহিদ বন্দীদের আটক রাখতে ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

https://ibb.co/7NKPQ9n

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তালিবানদের মধ্যে হয়ে যাওয়া একটি শান্তি চুক্তির আওতায় দখলদার বিদেশি সেনারা আফগানিস্তান থেকে সরে যাচ্ছে ।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন আফগানিস্তান থেকে আগামী ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে।

অন্যদিকে, তালিবানরা গত দুই মাসে আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অভিযান চালিয়ে শতাধিক জেলা দখল করে নিয়েছেন।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার ভয়ে মুরতাদ সেনাদের পলায়ন, বিনা যুদ্ধে বিশাল শহর বিজয়

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলিয় জালাজদুদ রাজ্যের একটি শহর মুরতাদ বাহিনীর কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে দখল করে নিয়েছেন আল-কায়েদার শাখা হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদিন।

আল-শাবাবের অফিসিয়াল নিউজ পোর্টাল 'শাহাদাহ্ এজেন্সি'র রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ২ জুলাই শুক্রবার, সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলিয় জালাজদুদ রাজ্যের জেরিল শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে আফজাজ শহর দখলের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন আল-শাবাবের একটি জানবায সেনাদল। তাঁদের আগমণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই ভীত হয়ে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে সেখানে থাকা সব মুরতাদ সেনা। এভাবে বিনা যুদ্ধে পুরো শহরটিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন মুজাহিদিনরা।

আফগানিস্তানের পর বর্তমানে সোমালিয়ায় প্রতি সপ্তাহেই কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে কোনো না কোনো শহর ও অঞ্চল বিজয় করে নিচ্ছেন মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্

উইঘুর ইস্যুতে চীনের জাতিগত নিধনকেই সমর্থন করল পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনা প্রশাসন কর্তৃক উইঘুর জাতিগোষ্ঠী নিধন নীতিকেই সমর্থন করল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সেই সাথে চীনের কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থারও প্রশংসা করেছে সে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামাবাদ ভ্রমণ করে চাইনিজ নিউজ মিডিয়ার সদস্যরা। গত ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার তাদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এসব কথা বলে।

উল্লেখ্য, মানবাধিকার সংগঠনগুলো পূর্ব তূর্কিস্তানে উইঘুর মুসলিমদের উপর দখলদার চীনের জাতিগত নিধন ও নির্মূলাভিযান নিয়ে বিভিন্ন সময়ই প্রতিবেদন ও প্রতিবাদ করে আসছে। তারা কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক জাতিগত নিধন ও নির্মূলাভিযানকে গুরুতর মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত দেন।

গত মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক প্রতিবেদনে পূর্ব তূর্কিস্তানে চীনের জাতিগত নির্যাতনকে খুবই শোচনীয় পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করে।

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান চীনের দাবিকৃত চাইনিজ প্রশাসন কর্তৃক উইঘুর মুসলিমদের উপর কোনো নির্যাতন হচ্ছে না বলে মেনে নিয়ে মূলত উইঘুর জাতিগোষ্ঠী নিধনকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জানায়, ‘চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের চমৎকার যোগাযোগ আছে। পশ্চিমা মিডিয়ায় যেভাবে উইঘুর নির্যাতন পরিস্থিতি তুলে ধরা হয় বা পূর্ব তূর্কিস্তান নিয়ে পশ্চিমা সরকাররা যেভাবে কথা বলে তা সেখানে বাস্তবে যা ঘটছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।’

ইমরান আরো বলে, ‘চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক শক্তিশালী। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং, চীন যেটা বলে সেটি আমরা বিশ্বাস করি। পূর্ব তূর্কিস্তান বিষয়ে তারা যে কর্মসূচির কথা বলে তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।’

সূত্রঃ আল জাজিরা

খোরাসান | ৭১ টি সাঁজোয়া যানসহ ৫০৬ কাবুল সেনার তালিবানে যোগদান

আফগানিস্তানের কান্দাহার, ময়দানে ওয়ার্দাক ও কাপিসা প্রদেশ থেকে গত একদিনে ৫০৬ কাবুল সেনা তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় তারা ৭১ টি সাঁজোয়া যানসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তালিবানদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

সূত্রমতে,আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের সায়দাবাদ জেলার একটি সামরিক ঘাঁটির কয়েক ডজন সেনা প্রায় ৭৫৭ টি অস্ত্র, কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক এবং রেঞ্জার গাড়ি সহ তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কের সায়দাবাদ জেলার সুলতান-খাইল এলাকায় অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিটি গতকাল বিকেলে কয়েক ডজন কাবুল সেনার আত্মসমর্পণের পর তালিবানদের হাতে আসে।

তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, ৯০ জন কাবুল সরকারী সেনা সুলতান-খাইল সামরিক বেস থেকে তালিবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি থেকে ৭৫৭

টি অস্ত্র, ৩০ টি ট্যাঙ্ক, ২০ টি রেঞ্জার গাড়ি এবং ১৫ টি কামাজ যানবাহন সহ প্রচুর পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেছেন।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের তথ্য সূত্রে আরও জানা যায়, এদিন কাপিসা প্রদেশের তাগাব জেলার ৬ টি প্রতিরক্ষামূলক পোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় ১১৬ জন কাবুল সৈন্য মুজাহিদিনের কাতারে যোগ দিয়েছে। তবে চেকপোস্ট বিজয়কালে কাবুল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষও হয় মুজাহিদদের। ফলে যুদ্ধের ময়দানেও এমন আরও অনেক সেনা নিহত ও আহত হয়।

বিজয়ের পর মুজাহিদিনরা ৩ টি ট্যাঙ্ক, ১ টি রেঞ্জার গাড়ি , ১২৮ টি হালকা ও ভারী অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ ভর্তি ১ টি গাড়ি গনিমত লাভ করেছেন।

একই সময় ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, কান্দাহার প্রদেশের জারি জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বেস 'আজিজুল্লাহ্ ক্যাম্প'ও দখলে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় ৪০ কমান্ডারসহ ৩০০ কাবুল সেনা সদস্য তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিতে থাকা সকল সাঁজোয়া যান ও অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

একটি সূত্র আরও যোগ করেছে যে, তালিবানরা প্রথমে কয়েক দিক থেকে ভারী অস্ত্র (ডিসি কামান, পর্বত মর্টার) দিয়ে এই ঘাঁটিটিতে ভারী বোমা হামলা চালান। যার ফলে বেশিরভাগ প্রহরী নিহত হয়। পরে সামরিক ঘাঁটিতে থাকা সকল সৈন্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সূত্রটি আরও জানায় যে, গজনি ও হেলমান্দ প্রদেশের পরে এই সপ্তাহে এটি চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি, যার সমস্ত সেনা সদস্যরা সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিন দিন আগে, গজনী প্রদেশের আন্দার জেলার নানিতে দুটি বড় সামরিক ঘাঁটি এবং কারাবাগ জেলার আসারকোটে ৪০০ সৈন্য ৭০০ টি অস্ত্র সহ তালিবানে যোগ দেয়। একইভাবে হেলমান্দ প্রদেশের গ্রেশাক জেলার তপাত এলাকায় অবস্থিত একটি বিশাল এএনএ ব্যাটালিয়নের ৬৫০ কাবুল সৈন্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

https://ibb.co/2cykcbX

সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৪ গোয়েন্দাসহ ৮ ক্রুসেডার নিহত, আহত অনেক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার কেনিয়ান ও বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে কেনিয়ার ৪ গোয়েন্দা সদস্যসহ কমপক্ষে ৮ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আল-কায়েদার সহযোগী সংবাদ মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, আজ ২ জুলাই শুক্রবার দুপুরবেলা, দক্ষিণ সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরের একটি শহরতলিতে অবস্থিত ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মর্টার শেলিংয়ের দ্বারা সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে গত বৃহস্পতিবার রাতে, দেশটির যুবা রাজ্যের দুবালী শহরে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যসরবরাহকারী সদস্যদের সংবাদ পেয়ে এলাকাটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। মুজাহিদদের সফল এই অভিযানে কেনিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার ৪ তথ্যসরবরাহকারী গোয়েন্দা সদস্যকে হত্যা করেন।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের সফল হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট টিটিপির পরিচালিত সফল বোমা বিস্ফোরণে বেশ কিছু মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তের মাশতা এলাকায় পাকিস্তানের মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে আইইডি (বোমা) বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে পাকিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনীর ১ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অপর ৩ সেনা সদস্য বিস্ফোরণের ফলে গুরুতর আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সম্মানিত মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ফিলিস্তিনের ২৫ পরিবারকে নিজ বাড়ি ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের নাবলুসের একটি গ্রামে ২৫ ফিলিস্তিনি পরিবারকে নিজ বাড়ি ধ্বংসের আদেশ দিয়েছে অভিশপ্ত ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত বুধবার (১ জুলাই) ইসরায়েলি বাহিনী ওই গ্রামে এসে পরিবারগুলোর হাতে বাড়ি ধ্বংসের আদেশযুক্ত নোটিশ ধরিয়ে দেয়।

নোটিশে বলা হয়, ইসরায়েলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন এরিয়া-সি তে এই বাড়ি নির্মাণের জন্য ফিলিস্তিনিরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেননি।

জানা যায়, এ বাড়িগুলোর কয়েকটিতে ফিলিস্তিনিরা বাস করে। বাকিগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে। এ অবস্থায়ই দখলদার বাহিনীর নোটিশ পেল ফিলিস্তিনিরা।

ফিলিস্তিনিরা জানান, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে গ্রামের ফিলিস্তিনি বাসিন্দারা তাদের বেশিরভাগ জমিতে কোনো স্থাপনা তৈরি করতে পারবে না। এ জমিগুলো এরিয়া সি নামে পরিচিতি। এ জমিগুলো ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে আছে। এ গ্রামের মাত্র পাঁচ শতাংশ স্থানে বাড়ি বা অন্য স্থাপনা নির্মাণ বৈধ, এ জমিগুলো এরিয়া বি নামে পরিচিতি। এ জমিগুলো ফিলিস্তিনি প্রশাসনের অন্তর্গত হলেও তা ইসরায়েলের সামরিক নিয়ন্ত্রণে আছে।

০২রা জুলাই, ২০২১

ভারতের উত্তরপ্রদেশে বয়োজ্যেষ্ঠ এক মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করেছে উগ্র হিন্দুরা

ভারতের উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে এক বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিমকে হিন্দুত্ববাদী ভারতের গেরুয়া-সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে।

গত ২৩ জুন বুধবার উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর জেলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এক মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।
সুলতানপুর জেলার সিভিল লাইনস এলাকায় ঘটে যাওয়া এই পাশবিক হত্যাকান্ডটি ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যপকহারে ভাইরাল হয়েছে।

যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যের হিন্দুত্ববাদীরা বয়োজ্যেষ্ঠ খুরশেদ আহমদকে (৫৫) গাছের সাথে বেঁধে নির্মমভাবে পেটাতে থাকে।

নিহত খুরশেদ উত্তরপ্রদেশের কোতোয়ালি অন্তর্গত ঘারহাখুর্দ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

খুরশেদের ছোট ভাই আনোয়ার মিডিয়াকে জানান, গত ২৫ জুন শুক্রবার পুলিশের নিকট "পিটিয়ে গণহত্যা" ধারায় মামলা করতে গেলে পুলিশ ইন্সপেক্টর তার অভিযোগটি পরিবর্তন করে "একমাত্র হিমাংশু পান্ডের" নামে হত্যা মামলা দায়ের করতে বলে।

আনোয়ার বিশ্বাস করেন তার ভাইয়ের হত্যাকারী একমাত্র হিমাংশু পান্ডেই নন। হত্যাকাণ্ডে আরো একাধিক হিন্দু জড়িত ছিল।

আনোয়ার বলেন,"যোগী পুলিশ অভিযোগ করছে খুরশেদের উপর প্রাণঘাতী হামলাটি বিবাদের ফলে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ খুরশেদের সাথে কারো কোন বিরোধ ছিল না। প্রতিবেশি সবার সাথেই তার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।"

পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক ভিপিন মিশ্রা সংবাদ মাধ্যমে জানায়,"কিছু লোকের গণপিটুনিতে খুরশেদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি হিমাংশু পান্ডেকে দুষ্কৃতিকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু নিহত খুরশেদের পরিবার জানায়, খুরশেদ মানসিকভাবে অন্য সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন। তিনি নিজে বিয়ে করেননি এবং তার কোন চাকুরিও ছিল না।

খুরশেদের ছোট ভাই আনোয়ার জানান,"খুরশেদ হাসপাতালে গিয়ে নবজাত শিশুর জন্য আযান দিতেন ও তাদের জন্য দোয়া করে আসতেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন।"

উল্লেখ্য, গত ২২ জুন মঙ্গলবার খুরশেদ নিখোঁজ হন। আর পরদিন বুধবার পরিবার তার মৃত্যুর খবর জানতে পারে।

একটি স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিবেদনে বলে, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক গণপিটুনিতে আহত খুরশেদকে মুমূর্ষু অবস্থায় তড়িঘড়ি করে নিকটস্থ জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত খুরশেদ বুধবারই মারা যান।

ইডেন কলেজের সামনে থেকে কন্যা নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর আজিমপুরে ইডেন কলেজের সামনের রাস্তা থেকে এক মেয়ে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) এসএম তারেক আজিজ জানান, খবর পেয়ে সকালে রাস্তার পাশ থেকে নবজাতকটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি একটি তোয়ালে দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ছিল।

তিনি আরও জানান, মেয়ে নবজাতকটির বয়স আনুমানিক এক দিন। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ নবজাতকটি সেখানে ফেলে গেছেন।

০১লা জুলাই, ২০২১

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করল ক্রুসেডার জার্মানি, ইতালি ও রোমানিয়া

আফগানিস্তান থেকে নিজেদের সব সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ক্রুসেডার জোটের অংশীদার রাষ্ট্র জার্মানি, ইতালি ও রোমানিয়া।

গত ৩০ জুন বুধবার জার্মানি সেনারা আফগানিস্তান ছেড়ে নিজ দেশে পৌঁছায়। এর আকদিন আগে মঙ্গলবার আফগানিস্তান ছাড়ে ক্রুসেডার ইতালিয়ান সেনা। এমনিভাবে গত শনিবার রাতে ক্রুসেডার রোমানিয়ান সেনারাও আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়।

গত ২০ বছর তালিবান বিরুধী আফগান যুদ্ধে দেশটিতে নিরপরাধ মানুষ হত্যা ও ইসলাম নির্মূল মিশনে অংশগ্রহণ করে ১,৫০,০০০ (দেড় লাখ) জার্মানি, ৫০ হাজার ইতালিয়ান ও রোমানিয়ার ৩২ হাজার ক্রুসেডার সেনা।

এই যুদ্ধে তালিবান ও আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় ইতালির ৫৩, জার্মানির ৫৯ এবং রোমানিয়ার ২৭ সেনা নিহত হয়েছে বলে অফিসিয়ালি একটি তথ্য প্রকাশ করেছে ক্রুসেডার দেশগুলো। এই পরিসংখ্যান দেখে সাধারণ বিবেকবান প্রতিটি মানুষই বলতে পারবেন যে, এটি লোক দেখানো ক্রুসেডারদের প্রকাশিত একটি পরিসংখান। হতাহতের বাস্তব চিত্র আরও অনেক অনেক গুণ বেশি ও ভয়াবহ।

মুজাহিদদের হাতে নিজেদের লাঞ্চনাকর পরাজয় ঢাকতে প্রত্যেকটা ক্রুসেডার রাষ্ট্রই এখন নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি আর হতাহতের সঠিক তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছে।

মাসিক রিপোর্ট | কাবুল প্রশাসনের ১৫৩৩ কর্মকর্তার তালিবানে যোগদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ্‌ ও গাইডেন্স কমিশনের দাওয়াতি মেহনতের ফলে, গত মে মাসে কাবুল প্রশাসনের ১৫৩৩ কর্মকর্তা ইমারতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে এসে মিলিত হয়েছেন।

গত মে মাসব্যাপী ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের জানবায মুজাহিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র আফগানিস্তান জুড়ে কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন পদে কর্মরত ১৫৩৩ জন কর্মকর্তা তালিবানদের পতাকাতলে শামিল হয়েছেন।

দূর্নীতিগ্রস্ত কাবুল প্রশাসনের এসব সৈন্য ও কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, যোগাযোগ যন্ত্র, সামরিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে যোগদান করেছেন।

তালেবানে যোগ দেয়া কাবুল প্রশাসনের এসব কর্মকর্তারা ইসলাম বিরোধী, দখলদার, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের সাথে সবধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে আফগানদের ঐক্যমতে পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামি শাসন-ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় শপথ নিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ্ ও গাইডেন্স কমিশনের কর্মকর্তারা এসময় তালিবানের কাতারে শামিল হওয়া নতুনদের স্বাগত জানিয়ে উপহার প্রদান করেন।

তালিবান কর্মকর্তারা আশা করেন কাবুল প্রশাসন কর্মীদের আত্মশুদ্ধি আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠায় কল্যাণ বয়ে আনবে।

নিজ হাতেই দোকান ভাঙ্গতে বাধ্য করা হচ্ছে ফিলিস্তিদের

দখলদার ও অভিশপ্ত ইসরাইল ফিলিস্তিনি মুসলিমদের দোকান মালিকদেরকে নিজ হাতেই নিজরদের দোকান জোড়পূর্বক ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে।

এর ধারাবাহিতায় গত ২৬ জুন শনিবার, দখলদার ইসরাইলি প্রশাসন রাজধানী জেরুজালেমের ওয়াদি আল হিলওয়া এলাকায় এক মুসলিমের দোকান মালিককে দিয়ে জোড়পূর্বক ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে।

ওয়াদি আল হিলওয়েহ তথ্য কেন্দ্র জানায় সিলওয়ানের পার্শ্ববর্তী ওয়াদি আল হিলওয়া এলাকায় আলি সিয়াম নামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে দিয়ে সন্ত্রাসী ইসরাইল স্ব-উদ্যোগ নিজ দোকান ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে।

এর আগে ইসরাইলি পৌরসভা দোকান মালিক আলি সিয়ামকে নিজ উদ্যোগে তার দোকান না ভাঙ্গলে সন্ত্রাসী ইসরাইলি প্রশাসনকে দোকান ধ্বংস করা বাবদ ২০ হাজার শেকেল (প্রায় ৬ হাজার মার্কিন ডলার) জরিমানা প্রদানের শর্ত জুড়ে দেয়।

অবরুদ্ধ জেরুজালেমে মুসলিম বসতি হ্রাস করতে অবৈধ স্থাপনার অজুহাতে অভিশপ্ত ইহুদিরা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বসতিগুলো নিয়মিতভাবেই ধ্বংস করছে।

মুসলিমদের হটিয়ে ইহুদিবাদি ইসরাইলি পৌরসভা ও প্রশাসন অবরুদ্ধ পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদিদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে একই সময়ে দশ হাজার ইহুদি বসতি নির্মাণ করেছে।

উল্লেখ্য প্রাচীন নগরী জেরুজালেমের সিলওয়ানে পবিত্র স্থানের আশেপাশে প্রায় ৩৩ হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বসতি রয়েছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপেক্ষা করে দখলদার ইসরাইল ১৯৮০ সাল থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরী থেকে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জোড়পূর্বক উচ্ছেদ করে ঘরবাড়ি ও ভূসম্পত্তি দখলে ব্যতিব্যস্ত।

শতশত মুসলিম পরিবার ইসরাইলি সরকারের মদদপুষ্ট দখলদার গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক নিজ ঘরবাড়ি ধ্বংস ও জোড়পূর্বক উচ্ছেদের হুমকিতে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।

অধিকৃত পশ্চিম তীর ও অবরুদ্ধ পূর্ব জেরুজালেমে ২৫৬টি অবৈধ বসতি ও বিক্ষিপ্ত কলনিতে প্রায় ৭ লক্ষ ইহুদি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায়ভাবে বসবাস করছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ফিলিস্তিনে এসব ইসরাইলি বসতির কোনটিই বৈধ নয়।

ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমের সিলওয়ানে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের করা যৌক্তিক আপিলগুলো দখলদার ইসরাইলি আদালত পূর্বেই বাতিল করে তাৎক্ষণিকভাবে মুসলিম পরিবারগুলোকে নিজ বসতভিটা থেকে বহিষ্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে।

শ্রীমঙ্গলে ডিসি অফিসের এক হিন্দু পিয়নের দাপটে দিশেহারা গ্রামবাসী

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক হিন্দু পিয়নের মাত্রাতিরিক্ত দাপটে শ্রীমঙ্গল উপজেলার আশিদ্রোন ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষ দিশেহারা।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে চাঁদাবাজি, পাসপোর্ট এর দালালি এবং সরকারি চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা করে অর্থ নেওয়া সহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত মৌলভীবাজার ডিসি অফিসের পিয়ন মানস ভট্টাচার্য শেখর।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ক্লাবের রিক্রিয়েশন ফান্ডে টাকা না দেওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের একটি কালভার্ট ভেঙ্গে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে এই মালাউন শেখর ভট্টচার্য।

এলাকাবাসীরা বলেন সরকারি কালভার্ট ভাঙ্গায় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগ করার পরও কেবল ডিসি অফিসের পিয়ন হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

জানা যায়, খলিলপুরের পাশের গ্রাম জানাউড়া গ্রামের খালেদ আহমেদ দুয়েল একটি চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করছিলেন।

খালেদ আহমেদ দুয়েল বলেন,"গত জানুয়ারি মাসে খলিলপুর গ্রামের নান্টু ভট্টাচার্যের ছেলে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের পিয়ন মানস ভট্টাচার্য শেখর তাকে ডিসি অফিসে পিয়নের চাকরি পাইয়ে দেবার কথা বলে ১ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে।

২ মাসের মধ্যে চাকরির নিয়োগপত্র এনে দেয়ার কথা বললেও ৬ মাস অতিবাহিত হলে একপর্যায়ে মালাউন শেখর উল্টো আমাকে ভয়ভীতি দেখায়। বিষয়টি প্রতারণা বুঝতে পেরে গত ২৭ জুন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক বরাবর একটি অভিযোগ করি।"

আশিদ্রোন ইউনিয়নের মৃত নুরুজ মিয়ার ছেলে প্রান্তিক কৃষক ফুরুক মিয়া মাছ চাষ করতে নিজের একখন্ড জমিতে পুকুর সংস্কার করতে উদ্যোগী হলে হিন্দু শেখর সেখানেও বাগড়া দিয়ে বসে।

১ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে পুকুরে যাওয়ার ইউনিয়ন পরিষদের একটি রাস্তায় গত ৫ জুন মালাউন শেখর ও তার লোকজন ২টি আরসিসি খুঁটি বসিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এ নিয়ে ফুরুক মিয়া গত ২৭ জুন আশিদ্রোন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর হিন্দু শেখর ও তার আরো ৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় তার পুকুর সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে।

কাতারে যেতে খলিলপুর গ্রামের এক বাসিন্দা পাসপোর্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় শেখর তাকে ১০ দিনে আর্জেন্ট পাসপোর্ট করে দেয়ার কথা বলে ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। ওই যুবক থেকে আর্জেন্ট পাসপোর্ট করার জন্য শেখর অতিরিক্ত টাকা নিলেও ১৪ দিনের মাথায় সে বলে ২১ দিন লাগবে। তারপর শেখর আরও অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে।

খলিলপুর গ্রামের আনুর মিয়ার কন্যা স্বামী পরিত্যাক্তা পারভীন বেগম স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ৬ কন্যা নিয়ে একটি কুড়ে ঘরে বাস করেন।

পারভীন বেগম জানান তার থাকার বাড়িটি নির্জন একটি ছড়ার পারে। কয়েক মাস আগে নতুন বাড়ি করার জন্য গরু ছাগল বিক্রি, ধার দেনা ও মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ২০ শতক জায়গা ক্রয় করি। সেই জায়গা রেজিষ্ট্রি করার সময় আমার মা মারা যান।

কিছুদিন পর মায়ের দোয়া মাহফিলে ভরা মজলিসে হিন্দু শেখর তার লোকজন নিয়ে বাড়িতে এসে আমাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে।

পারভীন বেগম কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, এতগুলো মেয়ে সংসারে হাঁস মুরগী, ছাগল পালন করে কোন মতে দিনাতিপাত করছি। এ অবস্থায় শেখর আমার অসহাত্বের সুযোগে আমাকে হয়রানি করছে।

গ্রামের লোকজন বলেন মালাউন শেখর ভট্টচার্য কিছু উঠতি ছেলেদের নিয়ে গত বছর একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রামে জমি বেচাকেনা, বিয়ে শাদির যে কোন অনুষ্ঠান হলেই শেখরের ক্লাবের সদস্যদের আনন্দ ফুর্তির জন্য চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদার ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে মারামারির অনেক ঘটনাও ঘটে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

সম্প্রতি শেখরের ক্লাবে চাঁদা না দেওয়ায় ৪টি গ্রামের সাথে সংযুক্ত খলিলপুর- সিন্দুর খান বাজারে যাওয়ার রাস্তার কালর্ভাট রাতের আধাঁরে দুষ্কৃতকারীরা ভেঙ্গে ফেলে। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এই কালভার্ট ভাঙ্গার জন্য এলাকাবাসীরা হিন্দু শেখরের ক্লাব সদস্যদের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাক, নিহত ৪ মালাউন

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের গ্যাংটকে সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক খাদে পড়ে যাওয়ায় দেশটির চার মালাউনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন।

বুধবার এ ঘটনা ঘটে। খবর জি নিউজের।

খবরে বলা হয়, সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে ছয় জন গ্যাংটকের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেনাবাহিনী, বিআরও এবং পুলিশের উদ্ধারকারী দল।

আহতদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দেশটির সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেছে, কুমাওন রেজিমেন্টের ছয় গ্যাংটক যাচ্ছিল। পথে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক ও দুই মালাউনের মৃত্যু হয়। অপরজনের মৃত্যু হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায়।

খাদ্য পাবার আশায় ৩৩৩ নম্বরে কল দিয়ে পিটুনি খেলেন দিনমজুর

ভোলার লালমোহনে ৩৩৩ নম্বরে খাদ্য সহায়তা চেয়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন ফারুক নামের এক দিনমজুর। উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড ফাতেমাবাদ এলাকায় শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ফারুক মহামারি করোনাতে অভাব অনটন ও খাদ্য সংকটে ছিল। ফারুকের কষ্ট দেখে প্রতিবেশী আলমের মেয়ে রুমা শুক্রবার ফারুকের জন্য ৩৩৩ নম্বরে খাদ্য সহায়তা চেয়ে মোবাইল করে এবং ফারুকের পূর্ণ ঠিকানা প্রদান করে। পরে ৩৩৩ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল-নোমানের কাছে ম্যাসেজ পাঠালে তিনি ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে ওই ব্যক্তিকে সহায়তার জন্য বলেন।

চেয়ারম্যান তার এলাকার ছালাউদ্দিন দালাল ও হায়দার মেম্বারসহ ফারুককে ইউনিয়ন পরিষদে আসতে বলেন। ফারুক ইউনিয়ন পরিষদে গেলে কেন ৩৩৩ নম্বরে খাদ্য সহায়তা চেয়ে মোবাইল করেছে জানতে চায় এবং তাকে বিভিন্নভাবে শাসানো হয়।

ফারুক অভিযোগ করেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নেমে বাড়িতে আসার পথে হঠাৎ ৮-১০ জন লোক কোনো কথা না বলে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। আমি চিৎকার করলেও কেউ আসেনি। একপর্যায়ে আমাকে মেরে তারা চলে যায়। পরে আমি ভাড়া করা মোটরসাইকেলে বাড়িতে চলে যাই। আমি এখনও প্রচণ্ড অসুস্থ। টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসা করাতে না পেরে বাজারের ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ খাচ্ছি।

এদিকে ফারুকের বাড়িতে সাংবাদিক যাওয়ার কথা শুনে চেয়ারম্যানের লোক ছালাউদ্দিন দালাল এলাকার লোকজন নিয়ে ওই বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি প্রভাব সৃষ্টি করে ফারুককে কথা বলতে বাধা দেন।

এক পর্যায়ে ছালাউদ্দিন দালাল বলেন, ফারুক ৩৩৩ নম্বরে কল করে অন্যায় করেছে, এলাকার সম্মান নষ্ট করেছে। আমরা একে সব ধরনের সুযোগ দিচ্ছি। তারপরও কেন সে ৩৩৩ নম্বরে কল করবে। অভাবে থাকলে সে আমাদেরকে বলবে।

খোরাসান | তালিবানরা গত ২৪ ঘন্টায় ৮ টি জেলা দখলে নিয়েছেন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত ২৯ জুন ২৪ ঘন্টার লড়াইয়ে আফগানিস্তানের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলগুলোর ৮টি জেলার কেন্দ্র মুরতাদ কাবুল বাহিনী থেকে দখল করে নিয়েছেন।

তালিবান সূত্রমতে, গতকাল তালিবানরা মুজাহিদিনরা মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে কান্দাহার প্রদেশের খাকরিজ, গজনী প্রদেশের গিরো, গিলান, খোগিয়ান, ফারিয়াব প্রদেশের খান-চাহারবাগ, বালখ প্রদেশের কালদার এবং লোঘার প্রদেশের বারাকী বারাক জেলাগুলোর কেন্দ্র, পুলিশ সদর দফতর, সমস্ত সামরিক ও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পোস্ট এবং সদর দফতর পুরোপুরি দখলে নিয়েছেন।

এসময় জেলা কেন্দ্রগুলি থেকে কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক, রেঞ্জার গাড়ি এবং কয়েক হাজার অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

এসব জেলা বিজয়ের সময় বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয় তালিবান মুজাহিদদের। যার ফলে অনেক কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। বন্দী হয়েছে আরও অনেক সেনা।

সোমালিয়ায় ৪ দিনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ২৪ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইসলামিক আদালত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ইসলামিক ইমারতের একটি আদালত গত বুধবার, ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার আরও ৮ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

সূত্রটি জানায়, হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক আদালতের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত গুপ্তচরদের সংখ্যা মাত্র ৪ দিনের মধ্যে ২৪-এ পৌঁছেছে। সর্বশেষ গত ৩১ জুন বুধবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের কোনিয়াব্রোতে ইসলামিক আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ৮ সদস্যের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

এর আগে গত ২৮ জুন, যুবা রাজ্যের বুলুফালাই শহরে মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার ১০ সদস্যের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। যাদের মাঝে কয়েকজন গোয়েন্দা সদস্য ছিল ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাত্র একদিন আগে অর্থাৎ ২৭ জুন, যুবা রাজ্যের সাকু শহরে আরো ৬ মার্কিন গোয়েন্দা সদস্যেকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ইসলামিক আদালত।

https://ibb.co/X8MXLKv

৪ দিনের মধ্যে ২৪ মার্কিন গোয়েন্দা সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। মাঠে সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি গোপনে মুজাহিদগণও যে সংঘবদ্ধভাবে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা যুদ্ধ শুরু করেছেন সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। আর এটি পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার জন্য বড় একটি ধাক্কা।

পশ্চিমা শক্তি এবং মুজাহিদিন শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিশ্বে গুপ্তচরবৃত্তি লড়াইয়ের অন্যতম বিপজ্জনক একটি ক্ষেত্র। আর সেই ক্ষেত্রে এখন মুজাহিদগণ সোমালিয়া, ইয়ামান, আফগানিস্তান ও মালিসহ বিশ্বের বেশ কিছু জিহাদের ময়দানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

সূত্রঃ শাহাদাহ্ নিউজ।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ৮ সেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৫ ক্রুসেডার ও ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মুজাহিদগণ এসবের মধ্যে তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরে। যেখানে শাবাব মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালান। যার ফলশ্রুতিতে ৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম যুবা রাজ্যের আউডিনালি শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধেও একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদিন। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। মুজাহিদগণ তাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর ওদজার জেলায় মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর এক সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে আরো ১ পুলিশ সদস্য মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা দেশটির কুকানী, জানালী ও বার্দিরী শহরেও আরও ৩টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তবে এসব হামলায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখান জানা যায়নি।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৭ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও বেলুচিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৫ মুরতাদ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্র মতে, গতকাল (৩০ জুন) তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তিয়ারজা সীমান্তের খাইসুরা অঞ্চলে শরিয়া বিরোধী পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত ও অপর ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। অতঃপর অভিযান শেষে তেহরিক-ই-তালিবানের সকল মুজাহিদ নিরাপদে গন্তব্যস্থানে ফিরে যান।

একই দিন দুপুর ২ টার দিকে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা বেলুচিস্তানের পিসিন জেলার হার্মজী গ্রামে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালান। এসময় চেকপোস্টের

প্রহরীকে মুজাহিদগণ গুলি করে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং তারা কাছে থাকা অস্ত্রটি গনিমত হিসাবে নিয়ে আসেন।

ভারতে মসজিদে হিন্দিতে আজান দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে BJP নেতার আবেদন

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার সাহিত্য বিভাগের সহ-পর্যবেক্ষক বিকাশ প্রীতম সিনহা বুধবার সরকার আর মৌলবিদের কাছে মসজিদে আজান পড়ার সময় আরবি ভাষার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষার ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েছে। তিনি বলেন, দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে দিনে পাঁচ বার আরবি ভাষায় আজান পড়া হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কোটি কোটি ভারতীয় আরবি ভাষা বোঝেই না

প্রীতম সিনহা টুইট করে লেখেন, 'দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে দিনে ৫ বার আরবি ভাষায় শোনান আজান এই দেশের কোটি কোটি অ-আরবি মানুষ বুঝতেই পারেনা।

আরেকদিকে, কর্ণাটকে ওয়াকফ বোর্ড রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত মসজিদ আর দরগাহে লাউডস্পিকার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এভাবেই ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে রাস্তায় নামাজ পড়া আর মাইকে আজান দেওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন করা হয়েছিল।

মুসলিম জনসংখ্যা কমাতে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের সন্ত্রাসী দল বিজেপিশাসিত আসামের মুখ্যমন্ত্রী মালাউন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছে, আসামে মুসলিম জনসংখ্যা ২৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি বন্ধে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মঙ্গলবার (২৯ জুন) গণমাধ্যমে বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে।

বিজেপি নেতা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংখ্যালঘু মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমিয়ে আনতে রাজ্য সরকার বিশেষ নীতিমালা গ্রহণ করবে। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ করা।

বিজেপি নেতা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আদমশুমারিতে দেখা গেছে, আসামে হিন্দুর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১০ শতাংশ আর মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৯ শতাংশ হারে। সেজন্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যটিতে ইতোমধ্যেই দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে সরকারি চাকরি ও স্থানীয় নির্বাচনে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ হরি ওম পাণ্ডে ২০১৮ সালে গণপিটুনি দিয়ে মুসলিম হত্যার কারণ হিসেবে অধিকহারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াকে তুলে ধরেছে। তার দাবি, ক্রমবর্ধমান গণপিটুনির জন্য দায়ী ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা।

এছাড়া উত্তরপ্রেশেরই বিধায়ক সুরেন্দ্র সিং বলেছিল, হিন্দুত্ব বাঁচাতে অন্তত ৫টি করে সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত হিন্দুদের। আর এদিকে, মুসলিমদের জন্য ঠিক উল্টো কথা।

এবার আরব আমিরাতে দূতাবাস খুলল ইসরাইল

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথমবারের মতো দূতাবাস খুলেছে ইসরাইল। নতুন ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ায়ির ল্যাপিড মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো কোনো ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গিয়ে ওই দূতাবাস উদ্বোধন করে।

ল্যাপিড নিজে এক টুইটার বার্তায় এ খবর জানায়। এতে তাকে আরব আমিরাতের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান উন্নয়নমন্ত্রী নূরা আল-কাবি'কে দূতাবাস ভবনের সামনে স্থাপিত ফিতা কাটতে দেখা যায়। ছবির ক্যাপশনে ইসরাইলি মন্ত্রী লিখেছে, "আমিরাতি মন্ত্রীর সঙ্গে ইসরাইলি দূতাবাসের উদ্বোধন।"

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে ২০২০ সালে ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত। এরপর চলতি বছরের শুরুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইতে ইসরাইলের দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হয়। একইসাথে দুবাই শহরেও কনস্যুলেট স্থাপন করে তেল আবিব। ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ওই দূতাবাস ও কনস্যুলেট উদ্বোধন করেন।

এর আগে চলতি জুন মাসের গোড়ার দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত আনুষ্ঠানিকভাবে তেল আবিবে তার দূতাবাস উদ্বোধন করে। এর আগেও দু'একজন ইসরাইলি মন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন। কিন্তু ল্যাপিড হচ্ছেন আবু ধাবি সফরকারী সবচেয়ে সিনিয়র ইসরাইলি মন্ত্রী।

ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী ইসরাইলি যাত্রীবাহী বিমান সৌদি আরবের আকাশসীমা অতিক্রম করে আবুধাবি গমন করে। সৌদি সরকার গত বছর ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে চলাচলকারী বিমানের জন্য নিজের আকাশসীমা উন্মুক্ত করে দেয়। ইয়ায়ির ল্যাপিড তার দু'দিনের আবুধাবি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করবে বলে কথা রয়েছে।

সূত্র : পার্স টুডে